sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 27-06-2026 01:06 Page 1

সকালের শিরোনাম

শনিবার

৩১ জুলাই পর্যন্ত বিশেষ অডিট, প্ল্যান পাসে ঘুষ চাইলে থানায়এফআইআর করার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর ● পৃঃ ৩

তারাতলার ধ্বংসস্তূপে 'ভিকটিম লোকেটিং ক্যামেরা', জীবনের ক্ষীণতম চিহ্ন খুঁজছে সেনা-এনডিআরএফ ● পৃঃ ২

বিকশিত বাংলা'-য় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ জোগালেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ● পৃঃ ২

দৈনিক বাংলা পত্রিকা ●২৭ জুন ২০২৬ ● বাংলা ১১ আষাঢ় ১৪৩৩ ●বর্ষঃ- ০১ ●সংখ্যা ঃ- ২৮২ ● মূল্যঃ- ০৫ টাকা● PRGI NO : WBBEN/25/A1493 ● www.sakalershironam.in ● sakalershironam@gmail.com

তারাতলায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৫, ধ্বংসস্তূপে এখনও আটকে থাকার আশঙ্কা

আজকের খবর

এবার থেকে শনিবার, রবিবার এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনেও অফিসে যেতে হবে কর্মীদের

শর্তসাপেক্ষে নির্দেশিকা জারি রাজ্য সরকারের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে তো বটেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে পশ্চিমবঙ্গের শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য এক ধাক্কায় ঘোষণা করেছে ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা। আর বিপুল পরিমাণ এই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির আনন্দে যখন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা মশগুল সেই সময়ে অপরিচিত বেতন দেওয়ার বিনিময়ে সরকার যথাযথ কাজ বুঝে নেওয়ার জন্যে জারি করল বিশেষ নির্দেশিকা।

পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে তো বটেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে পশ্চিমবঙ্গের শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য এক ধাক্কায় ঘোষণা করেছে ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা। আর বিপুল পরিমাণ এই মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির আনন্দে যখন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি কর্মচারীরা মশগুল সেই সময়ে অপরিচিত বেতন দেওয়ার বিনিময়ে সরকার যথাযথ কাজ বুঝে নেওয়ার জন্যে জারি করল বিশেষ নির্দেশিকা। এবার থেকে শনিবার, রবিবার এবং অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনেও অফিসে যেতে হবে কর্মীদের। প্রশাসনিক কাজের গতি বজায় রাখতে এবং পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই থমকে না যায়, সেই লক্ষ্যেই এই নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্যের কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর। বৃহস্পতিবার দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবের সবুজ সংকেত মেলার পর বিশেষ সচিবের তরফে এই অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা সামনে আসতেই এখন জোর আলোচনা ও চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্যের সরকারি মহলে।নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ শীর্ষ আধিকারিক ও আমলারা প্রায়শই জরুরি কাজের তাগিদে শনি, রবি বা অন্যান্য সরকারি ছুটির দিনগুলিতেও দফতরে এসে কাজ করেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যখন ছুটির দিনেও নিয়মিত সরকারি কাজ সারছেন, তখন প্রশাসনিক কাজ আরও মসৃণ ও গতিশীল করতে তাঁদের উপযুক্ত সহায়তার প্রয়োজন পড়ে। শীর্ষ আমলাদের কাজে সবরকম প্রশাসনিক সহযোগিতা জোগাতেই পিছনের সারির সাধারণ কর্মীদেরও এবার থেকে ছুটির দিনে অফিসে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ছুটির দিনে সমস্ত কর্মীকে একসঙ্গে আসতে হবে না। কাজের চাকা সচল রাখতে চালু হচ্ছে বিশেষ 'রোস্টার' বা পালা করে কাজ করার পদ্ধতি। কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতরের প্রতিটি সেল বা শাখাকে আগাম একটি তালিকা বা রোস্টার তৈরি করতে হবে। এই রোস্টার অনুযায়ী, সপ্তাহের শেষ দিন (শনি ও রবিবার) এবং অন্যান্য ছুটির দিনগুলিতে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কর্মীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। লক্ষ্য একটাই, সরকারি কাজে যাতে কোনও রকম ফাঁক বা ব্যাঘাত না ঘটে এবং জনস্বার্থে প্রশাসনিক চাকা যেন সবসময় সচল থাকে।

তারাতলার ঘটনায় কঠোর মুখ্যমন্ত্রী

এই ঘটনার নেপথ্যে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না

সকালের শিরোনাম

সুষমা পাল মন্ডল

তারাতলার ওই সাইটে কোনও নজরদারিই হয়নি। তবে নিশ্চিন্তে থাকুন, এই ঘটনার নেপথ্যে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না।' তারা তলায় নির্মীয়মান গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়ে ১৫ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় এবারে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পরে ময়দানে পিডব্লিউডি টেন্টে বসে তারাতলার ঘটনার প্রেক্ষিতে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করার হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'গোডাউন নির্মাণের প্ল্যান পাশ করা ছিল। নিয়ম অনুযায়ী, পুরো কাজের ওপর সুনির্দিষ্ট নজরদারি চালানোর কথা ছিল নির্মাণকারী সংস্থার। কিন্তু তারা সেই গুরুদায়িত্ব পালন করেনি। প্ল্যানার ও আর্কিটেক্টের ওপর যে নজরদারির দায়ভার ছিল, তা তারা অন্য কারও ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল।' গত বুধবার বেলা ঠিক ১২টা বেজে ৭ মিনিটে তারাতলার ওই নির্মীয়মাণ গোডাউনটি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে তড়িঘড়ি উদ্ধারকাজে নেমে পড়ে কলকাতা পুলিশ, দমকল বাহিনী, এনডিআরএফ এবং ভারতীয় সেনা। কংক্রিটের স্তূপের নীচে আটকে পড়া শ্রমিকদের দ্রুত ও জীবিত বের করে আনতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনও পর্যন্ত ১৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও অন্তত ৩৩ জন। তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শুক্রবারের মধ্যেই সমস্ত ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজ সম্পূর্ণ গুটিয়ে ফেলা হবে। এই ঘটনায় পুলিশি তদন্তের গতি বাড়িয়ে ইতিমধ্যেই ৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত বুধবার তারা তলায় নির্মীয়মান গোডাউনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজের দায়িত্ব যে অয়ন ট্রেডার্স এর হাতে ছিল সেই সংস্থাকে ব্ল্যাকলিস্টেড করার ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা তো মাত্র শুরু। এইভাবে বেআইনি ও দায়িত্বজ্ঞান হীনভাবে যাঁরা কাজ করছেন, পুরসভার তরফে সেই সব সংস্থাকেই আগামী দিনে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।' সেই সঙ্গেই কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আবাসন কিংবা বহুতলের প্ল্যান নিয়ে কোনও নাগরিক প্রতারিত হয়ে থাকলে, তাঁদের অবিলম্বে নিকটবর্তী থানায় অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পুলিশকে দ্রুত কড়া পদক্ষেপ বা অ্যাকশন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ দিনের মঞ্চ থেকে পোস্তা এবং গার্ডেনরিচের পুরনো বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ টেনে পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকেও তীব্র নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বাড়লো বাড়ির প্ল্যান অডিটের এলাকা

তারাতলা বিপর্যয়ের পরই সব নির্মাণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অডিটের পরই হবে নির্মাণকাজ শুরু করা যাবে। অডিটের আওতায় কোন কোন জায়গা রয়েছে, তাও জানিয়েছেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও তিনটে জায়গা। অডিটের আওতায় রয়েছে দক্ষিণ দমদম, বরানগর, কামারহাটি পুরসভা। বেআইনি নির্মাণ নিয়ে প্রথম থেকে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'বাড়ির প্ল্যানে কোনও দুর্নীতি হলে এফআইআর করুন। পদক্ষেপ করা হবে। তারাতলার ঘটনায় এখনও উদ্ধারকাজ চলছে। এনডিআরএফ নেতৃত্ব দিচ্ছে, বাকিরা সাহায্য করছে। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা জানিয়েছেন, আবহাওয়া ঠিক থাকলে আজ রাতের মধ্যেই উদ্ধারকাজ শেষ হবে।' কিভাবে এই অডিট এর কাজ হবে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় কমার্শিয়াল বিল্ডিং ৩১ জুলাই পর্যন্ত অডিট করছি। রেসিডেন্সিয়াল ক্ষেত্রে সংস্কারের বাইরে থাকছে। নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ে অডিটের টিম তৈরি হয়েছে। অডিটের পর ছাড়পত্র পেলে তবেই নির্মাণকাজ শুরু করা হবে। তিন মাসের মধ্যে সব বহুতলের ফায়ার অডিট সম্পূর্ণ করতে হবে।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধার্ঘ মুখ্যমন্ত্রীর

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৯ তম জন্মজয়ন্তীতে কলেজ স্ট্রিট থেকে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় মানের

এরপর ৪ পৃঃ

জাহাঙ্গীর মামলায় পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের

অভিযুক্তের কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো আইনত সমর্থনযোগ্য নয়

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

অভিযুক্তের কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরানো আইনত সমর্থনযোগ্য নয়।' ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর খানের স্ত্রী সারিকার দায়ের করা মামলায় এমন পর্যবেক্ষণ জানালো কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যে পালাবদলের পর কোথাও তোলাবাজির অভিযোগকে কাউকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। কোথাও দুর্নীতির অভিযোগে কেউ গ্রেফতার হয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমন ছবি সামনে এসেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, ধৃতকে কোমরে দড়ি পরিয়ে রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। ফলতার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী ধৃত জাহাঙ্গির খানেরও এমন একটি ছবি সামনে এসেছে। জাহাঙ্গির খানের স্ত্রীর করা একটি মামলার প্রেক্ষিতে শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বললেন, কোনও অভিযুক্তের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো কখনই আইনত সমর্থনযোগ্য নয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কোনও ব্যক্তির মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে।এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি বলেন, কোনও অভিযুক্তের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো কখনই আইনত সমর্থনযোগ্য নয়। সরকারি আইনজীবী তখন বলেন, 'কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানোর বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়েও অনেক কিছু করা যায়। পুলিশের থেকে রিপোর্ট নিয়ে আমি আমি আমার বক্তব্য রাখব।' রাজ্যের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিচারপতি জানান, জাহাঙ্গির খানের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় এমন কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। ১ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি। ধৃতের কোমরে দড়ি পরানো নিয়ে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'আমরা তো বারবার বলছি, কেউ অপরাধ করে থাকলে, দেশের যে আইন রয়েছে, সেই আইনের অধীনে বিচার হবে। তার বদলে কারও অপরাধ কী জানা গেল না, কেউ কাউকে দাগিয়ে দিল, তারপর তাঁর উপর হামলা করা, নিগ্রহ করা, জামা-কাপড় খুলিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া। এটার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, বাহুবলী ক্ষমতার গ্যালারি শো রয়েছে। কিন্তু, তার সঙ্গে সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কী দোষ করেছিল, দোষী হলে দেশের আইনে তাঁর কী শাস্তি প্রাপ্য, তার সঙ্গে এগুলোর কোনও সম্পর্ক নেই।'

তৃণমূলের নেতা কর্মীদের কাছে বার্তা মমতার

যাঁদের সুবুদ্ধি আছে, তাঁরা ফিরে আসুন, নাহলে কিন্তু না ঘর কা না ঘাট কা হয়ে থাকবেন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

যাঁদের সুবুদ্ধি আছে, তাঁরা ফিরে আসুন। আর যাঁরা ভাবছেন এই ভাবে চলবেন, তাঁরা কিন্তু না ঘর কা না ঘাট কা হয়ে থাকবেন।' আগামী ২১ জুলাই তৃণমূলের বাৎসরিক শহীদ দিবসের আগে এভাবেই দলের সর্বস্তরের নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে লড়াইয়ের ময়দানে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্রের দাবিতে মহাকরণ অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, বর্তমানে রাজ্যে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার পিছনে বিজেপির হাত রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, একের পর এক মামলা, গ্রেফতারি, চাকরি হারানো, হুকার উচ্ছেদ এবং রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে বলে দাবি করেন মমতা। মমতা বলেন, 'নিচুতলার কর্মীদের রক্ত, ঘাম এবং আত্মত্যাগের উপরেই দলের ভিত দাঁড়িয়ে। বুথ স্তরের কর্মী থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং বিভিন্ন স্তরের সংগঠনের কর্মীরাই দলকে শক্তিশালী করেছেন। ওঁদের লড়াইয়ের কারণেই এঁরা আজ নেতা হয়েছেন।'কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আজ তাঁদের জীবনের দামে, তাঁদের ত্যাগের দামে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন, বা বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতায় আছেন, তাঁরা শুধু নিজেদের ও নিজেদের পরিবার বাঁচার জন্য নাম লেখাচ্ছেন অন্য দলে। বিশ্বাসঘাতকদের কোনও ক্ষমা নেই। আগামীদিন জনগণ কৈফয়ৎ চাইবে।' এরপরই নাম না করে ঋতব্রতকে আক্রমণ করে বলেন, 'বিজেপি স্পনসর্ড সিপিএমের নেতা। তবে সিপিএম একটা কাজ ভাল করেছিল। এটাকে বহিষ্কার করেছিল।' নেতাদের শিবির বদল অন্য দিকে কর্মীদের উপর হামলা নিয়ে বক্তৃতায় সরব হয়ে মমতা উল্লেখ করেন তাঁর পরিবারের উপর 'আক্রমণের' কথাও। মমতা বলেন, 'কেউ কেউ নিজেকে বাঁচাতে, পরিবার বাঁচাতে বেইমানি করেছে। মা আপনাকে মানুষ করল, আর আজ যখন মা অসুস্থ তখন তাকে দেখবেন না?' তাঁর অভিযোগ, অনেকেই নিজেদের এবং পরিবারের স্বার্থ বাঁচাতে দল ছেড়েছেন। কেউ আইনি মামলার ভয়ে, কেউ সম্পত্তি রক্ষার চিন্তায় বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়েছেন। এই ধরনের আচরণকে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা বলে উল্লেখ করেন। মমতার বলেন, 'বিশ্বাসঘাতকদের কোনও ক্ষমা নেই। আজ হয়তো তাঁরা নিজেদের বাঁচাতে পেরেছেন। কিন্তু আগামিদিনে জনগণ এবং দলের কর্মীরাই তাঁদের কাছে হিসাব চাইবে।' তাঁর দাবি, যাঁরা দল না ছাড়লে বিজেপি এতটা দাপট দেখাতে পারত না। নিজেদের স্বার্থে তাঁরা কর্মীদের বিপদের মুখে ফেলে গিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন তৃণমূল নেত্রী।যদিও এখনও যাঁদের মধ্যে অনুশোচনা রয়েছে, তাঁদের ফিরে আসার আহ্বান জানান তিনি। মমতার বক্তব্য, 'যাঁদের এখনও শুভবুদ্ধি রয়েছে, তাঁরা ফিরে আসুন। এখন যারা ভাবছেন পালিয়ে বাঁচবেন, তাঁরা শেষ পর্যন্ত কোথাও জায়গা পাবেন না।'

বাংলায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পথে সরকার

বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠনের ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) কার্যকর করার প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার কলেজ স্ট্রিটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত প্রাঙ্গণে তিনি জানান, অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের অনুসৃত পদ্ধতিতেই বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে খসড়া প্রস্তুতের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সোমবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে এ বিষয়ে বিস্তারিত ঘোষণা করা হবে বলেও জানান তিনি। বঙ্কিমচন্দ্রের ১৮৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, ক্ষুব্ধবাংলাতেও ইউসিসি হবে। এর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে। বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে কাজ এগোবে।ক্ষুব্ধ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। কারণ, ব্যক্তিগত আইন সংস্কারের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে আগামী দিনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবেই দেখা হচ্ছে। নবান্নের প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, প্রস্তাবিত আইনের লক্ষ্য হল বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ এবং লিভ-ইন সম্পর্কের মতো বিষয়ে একক আইনি কাঠামো তৈরি করা। সরকারের যুক্তি, এতে আইনের সমতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। আগামী সোমবারের বিশেষ অধিবেশনেই সংশ্লিষ্ট বিল উত্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও বিলের খুঁটিনাটি এখনও প্রকাশ করা হয়নি। এর আগে উত্তরাখণ্ডে ইউসিসি কার্যকর হয়েছে এবং অসমও এই পথে আইন প্রণয়ন করেছে। সেই অভিজ্ঞতা খতিয়ে

এরপর ৪ পৃঃ

সকালের শিরোনাম

সম্পাদকীয়

২৭ জুন ২০২৬ শনিবার

বই পড়ার ঐতিহ্য...

আজকের দ্রুতগতির ডিজিটাল বিশ্বে আমাদের জীবনযাত্রা অনেকটাই স্ক্রিন-নির্ভর হয়ে পড়েছে। সকালের ঘুম ভাঙা থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত একটা বড় সময় কাটে স্মার্টফোন, ট্যাবলেট বা ল্যাপটপের আলোয়। প্রযুক্তির এই জয়যাত্রায় বিনোদনের মাধ্যম বদলেছে তথ্যের আদান-প্রদান সহজ হয়েছে, কিন্তু তার বদলে আমরা হারাতে বসেছি এক পরম শান্তির আশ্রয় বই পড়ার অভ্যাস। একসময় অবসরের সঙ্গী বলতে ছিল কেবলই বই। গল্পের বইয়ের পাতা উল্টানোর গন্ধ, নতুন চরিত্রদের সাথে পরিচিত হওয়া আর কল্পনার ডানায় ভর করে অজানা দেশে পাড়ি দেওয়ার যে অনাবিল আনন্দ, তা আজ রিলস, শর্টস আর সোশ্যাল মিডিয়ার স্ক্রোলিংয়ের ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। এই প্রবণতা কেবল একটি অভ্যাসের মৃত্যু নয়, বরং মানুষের চিন্তা ও মননশীলতার গভীরতা কমে যাওয়ার এক অশনি সংকেত।ডিজিটাল মাধ্যম আমাদের তাৎক্ষণিক আনন্দ বা 'ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন' দেয়, যার ফলে আমাদের মনোযোগের পরিধি বা 'অ্যাটেনশন স্প্যান' ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। একটি বড় উপন্যাস বা গবেষণাধর্মী বই পড়ার জন্য যে ধৈর্য ও একাগ্রতার প্রয়োজন, আধুনিক মানুষ তা হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রযুক্তির এই করাল গ্রাস থেকে কি বইয়ের পাতা উল্টানোর সেই অকৃত্রিম আনন্দকে আর কখনোই ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়? উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের সদিচ্ছা এবং দৈনন্দিন অভ্যাসের কিছু ছোটখাটো পরিবর্তনের মধ্যে।বই পড়ার আনন্দ ফিরিয়ে আনার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে 'ডিজিটাল ডিটক্স' বা প্রযুক্তি থেকে নিয়মতান্ত্রিক দূরত্ব বজায় রাখা। দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা সময়কে 'নো-গ্যাজেট জোন' হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। এই সময়টিতে ফোন বা ল্যাপটপ দূরে সরিয়ে রেখে হাতে তুলে নেওয়া যেতে পারে কোনো পছন্দের বই। ঘুমানোর ঠিক আগে স্ক্রিনের নীল আলোর দিকে না তাকিয়ে বইয়ের পাতায় চোখ রাখলে তা যেমন মানসিক শান্তি দেয় তেমনি তা ভালো ঘুমের জন্যও সহায়ক।পরিবার থেকেই এই অভ্যাসের পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে। শৈশব থেকেই শিশুদের হাতে মোবাইল ফোনের বদলে রঙিন ছড়া ও গল্পের বই তুলে দেওয়া প্রয়োজন। বাবা-মায়েরা নিজেরা যদি সন্তানের সামনে বই পড়েন, তবে শিশুরাও স্বাভাবিক নিয়মে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে। ঘরের একটি ছোট কোণকে কেবল বই পড়ার জন্য সাজিয়ে তোলা যেতে পারে, যেখানে থাকবে না কোনো যান্ত্রিক কোলাহল।এছাড়া, সামাজিক স্তরেও কিছু উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। পাড়ায় পাড়ায় বা বিভিন্ন এলাকায় গড়ে তুলতে হবে ছোট ছোট লাইব্রেরি বা বুক ক্লাব। যেখানে সমমনস্ক মানুষরা একত্রিত হয়ে বই নিয়ে আলোচনা করবেন, একে অপরের সাথে বই বিনিময় করবেন। প্রযুক্তিকে শত্রু না ভেবে একে বইয়ের প্রচারের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। যেমন, সোশ্যাল মিডিয়ায় 'বুক রিভিউ' বা বইয়ের আলোচনা সংক্রান্ত গ্রুপগুলো তরুণ প্রজন্মকে পড়তে উৎসাহিত করতে পারে। অডিও বুক বা ই-বুক পড়ার প্রাথমিক ধাপ হতে পারে, তবে ছাপানো কাগজের স্পর্শ আর গন্ধের যে নান্দনিক অনুভূতি, তার কোনো বিকল্প হয় না।বই মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করে, সহমর্মিতা শেখায় এবং একাকীত্ব দূর করে। প্রযুক্তির যুগে বাস করেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, স্ক্রিনের আলো চোখের ক্লান্তি বাড়ায়, কিন্তু বইয়ের পাতা মনের আলো জ্বালায়। তাই যান্ত্রিকতার ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে আসুন আমরা আবার বইয়ের পাতায় ফিরে যাই। দিনে অন্তত কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টে, শব্দের ভাঁজে লুকিয়ে থাকা জীবনকে ছুঁয়ে দেখার আনন্দকে নতুন করে আবিষ্কার করি। বই পড়ার এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা কেবল সাহিত্যপ্রেমের বিষয় নয় এটি আমাদের সুস্থ ও সংবেদনশীল সমাজ টিকিয়ে রাখার এক অনিবার্য লড়াই।

স্মৃতির পাতা থেকে

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ , ১৪ জুলাই ২০১৯) বাংলাদেশের সাবেক সেনাপ্রধান ও রাজনীতিবিদ যিনি ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার দেশ পরিচালনাকে অনেকেই সামরিক একনায়তন্ত্রের সাথে তুলনা করেন। তিনি জাতীয় পার্টি নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে বেশ কিছু উপদলে বিভক্ত হয়। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৩ আসন হতে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং তিনি একাদশ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।১৯৮৩ সালে নির্বাচিত সরকারের অধীনে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালনকালে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং সামরিক শাসন জারীর মাধ্যমে দেশ শাসন করেন। দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে তিনি ১৯৮৬ সালে সংসদীয় সাধারণ নির্বাচন দেন। এই নির্বাচনে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং পরে পাঁচ বছরের জন্য বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯০ সালে গণবিক্ষোভের চাপে এবং সেনাবাহিনীর সমর্থনের অভাবে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।১৯৩০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি কোচবিহার রাজ্যের দিনহাটা শহরের (যা বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভূক্ত) বাঙালি মুসলিম উকিল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা বাবা অ্যাডভোকেট মকবুল হুসেইন ছিলেন রংপুরের একজন আইনজীবী। তিনি দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপালন করেছিলেন। তিনি রংপুর জেলায় শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।১৯৫১ সালে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলে (কোহাটে অবস্থিত) যোগ দেন এবং ১৯৫২ সালে কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৬০ - ১৯৬২ সালে তিনি চট্টগ্রাম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কেন্দ্রে অ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি কোয়েটার স্টাফ কলেজ থেকে স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি শিয়ালকোটে ৫৪ ব্রিগেডের মেজর ছিলেন। ১৯৬৯ সালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি লাভের পর ১৯৬৯ - ১৯৭০ সালে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর অধিনায়ক ও ১৯৭১ - ১৯৭২ সালে ৭ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় এরশাদ ছুটিতে রংপুর ছিলেন। কিন্তু, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে তিনি পাকিস্তান চলে যান। পাকিস্তান থেকে আটকে পড়া বাঙালিরা যখন ১৯৭৩ সালে দেশে ফিরে আসে তখন তিনিও প্রত্যাবর্তন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর সময় আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে জাতীয় প্রতিরক্ষা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।পাকিস্তান থেকে দেশে ফেরার পর ১৯৭৩ সালে তাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১২ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালে তিনি কর্নেল ও ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি পান। ১৯৭৫ সালের ২৪ আগস্ট ভারতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় তিনি মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পান ও উপ সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ পান। ১৫ অগাস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের পর এরশাদ বাংলাদেশের দিল্লি মিশনের মাধ্যমে দেশে ফেরার আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে বার্তা পাঠান।গু১১৪ ১৯৭৮ সালে তাকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়েছিলেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং এরশাদ একই বছরের ডিসেম্বরে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব বুঝে নেন। ৩০ মে ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হবার পর, এরশাদের রাজনৈতিক অভিলাষ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ২৪ মার্চ ১৯৮২ সালে এরশাদ রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সাল নাগাদ তিনি প্রধান সামরিক প্রশাসক হিসেবে দেশ শাসন করেন। ঐ দিন তিনি দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি বিচারপতি এ.এফ.এম আহসানুদ্দিন চৌধুরীর কাছ থেকে নিজের অধিকারে নেন। এরশাদ দেশে উপজেলা পদ্ধতি চালু করেন এবং ১৯৮৫ সালে প্রথম উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে তিনি জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই দলের মনোনয়ন নিয়ে ১৯৮৬ সালে পাঁচ বছরের জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জামায়াত এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে যদিও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এই নির্বাচন বয়কট করে। সাধারণ নির্বাচনে তার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে রাষ্ট্রপতি ৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭ সালে এই সংসদ বাতিল করেন।

কূটনীতি, প্রযুক্তি ও শান্তির সন্ধানে ২০২৬ সালের জি-৭ সম্মেলন

সুব্রত পাল, শিলচর, অসম

বিশ্বরাজনীতি আজ এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে যুদ্ধ ও শান্তি, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা, প্রযুক্তি ও মানবিকতা, উন্নয়ন ও পরিবেশ; সবকিছুই যেন এক জটিল সমীকরণের অংশ হয়ে উঠেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী অভিঘাত, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা, বৈশ্বিক অর্থনীতির অনিশ্চয়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান হুমকি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত বিস্তার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে এক নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সালের জুন মাসে ফ্রান্সের মনোরম এভিয়ান-লে-বেঁ শহরে অনুষ্ঠিত ৫২তম জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন কেবল একটি নিয়মিত আন্তর্জাতিক বৈঠক নয়, বরং এটি ছিল পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার ভবিষ্যৎ রূপরেখা নির্ধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক পর্ব। আল্পস পর্বতমালার পাদদেশে এবং লেক জেনেভার শান্ত জলরাশির তীরে অবস্থিত এভিয়ান শহরটি কয়েক দিনের জন্য বিশ্বের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সভাপতিত্বে বিশ্বের সাতটি প্রধান উন্নত অর্থনীতির নেতারা এখানে সমবেত হন। তাদের আলোচনার কেন্দ্রে ছিল এমন সব প্রশ্ন, যেগুলোর উত্তর আগামী দশকের আন্তর্জাতিক রাজনীতি, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের গতিপথ নির্ধারণ করবে। সম্মেলনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ইউক্রেন সংকট। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য এখনও সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। জি-৭ নেতারা ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি তাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন এবং যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট মানবিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন। এই অবস্থান শুধু একটি দেশের প্রতি সমর্থনের প্রকাশ নয়,বরং আন্তর্জাতিক আইন, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকারের প্রতিফলন। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিও সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব পায়। গাজায় মানবিক সংকট, ইরানকে ঘিরে আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রশ্নে বিশ্বনেতারা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মধ্যপ্রাচ্য যে বারবার বৈশ্বিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, তা বিবেচনায় নিয়ে জি-৭ দেশগুলো সংলাপ, কূটনীতি এবং মানবিক সহায়তার ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করে। এই অবস্থান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির পাশাপাশি কূটনৈতিক উদ্যোগের অপরিহার্যতাকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এবারের সম্মেলনের সবচেয়ে আলোচিত এবং ভবিষ্যতমুখী বিষয় ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। প্রযুক্তিগত ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশ্বের প্রধান রাজনৈতিক নেতারা এবং শীর্ষ প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা একই টেবিলে বসে এআই-এর সম্ভাবনা ও ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করেন। একদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবসভ্যতার উন্নয়নের নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে, অন্যদিকে তথ্য বিকৃতি, সাইবার নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সংকট এবং শিশু-কিশোরদের মানসিক নিরাপত্তার মতো নতুন চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করতে পারে। ফলে এআই-এর উন্নয়নকে শুধু প্রযুক্তিগত প্রশ্ন হিসেবে নয়, বরং নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। এভিয়ানের আলোচনাগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে যে আগামী দশকের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনেকাংশে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং ডিজিটাল শাসনব্যবস্থার ওপর নির্ভর করবে। অর্থনীতি ও বাণিজ্যও সম্মেলনের আলোচনায় বিশেষ স্থান দখল করে। করোনা-পরবর্তী বিশ্বে সরবরাহ শৃঙ্খলের দুর্বলতা, মূল্যস্ফীতি এবং কৌশলগত খনিজ সম্পদের প্রাপ্যতা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। জি-৭ নেতারা বৈশ্বিক বাণিজ্য কাঠামোকে আরও কার্যকর ও স্থিতিশীল করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। বিশেষত সবুজ জ্বালানি ও আধুনিক প্রযুক্তি শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদের নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়টি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষার প্রশ্নেও সম্মেলন একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়। সমুদ্র দূষণ, অবৈধ মৎস্য আহরণ, পানিসম্পদের সংকট এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মতো বিষয়গুলোকে উন্নয়ন আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে পরিবেশগত দায়বদ্ধতার সমন্বয় ঘটানোর যে প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হচ্ছে, এভিয়ানের বৈঠক সেই উপলব্ধিকেই আরও জোরালোভাবে সামনে নিয়ে আসে। এবারের সম্মেলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল স্বাস্থ্যখাত, বিশেষত ক্যান্সার গবেষণা ও প্রতিরোধকে অগ্রাধিকার দেওয়া। বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সহযোগিতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তথ্য বিনিময়, গবেষণা সহায়তা এবং আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির বিস্তারে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কেবল নিরাপত্তা বা অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, মানবকল্যাণও এর একটি অপরিহার্য অংশ। সম্মেলনে ভারতের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। যদিও ভারত জি-৭-এর সদস্য নয়, তবুও বিশ্বের দ্রুততম বিকাশমান প্রধান অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক শক্তি হিসেবে তার গুরুত্ব আজ অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে ভারতের অবস্থান এখন বৈশ্বিক আলোচনার অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। ফলে জি-৭-এর মতো ফোরামেও ভারতের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিশ্ব কূটনীতির পরিবর্তিত বাস্তবতাকেই তুলে ধরে।তবে জি-৭-এর সামনে কিছু মৌলিক প্রশ্নও রয়েছে। বিশ্বের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র এখন আর কেবল পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভারত, চীন, ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া এবং আফ্রিকার উদীয়মান অর্থনীতিগুলো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে ভবিষ্যতের বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিনিধিত্বশীল করে তোলার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছে। তা সত্ত্বেও, জি-৭ এখনও এমন একটি মঞ্চ, যেখানে বিশ্বের প্রভাবশালী অর্থনীতিগুলো দ্রুত নীতিগত ঐকমত্য গঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রশ্নে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম। ফ্রান্সের এভিয়ানের শান্ত হ্রদতীর থেকে যে বার্তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছেছে, তার মূল কথা হলো;আধুনিক বিশ্বের জটিল সমস্যার কোনো একক জাতীয় সমাধান নেই। যুদ্ধ, জলবায়ু সংকট, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কিংবা স্বাস্থ্যঝুঁকি; সবকিছুর মোকাবিলায় প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধের প্রতি অবিচল আস্থা। সেই অর্থে ২০২৬ সালের জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন কেবল একটি কূটনৈতিক আয়োজন নয়,এটি ছিল এক পরিবর্তনশীল বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর আত্মসমালোচনা, সংলাপ এবং নতুন সম্ভাবনার অনুসন্ধান।

বিনিয়োগে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গকে আবার পূর্ব ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য সামনে রেখে একের পর এক বড় বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রকাশ্যে এল বিশেষ বাণিজ্য সম্মেলনে। পেট্রোকেমিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে সেমিকন্ডাক্টর;বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণার পাশাপাশি শিল্পবান্ধব নীতির ইঙ্গিতও দিল রাজ্য সরকার। শিল্পমহলের প্রতিনিধিদের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন পর সরকার ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এমন ইতিবাচক আলোচনা দেখা গেল। এখন নজর বাস্তবায়নের দিকে'। সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে ঘিরে নতুন করে আস্থা তৈরি হচ্ছে। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন, অতীতে শিল্প ও ব্যবসার পরিবেশ নিয়ে অসন্তোষ ছিল। সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলাই এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

এই লক্ষ্য পূরণে নীতিগত পরিবর্তনের ইঙ্গিতও দেন অর্থমন্ত্রী। জমি সংক্রান্ত বিধি আরও সহজ করার পাশাপাশি নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে ২৪ ঘণ্টা খুচরো ব্যবসা চালানোর সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, শিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, উদ্যোক্তারাও রাজ্যের উন্নয়নের মুখ হয়ে উঠবেন। সম্মেলনে একাধিক সংস্থা তাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ঘোষণা করে। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকার নতুন উৎপাদন প্রকল্পের কথা জানায়।

এল অ্যান্ড টি ৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ডেটা সেন্টার গড়ার পাশাপাশি প্রায় ২৫ হাজার সফটওয়্যার পেশাজীবীর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় পিয়ারলেস ১,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের পাশাপাশি ক্যানসার চিকিৎসা, হাসপাতাল উন্নয়ন এবং রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে অতিরিক্ত বিনিয়োগের রূপরেখা প্রকাশ করে। সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে আগ্রহ দেখিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা পিডাব্লুসি-ও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যাল বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, একসময় মাথাপিছু আয়ে দেশকে ছাপিয়ে যাওয়া বাংলা আজ পিছিয়ে পড়েছে। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি বদলাতে হলে কলকাতাকে আবার বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং অব্যবহৃত জমির উৎপাদনশীল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ক্রীড়াবিদ লিয়েন্ডার পেজও উন্নয়নের আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। বাংলা থেকে জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে তিনি আগামী দুই দশকে বিপুল সংখ্যক শিশু-কিশোরকে ক্রীড়ার সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনার কথা জানান। শিল্পমহলের মতে, ঘোষণার তালিকা যতই দীর্ঘ হোক, তার সাফল্য নির্ভর করবে প্রকল্পগুলি কত দ্রুত বাস্তব রূপ পায় তার উপর। কারণ কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও রাজস্ব;তিন ক্ষেত্রেই স্থায়ী পরিবর্তন আনতে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব প্রকল্পে পরিণত করাই হবে সরকারের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

গুন্ডা দমনে কড়া আইন আনছে রাজ্য

এক বছর পর্যন্ত আটক রাখার ক্ষমতা সম্পন্ন বিল সোমবার বিধানসভায়

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

অপরাধ দমনে প্রশাসনের হাতে আরও বিস্তৃত ক্ষমতা তুলে দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। সোমবার বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে নতুন জননিরাপত্তা বিল, যার মাধ্যমে সরকার 'অসামাজিক কার্যকলাপ'-এ জড়িত বলে চিহ্নিত ব্যক্তিকে বিচার শুরুর আগেই সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত আটক রাখার সুযোগ পাবে। পাশাপাশি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, এলাকা ছাড়ার নির্দেশ, তল্লাশি, নজরদারি এবং নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। একাধিক বাসিন্দার বক্তব্য, 'এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে দুষ্কৃতীদের দাপট থাকলে কঠোর ব্যবস্থা দরকার। তবে নিরপরাধ কেউ যাতে হয়রানির শিকার না হন, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে'। আর এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'যদি সত্যিই বেআইনি দখলদারি ও তোলাবাজি বন্ধ হয়, তাহলে সাধারণ মানুষেরই লাভ'। সরকারের দাবি, বিদ্যমান আইন জনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সব পরিস্থিতিতে কার্যকর নয়। সেই কারণেই এই নতুন আইনের প্রস্তাব। বিলে 'অসামাজিক কার্যকলাপ'-এর আওতায় আতঙ্ক সৃষ্টি, বেআইনি দখল, ব্যবসায় বাধা, সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি, অবৈধ খনি বা বনজ সম্পদ পাচারের মতো একাধিক অপরাধকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে বা জননিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে সরকার প্রতিরোধমূলক আটক করার নির্দেশ দিতে পারবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে জেলা শাসক বা পুলিশ কমিশনারকেও এই ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে, যদিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের অনুমোদন বাধ্যতামূলক। বিলে আরও উল্লেখ রয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া, চলাফেরার উপর নজরদারি চালানো, এমনকি প্রয়োজন হলে যানবাহন বা অন্য সম্পত্তি তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত করারও ক্ষমতা থাকবে প্রশাসনের হাতে। আইন অমান্য করলে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনের অধীন অপরাধকে জামিন-অযোগ্য ও পুলিশি তদন্তযোগ্য হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে আটকের আদেশের উপর নজরদারির জন্য একজন বর্তমান বা প্রাক্তন হাইকোর্ট বিচারপতির নেতৃত্বে অ্যাডভাইজরি বোর্ড গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ওই বোর্ড নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আটকাদেশের যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখে সরকারকে মতামত দেবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, অপরাধচক্র ভাঙতে কঠোর আইন কার্যকর হতে পারে। অন্যদিকে নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা মহলের প্রশ্ন, প্রশাসনের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা গেলে তার প্রয়োগ কতটা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক হবে।

শিল্পে নতুন বাজি, স্বাস্থ্য থেকে ডেটা সেন্টার

একদিনেই একাধিক বিনিয়োগ ঘোষণায় আশাবাদী বাংলা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

রাজ্যে শিল্প ও পরিষেবা খাতে নতুন বিনিয়োগের ধারাবাহিক ঘোষণায় ফের আশার সঞ্চার। পেট্রোকেমিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও রিয়েল এস্টেট;বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক সংস্থার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সামনে এসেছে। শিল্পমহলের একাংশের বক্তব্য, দীর্ঘদিন পর এক মঞ্চে এত বৈচিত্র্যময় বিনিয়োগের রূপরেখা বাংলার অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। সবচেয়ে বড় ঘোষণা এসেছে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস-এর তরফে। সংস্থাটি প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন উৎপাদন ইউনিট গড়ে তোলার পরিকল্পনা জানিয়েছে। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পূর্ব ভারতের রাসায়নিক শিল্পে নতুন গতি আসতে পারে এবং আনুষঙ্গিক শিল্পেরও প্রসার ঘটবে। প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও বড় পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছে এল অ্যান্ড টি। সংস্থার পরিকল্পনায় রয়েছে ৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন মেগা ডেটা সেন্টার নির্মাণ। পাশাপাশি সফটওয়্যার ও ডিজিটাল পরিষেবা খাতে প্রায় ২৫ হাজার উচ্চ দক্ষতার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে বাংলার অবস্থান আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। স্বাস্থ্য পরিকাঠামোতেও সম্প্রসারণের পথে পিয়ারলেস। সংস্থা জানিয়েছে, স্বাস্থ্য পরিষেবায় ১,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের পাশাপাশি অনকোলজি বিভাগ সম্প্রসারণে ৪০০ কোটি টাকা, বারাসত জেলা হাসপাতালের উন্নয়নে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এছাড়া ২০২৯ সালের মধ্যে আবাসন ও শপিং মল নির্মাণে আরও ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের পরিকল্পনাও রয়েছে। এদিকে আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা সংস্থা ঞ্চন্দ্রঙ্খ-ও পশ্চিমবঙ্গের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যদিও প্রকল্পের আর্থিক পরিমাণ বা সময়সীমা এখনও স্পষ্ট হয়নি, তবু এই খাতে সম্ভাব্য বিনিয়োগ ভবিষ্যতের উচ্চ প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প বিকাশের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

অর্থনীতিবিদদের একাংশের মতে, ঘোষিত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে বহু বিনিয়োগ প্রস্তাব ঘোষণার পরও তা বাস্তব রূপ পায়নি। ফলে এবার নজর থাকবে জমি, পরিকাঠামো, অনুমোদন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পগুলি কত দ্রুত এগোয়, তার উপরই। কারণ বিনিয়োগের ঘোষণা যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার বাস্তবায়নই শেষ পর্যন্ত রাজ্যের কর্মসংস্থান ও শিল্পোন্নয়নের প্রকৃত মানদণ্ড হয়ে উঠবে।

খবর

বিকশিত বাংলা'-য় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের উৎসাহ জোগালেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবে পশ্চিমবঙ্গ। শুক্রবার শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের 'বিকশিত বাংলা' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ জোগালেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, 'বেঙ্গল ইজ ব্যাক। ব্যাক উইথ আ ব্যাং।' প্রাক্তন সরকারের আমলে বিনিয়োগকারীর বাংলার পরিস্থিতিতে খুশি ছিলেন না বলেও অভিযোগ করলেন তিনি।তবে জানালেন, 'সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে রাজ্যে বিনিয়োগ ও শিল্পের পরিবেশ ফিরিয়ে আনাই এখন মূল লক্ষ্য।' এদিন অর্থমন্ত্রী বলেন, 'গত কয়েক বছরে ওড়িশা শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য উন্নতি করেছে। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাকে পিছনে ফেলেছে। এখন ওড়িশার সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা করতে হবে।'তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে বর্তমানে ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমাদের সরকারের বাজেট দেখে অনেকেই বলেছেন, এটা রাজ্যের বাজেট নয়, কেন্দ্রের বাজেট। কিন্তু আপনারা যাই বলুন, এই আর্থিক সহায়তা বাংলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সরকার শুধুমাত্র সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করতে পারে। কিন্তু রাজ্যের আসল 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর' হবেন ব্যবসায়ীরাই। তাঁদের হাত ধরেই বাংলা শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবে।'তিনি জানান, শিল্পমহলের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে 'ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্ট' সরলীকরণ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর পাশাপাশি, এদিন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সঞ্জীব সান্যালও বাংলার ব্যবসায়িক গুরুত্ব তুলে ধরলেন।জানালেন, 'বিকশিত ভারতের লক্ষ্য পূরণ করতে হলে পূর্ব ভারত, পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। তার পাশাপাশি, পাটনা, গুয়াহাটি, রাঁচি এবং ভুবনেশ্বরের মতো শহরগুলিকেও এক শক্তিশালী নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে। পূর্ব ভারতের অন্যতম বড় হাব কলকাতাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারলে গোটা ভারত এর সুফল পাবে।'তিনি রাজ্য জুড়ে বিনিয়োগ পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেন। বলেন, 'বাংলার বাণিজ্যিক ঐতিহ্য বহু পুরনো। ব্যবসায়িক মনোভাব, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বাঙালির মধ্যে আছে। সেটা ফিরিয়ে আনা দরকার।'সঞ্জীব সান্যালের বক্তব্য, উন্নত বাংলা গড়ে উঠলেই উন্নত ভারতের লক্ষ্য আরও শক্তিশালী হবে। উল্লেখ্য, এদিন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের 'বিকশিত বাংলা' অনুষ্ঠানে বসেছিল চাঁদের হাট।উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সঞ্জীব সান্যাল প্রমুখ।

ব্যাবসা বাণিজ্য

পলিক্যাব ইন্ডিয়ার তরফে 'ইলেকট্রিশিয়ান দিবস ২০২৬' উদযাপন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়গপুর

এবার পলিক্যাব ইন্ডিয়া থেকে 'ইলেকট্রিশিয়ান দিবস ২০২৬' উদযাপন করা হয়েছে। ভারতের এক নম্বর বৈদ্যুতিক তার ও কেবল প্রস্তুতকারক সংস্থা পলিক্যাব ইন্ডিয়া লিমিটেড, সম্প্রতি দেশব্যাপী এক বিশাল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে 'ইলেকট্রিশিয়ান দিবস' উদযাপন করেছে। এই উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১০,০০০-এরও বেশি ইলেকট্রিশিয়ান এবং তাঁদের পরিবারে অংশ নেন। পলিক্যাবের এই উদ্যোগটি একটি দেশব্যাপী আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। যেখানে ইলেকট্রিশিয়ানদের ভারতের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসেবে সম্মান জানিয়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষের নিরাপদ জীবনযাত্রায় তাঁদের অবদানকে তুলে ধরা হয়েছে।

একটি বিশেষ সোশ্যাল মিডিয়া ফিল্মের মাধ্যমে গ্রাহকদের সচেতন করা হয়েছে এবং ইলেকট্রিশিয়ানদের 'নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ধন্যবাদ জানাতে উৎসাহিত করা হয়েছে। দেশের ৯০০টিরও বেশি স্থানে ১০,০০০-এর বেশি ইলেকট্রিশিয়ানদের নিয়ে 'সম্মান সমারোহ' অনুষ্ঠিত হয়, যা পলিক্যাবের 'পার্টনার্স ফর লাইফ' প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

'অ্যাজিলাস ডায়াগনস্টিকস'-এর সহযোগিতায় ইলেকট্রিশিয়ানদের জন্য এই অনুষ্ঠানে বিনামূল্যে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। পলিক্যাব ইন্ডিয়ার সিইও ঈশ্বরিন্দর সিং খুরানা বলেন, 'ভারতের প্রবৃদ্ধির গল্পটি লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের দক্ষতা ও নিষ্ঠার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য কেবল তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া নয়, বরং তাঁদের সক্ষমতা ও নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি করে দীর্ঘমেয়াদী উন্নতিতে সহায়তা করা'। পলিক্যাব তাদের

'কানেকশন জিন্দেগি কা' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বিগত এক বছরে ২,০০০-এর বেশি ইলেকট্রিশিয়ানকে সম্মানিত করেছে এবং ৮,০০০-এরও বেশি ইলেকট্রিশিয়ান ও তাঁদের স্ত্রীদের চিকিৎসা বিমার আওতায় এনেছে। বর্তমানে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশজুড়ে ২.৫ লক্ষেরও বেশি ইলেকট্রিশিয়ান ও খুচরা বিক্রেতা সরাসরি যুক্ত রয়েছেন।

জীবনবিমার সুরক্ষায় ব্যক্তিগত ক্ষতির পর গৃহঋণের বোঝা কমল এক পরিবারের

সকালের শিরোনাম
বিশেষ প্রতিনিধি
আসানসোল

আবেদন জানানোর মাত্র ১০ দিনের মধ্যেই ১৬.১৪ লক্ষ টাকার যোগ্য বিমা দাবির অর্থ প্রক্রিয়াজাত করে নিষ্পত্তি করে। পলিসির শর্তানুসারে, ১৬.১৪ লক্ষ টাকার দাবির অর্থটি বকেয়া গৃহঋণের দায় কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

শ্রী মুখার্জির মৃত্যুর সময় গৃহঋণের বকেয়া পরিমাণ ছিল প্রায় ২০.৮২ লক্ষ টাকা। সময়মতো দাবি নিষ্পত্তির ফলে শোকসন্তপ্ত পরিবারটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক স্বস্তি পায় এবং কঠিন সময়ে ঋণ পরিশোধের বোঝা অনেকটাই লাঘব হয়।

পলিসিধারকের পুত্র শ্রী শিবম মুখার্জির হাতে, মনোনীত ব্যক্তি শ্রীমতী সবিতা মুখার্জির পক্ষ থেকে, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আসানসোল শাখায় চেকটি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। এই নিয়ে স্টার ইউনিয়ন ডাই-ইচি লাইফ ইন্স্যুরেন্সের এমডি ও সিইও অভয় তেওয়ারি বলেন, 'একটি গৃহঋণ প্রায়শই একটি পরিবারের অন্যতম বড় আর্থিক দায়বদ্ধতা। আমরা জীবনের অনিশ্চয়তাগুলি প্রতিরোধ করতে না পারলেও, পরিবারগুলি যখন সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তখন তাদের আর্থিকভাবে সুরক্ষিত থাকতে সহায়তা করতে পারি। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, ক্রেডিট লাইফ ইন্স্যুরেন্স আর্থিক চাপ কমাতে এবং কঠিন সময়ে বকেয়া ঋণের বোঝা থেকে পরিবারকে সুরক্ষা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই আর্থিক বছর ২০২৫-২৬-এ সুড লাইফ প্রাপ্ত ব্যক্তিগত জীবনবিমা দাবির ৯৯.০১ শতাংশ নিষ্পত্তি করেছে, যা দ্রুত আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রতি সংস্থার অঙ্গীকারের প্রতিফলন। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, জানানো মোট দাবির দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৬৮ শতাংশ) দাবি জানানোর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সিদ্ধান্ত ও নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যা সময়ানুবর্তিতা, দক্ষতা এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সংস্থার দৃঢ় মনোযোগকে তুলে ধরে।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 27-06-2026 01:07 Page 3

তারাতলায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৫

ধ্বংসস্তূপে এখনও আটকে থাকার আশঙ্কা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

রাত কেটে গেল, কিন্তু এখনও ওদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আশা ছাড়তে পারছি না'। ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে উদ্বেগ লুকোতে পারছিলেন না এক শ্রমিকের আত্মীয়। তারাতলার নির্মীয়মাণ গুদাম ধসের প্রায় দু'দিন পরেও সেই উৎকণ্ঠার অবসান হয়নি। উদ্ধারকারীদের আশঙ্কা, ভাঙা কংক্রিট ও লোহার কাঠামোর নীচে এখনও কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন। সেই সম্ভাবনাই জিইয়ে রেখেছে টানা তল্লাশি অভিযান।

শুক্রবার ধ্বংসস্তূপ থেকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার হওয়া আরও দু'জনকে এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর ফলে এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫। এখনও পর্যন্ত ৩৩ জনকে উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। ঘটনাস্থলে সেনা, এনডিআরএফ, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল ও কলকাতা পুলিশের যৌথ বাহিনী নিরবচ্ছিন্নভাবে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।

ভারী কংক্রিটের চাঁই ও লোহার বিম সরাতে ব্যবহার করা হচ্ছে ক্রেন, বিশেষ কাটার এবং উন্নত উদ্ধার সরঞ্জাম। বৃষ্টি মাঝেমধ্যে কাজের গতি কমিয়ে দিলেও অভিযান থামেনি।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ধ্বংসস্তূপের নীচে আর কেউ রয়েছেন কি না, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত উদ্ধারকারী বিশেষজ্ঞরাই জানাবেন। তাঁদের রিপোর্ট পাওয়ার পরই কলকাতা পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলে তিনি জানান।

দুর্ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যেই গতি পেয়েছে। কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি গঠন করা হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। নির্মাণ সংস্থা ও প্রকল্প পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি,

ধৃতদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে অতীতেও ফৌজদারি অভিযোগ ছিল। নির্মাণে গাফিলতি, নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন এবং প্রশাসনিক অবহেলার দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই বিপর্যয় শুধু একটি নির্মাণস্থলের দুর্ঘটনা নয়, শহরের নির্মাণ নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিল। বারবার একই ধরনের দুর্ঘটনার পরও যদি নিরাপত্তা নিশ্চিত না হয়, তবে তদন্ত ও গ্রেফতারের বাইরে দায়বদ্ধতার কাঠামো কতটা বদলাবে,

সেই প্রশ্নই এখন সবচেয়ে বড় হয়ে উঠছে। আপাতত অবশ্য সব আলো এক জায়গাতেই; ধ্বংসস্তূপের নীচে এখনও যদি কোনও প্রাণ বেঁচে থাকে, তাকে ফিরিয়ে আনার শেষ চেষ্টা।

৩১ জুলাই পর্যন্ত বিশেষ অডিট

প্ল্যান পাসে ঘুষ চাইলে থানায় এফআইআর করার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

তারাতলার গুদাম ধসের জেরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে প্রশাসনিক কড়াকড়ি আরও বাড়াল রাজ্য সরকার। বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের নামে কোনও পুরসভা বা কর্পোরেশনের কর্মী যদি টাকা দাবি করেন বা চাপ সৃষ্টি করেন, তা হলে সরাসরি থানায় অভিযোগ দায়ের করার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ঘুষের অভিযোগ এলে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নেবে। শুক্রবার, সরকারি ছুটির দিনেও কলকাতার পিডব্লিউডি টেন্টে শীর্ষ প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। ভার্চুয়ালি যোগ দেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডে, কলকাতা পুলিশের নগরপাল অজয় নন্দ, কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে-সহ একাধিক আধিকারিক। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্ল্যান অনুমোদনের জন্য যদি কাউকে ঘুষ দিতে বাধ্য করা হয়ে থাকে বা কেউ টাকা দাবি করে থাকে, তা হলে ভয় না পেয়ে স্থানীয় থানায় এফআইআর করুন। সরকার ব্যবস্থা নেবে'। তারাতলার দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫ হওয়ায় রাজ্য সরকার এখন বেআইনি নির্মাণের শিকড় খুঁজে বের করার ওপর জোর দিচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত বিশেষ অডিট চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুরসভা, বিধাননগর, রাজারহাট-নিউটাউন, এনকেডিএ-র আওতাধীন এলাকা, পূজালি, বারুইপুর, মহেশতলা ও রাজপুর-সোনারপুরের পাশাপাশি এবার দক্ষিণ দমদম, কামারহাটি এবং বরানগরকেও এই পরিদর্শনের আওতায় আনা হয়েছে। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডের নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ কমিটিতে আইআইটি খড়্গপুর এবং রাইটস-এর মতো বিশেষজ্ঞ সংস্থাকেও যুক্ত করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, শুধুমাত্র বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করাই নয়, কোথায় কীভাবে নিয়ম ভেঙে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তারও খোঁজ নেবে এই দল। তারাতলার বিপর্যয়ের পর সরকারের এই অবস্থান রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক; দুই দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘদিন ধরে প্ল্যান অনুমোদনে দুর্নীতি ও কাটমানির অভিযোগ বিভিন্ন মহলে শোনা গেলেও এবার সাধারণ মানুষকে সরাসরি পুলিশি অভিযোগের পথ দেখিয়ে সরকার স্পষ্ট বার্তা দিল, দায় এড়ানোর সুযোগ আর থাকবে না। এখন নজর, অভিযোগের ভিত্তিতে কত দ্রুত তদন্ত এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ছুটির দিনেও সচল থাকবে সরকারি দপ্তর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

সরকারি ছুটির দিন মানেই দপ্তরের দরজা বন্ধ;এই প্রচলিত ধারণা বদলাতে উদ্যোগী হল রাজ্য প্রশাসন।

শনিবার, রবিবার কিংবা ঘোষিত সরকারি ছুটির দিনেও নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মীকে অফিসে উপস্থিত রাখার নির্দেশ জারি করেছে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর। প্রশাসনের শীর্ষস্তরের কাজ যাতে কোনও পরিস্থিতিতেই ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। নবান্নের এক আধিকারিক বলেন, 'উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অনেক সময় ছুটির দিনেও জরুরি সরকারি দায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রয়োজনের সময় সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মীরা উপস্থিত না থাকলে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সমস্যা তৈরি হয়। সেই কারণেই রোস্টারভিত্তিক উপস্থিতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে'।

নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিটি দপ্তরকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ছুটির দিনেও অন্তত ন্যূনতম কর্মী উপস্থিত থাকেন। তবে সকলকে একযোগে অফিসে আসতে হবে না। পালা করে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পরিষেবা সচল রাখার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করা, জরুরি ফাইল নিষ্পত্তি এবং দুর্যোগ বা বিশেষ পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সাড়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। সেই বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়েই এই পদক্ষেপ। বিশেষ করে জেলা প্রশাসন, মহকুমা ও ব্লক স্তরের দপ্তরগুলিতেও ভবিষ্যতে একই ধরনের রোস্টার চালুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের ইঙ্গিত। এই নির্দেশ কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিবের অনুমোদনের ভিত্তিতে জারি হয়েছে। ফলে এটি শুধুমাত্র একটি পরামর্শ নয়, প্রশাসনিক কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে গৃহীত নীতিগত সিদ্ধান্ত বলেই মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, কয়েক দিন আগেই রাজ্য সরকার ১ জুলাই চিকিৎসক ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মবার্ষিকীতে অর্ধদিবস এবং ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে পূর্ণ দিবস সরকারি ছুটির ঘোষণা করেছে। সেই আবহেই ছুটির দিনেও প্রশাসনিক পরিষেবা সচল রাখার এই নির্দেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকরা। সরকারের এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন জরুরি প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে, তেমনই কর্মীদের দায়িত্ব বণ্টন ও কর্মপরিবেশ নিয়েও আগামী দিনে নতুন আলোচনা তৈরি হতে পারে।

ভর্তি মরশুমে কলেজে কড়া নজর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

ভর্তির নামে কোনও দাদাগিরি বা টাকার খেলা বরদাস্ত করা হবে না'। কলেজে নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি শুরু হতেই এমনই কড়া বার্তা দিল রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর। সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত কলেজকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ছাত্র সংসদের ঘর খুলে সেখানে থাকা প্রতিটি সামগ্রীর হিসাব খতিয়ে দেখতে হবে। সাত দিনের মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিকাশ ভবনের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, ছাত্র সংসদ ফি থেকে কেনা আসবাব, সরঞ্জাম বা অন্য কোনও সম্পত্তির বর্তমান অবস্থা নথিভুক্ত করতে হবে। কোথাও অনুমোদন ছাড়া তালাবদ্ধ ঘর থাকলে তা কলেজ কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতেই খুলতে হবে। পুরো প্রক্রিয়ায় অধ্যক্ষ, সহ-অধ্যক্ষ বা টিচার-ইন-চার্জের পাশাপাশি অন্তত পাঁচজন স্থায়ী শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে শুধু তালা খোলাই নয়, গোটা প্রক্রিয়ার ছবি ও ভিডিও রেকর্ড রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ঘরের ভিতরে থাকা প্রতিটি সামগ্রীর তালিকা তৈরি করে উপস্থিত কর্মীদের স্বাক্ষর নিতে হবে।

কোনও বেআইনি বা আপত্তিকর বস্তু মিললে তা অবিলম্বে কলেজ প্রশাসন, গভর্নিং বডি এবং ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে জানাতে হবে। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কলেজে ভর্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে অভিযোগ সামনে এসেছে, বিশেষ করে আসন পাইয়ে দেওয়ার নামে অর্থ আদায়ের অভিযোগ, তা রুখতেই এই পদক্ষেপ। তাঁর কথায়, কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় তথাকথিত ছাত্রনেতাদের কোনও প্রভাব চলবে না। প্রয়োজন হলে সরকার আরও কঠোর ব্যবস্থা নিতেও পিছপা হবে না। এই সিদ্ধান্তের পিছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটও রয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই এবার কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। সেই পরিস্থিতিতে ছাত্র সংসদের সম্পত্তি, অর্থব্যবহার এবং ইউনিয়ন রুমের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করতে চাইছে সরকার। শুধু একটি ঘরের তালা খোলার নির্দেশ নয়, উচ্চশিক্ষা দফতরের এই পদক্ষেপ স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, কলেজ ক্যাম্পাসে অনানুষ্ঠানিক ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিকে প্রশাসনিক নজরদারির আওতায় আনাই এখন সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। ভর্তি মরশুমে যাতে কোনও ছাত্র বা অভিভাবককে প্রভাব, ভয় দেখানো বা অর্থ লেনদেনের অভিযোগের মুখে না পড়তে হয়, সেই বার্তাই এই নির্দেশিকার মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছে রাজ্য।

তারাতলার ধ্বংসস্তূপে 'ভিকটিম লোকেটিং ক্যামেরা', জীবনের ক্ষীণতম চিহ্ন খুঁজছে সেনা-এনডিআরএফ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

তারাতলার ভেঙে পড়া গুদামের ধ্বংসস্তূপে উদ্ধারকারীদের কাছে এখন প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। কংক্রিট, লোহার বিম আর ভাঙা কাঠামোর স্তূপ সরানোর পাশাপাশি চলছে আরও একটি সমান্তরাল যুদ্ধ;কোথাও কোনও জীবিত মানুষ আটকে রয়েছেন কি না, তার সন্ধান। ঘটনাস্থলে ব্যবহার করা হচ্ছে 'ভিকটিম লোকেটিং ক্যামেরা'। উপস্থিত একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, 'মাঝেমধ্যেই যন্ত্রপাতি থামিয়ে চারপাশে নিস্তব্ধতা তৈরি করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সামান্য শব্দেরও অপেক্ষায় রয়েছেন উদ্ধারকারীরা'। সেই কারণেই শুধু জনবল নয়, এবার উদ্ধার অভিযানের কেন্দ্রে উঠে এসেছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। সেনা, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ), রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল ও কলকাতা পুলিশের সমন্বিত অভিযানে ব্যবহার করা হচ্ছে এমন সব সরঞ্জাম, যেগুলি সাধারণত ভয়াবহ ভূমিকম্প বা বড় নির্মাণ বিপর্যয়ের পর আন্তর্জাতিক মানের উদ্ধারকাজে কাজে লাগে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে ভিকটিম লোকেটিং ক্যামেরা। সরু ফাইবার-অপটিক ক্যামেরাটি ধ্বংসস্তূপের ক্ষুদ্র ফাঁক দিয়েও ঢুকে অন্ধকারের ভিতরে ছবি পাঠাতে পারে।

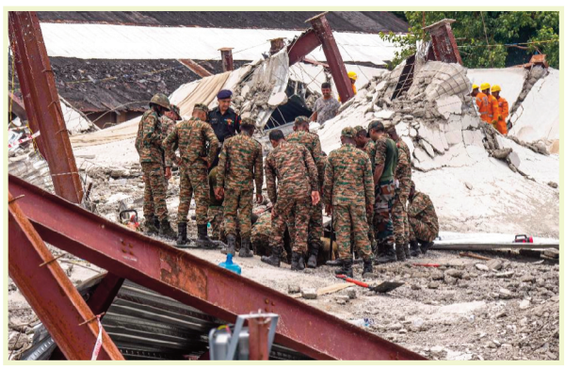

তারাতলার ভেঙে পড়া গুদামের ধ্বংসস্তূপে উদ্ধারকারীদের কাছে এখন প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। কংক্রিট, লোহার বিম আর ভাঙা কাঠামোর স্তূপ সরানোর পাশাপাশি চলছে আরও একটি সমান্তরাল যুদ্ধ;

তার সঙ্গে রয়েছে সংবেদনশীল লাইফ ডিটেক্টর, যা মানুষের সামান্য নড়াচড়া, শ্বাস-প্রশ্বাস কিংবা হৃদ্‌স্পন্দনের মতো ক্ষীণ সংকেত শনাক্ত করার চেষ্টা করে। কোথাও সামান্য ইঙ্গিত মিললেই উদ্ধার পরিকল্পনা বদলে ফেলছেন বিশেষজ্ঞরা। এর পাশাপাশি প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগ ধ্বংসস্তূপের নীচে মানুষের গন্ধ শনাক্ত করছে। গ্রাউন্ড ইমেজিং যন্ত্রের মাধ্যমে কংক্রিটের ভিতরের অবস্থাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আবার অ্যাকোস্টিক সেন্সর ব্যবহার করে চাপা পড়া কারও ক্ষীণ আওয়াজ বা ধাক্কার শব্দ ধরা সম্ভব কি না, তাও পরীক্ষা চলছে। ভারী লোহার কাঠামো সরাতে ব্যবহার হচ্ছে প্লাজমা কাটার ও হাইড্রোলিক জ্যাক, যাতে ধ্বংসস্তূপ সরানোর সময় নতুন বিপদের ঝুঁকি কম থাকে। এই উদ্ধার অভিযান আরও একবার সামনে এনে দিল শহরের নির্মাণ নিরাপত্তা নিয়ে পুরনো প্রশ্ন। অতীতেও কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় নির্মাণ সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় বহু প্রাণহানি হয়েছে। প্রতিবারই বেআইনি নির্মাণ, নিরাপত্তা বিধি অমান্য এবং তদারকির ঘাটতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হলেও, তারাতলার ঘটনা দেখিয়ে দিল; দুর্ঘটনার পরে প্রযুক্তি যত উন্নতই হোক, প্রকৃত চ্যালেঞ্জ রয়ে যায় এমন বিপর্যয় যাতে ঘটেই না ওঠে, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

রবিবার ১২ ঘণ্টা অচল বিদ্যাসাগর সেতু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

বিদ্যাসাগর সেতু ব্যবহার করে প্রতি দিন হাজার হাজার মানুষ কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যাতায়াত করেন। কিন্তু আগামী রবিবার সেই অভ্যাসে বড় পরিবর্তন আনতে হবে। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত টানা ১২ ঘণ্টা সেতু দিয়ে কোনও যানবাহন চলবে না। তআগে থেকে খবর পেয়েছি বলেই সময় বদলে বেরোব। না হলে মাঝপথেই আটকে পড়তে হত,দ বলছিলেন হাওড়াগামী এক গাড়িচালক।

হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্সের (এইচআরবিসি) পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির জন্যই এই সাময়িক নিষেধাজ্ঞা।

সেতুর স্টে কেবল, হোল্ডিং-ডাউন কেবল এবং বেয়ারিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ মেরামতি ও প্রতিস্থাপনের কাজ হবে। নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস না করেই এই কাজ সম্পন্ন করতে চায় প্রশাসন। সেই কারণেই যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ ইতিমধ্যেই বিকল্প রুটের নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। এজেসি বোস রোড হয়ে বিদ্যাসাগর সেতুমুখী পশ্চিমমুখী যানবাহনকে টার্ফ ভিউ, গ্রেড রোড, হেস্টিংস, স্ট্র্যান্ড রোড ও সেন্ট জর্জেস গেট রোড হয়ে হাওড়া ব্রিজের দিকে পাঠানো হবে। একইভাবে কেপি রোড বা সিজিআর রোড থেকে সেতুতে ওঠার পরিকল্পনা থাকলেও চালকদের অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ওয়াই-পয়েন্ট র্যা ম্পও বন্ধ থাকবে নির্ধারিত সময়ের জন্য। ট্রাফিক পুলিশের বক্তব্য, পরিস্থিতি অনুযায়ী শহরের বিভিন্ন সংযোগকারী রাস্তাতেও যানবাহনের গতিপথ পরিবর্তন করা হতে পারে।

তারাতলার ধাক্কায় নড়েচড়ে লালবাজার

বড় ঘটনার মোকাবিলায় থানাগুলির জন্য নতুন প্রোটোকল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

খবর চেপে রাখা বা দেরি করে পাঠানোর কোনও সুযোগ নেই'। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, সাম্প্রতিক তারাতলা বিপর্যয়ের পর গোটা পুলিশ ব্যবস্থাকে আরও দ্রুত ও সমন্বিত করতে কড়া বার্তা দিলেন পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ। শহরের প্রতিটি থানা এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষের জন্য জারি হয়েছে চার দফা নির্দেশিকা, যার মূল লক্ষ্য জরুরি পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এক মুহূর্তও নষ্ট না করা। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, বড় দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা আইনশৃঙ্খলায় প্রভাব ফেলতে পারে;এমন কোনও ঘটনা ঘটলেই সংশ্লিষ্ট থানার ওসি-কে অবিলম্বে লালবাজার এবং বিভাগীয় কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে। শুধু ঘটনার খবর নয়, প্রাথমিক পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কেও দ্রুত রিপোর্ট পাঠানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এর পরের দায়িত্ব লালবাজার কন্ট্রোল রুমের।

সেখান থেকে বিলম্ব না করে সমস্ত শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। কোনও আধিকারিক ছুটিতে বা দাপ্তরিক কাজে বাইরে থাকলেও তাঁকে অবহিত করতে হবে। প্রয়োজনে অন্যান্য সরকারি সংস্থা ও জরুরি পরিষেবাকেও সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভাগীয় কন্ট্রোল রুমের ভূমিকাও স্পষ্ট করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনারকে ধারাবাহিকভাবে ঘটনার অগ্রগতি জানাতে হবে। উদ্ধারকাজ, তদন্ত, পরিস্থিতির পরিবর্তন বা নতুন কোনও তথ্য সামনে এলে তা নিয়মিতভাবে আপডেট করতে হবে, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনও ঘাটতি না থাকে। সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সমন্বয়ের উপর। কমিশনার নির্দেশ দিয়েছেন, বড় ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট সব স্তরের আধিকারিককে পরস্পরের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে দ্রুত বৈঠক ডেকে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই নির্দেশ অমান্য করলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ারও স্পষ্ট সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। তারাতলা বিপর্যয় শুধু একটি নির্মাণ দুর্ঘটনা নয়, জরুরি পরিস্থিতিতে তথ্য আদানপ্রদানের গতি ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের গুরুত্বও সামনে এনে দিয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কলকাতা পুলিশ এখন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার বদলে পূর্বপ্রস্তুত, জবাবদিহিমূলক এবং দ্রুত সাড়া দেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাইছে। নতুন নির্দেশিকা সেই পরিবর্তনেরই ইঙ্গিত বলে মনে করছে প্রশাসনের একাংশ।

বালিগঞ্জে মেগা ব্লক

সপ্তাহের শেষে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় একাধিক লোকাল বাতিল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

'ছুটির দিন বলে বেরিয়েছিলাম, এখন আবার বিকল্প ট্রেন ধরতে হবে। আগে থেকে না জানলে আরও বিপদে পড়তাম', বলছিলেন এক নিত্যযাত্রী। শুক্রবার রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ট্রেন চলাচলে বড়সড় প্রভাব পড়তে চলেছে। বালিগঞ্জ স্টেশনে রেল পরিকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারকাজের জন্য একাধিক লোকাল ট্রেন সম্পূর্ণ বাতিল করা হচ্ছে, আবার কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। পূর্ব রেলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আজ রাত ১০টা ১৫ মিনিট থেকে ২৮ জুন ভোর ৪টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বালিগঞ্জ স্টেশনের ডাউন লাইনে দীর্ঘ সময়ের ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক থাকবে। পুরনো পয়েন্ট বদলে অধিক সক্ষমতার নতুন ব্যবস্থা বসানো হবে। পূর্ব রেলের দাবি, এই কাজ ভবিষ্যতে লাইনের নির্ভরযোগ্যতা এবং যাত্রী নিরাপত্তা আরও বাড়াবে। এই ব্লকের জেরে আজকে শিয়ালদা-লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, বজবজ এবং সোনারপুর রুটের একাধিক লোকাল সম্পূর্ণ বাতিল থাকবে। রবিবারও শিয়ালদা-সোনারপুর শাখার দুটি ট্রেন চলবে না। পাশাপাশি লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার ও বজবজমুখী বেশ কয়েকটি ট্রেন নির্ধারিত গন্তব্যে না গিয়ে সোনারপুর বা নিউ আলিপুর পর্যন্ত চলবে।

তদন্তের জাল পুরসভার অন্দরে

গ্রেফতার ফিরহাদের প্রাক্তন ওএসডি কালীচরণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

তারাতলার মর্মান্তিক গোডাউন ধসের তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা পুলিশ। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, নির্মাণের অনুমোদন প্রক্রিয়া ও প্রশাসনিক ভূমিকা খতিয়ে দেখতেই এই পদক্ষেপ। রাজনৈতিক মহলেও এই গ্রেফতারকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, কারণ ঘটনার কয়েক ঘণ্টা আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় বলেছিলেন, কলকাতা পুরসভায় 'কালী' ছাড়া কোনও নির্মাণ পরিকল্পনা অনুমোদন হয় না। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। পরে তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার তাঁকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তকারীরা নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জানতে চাইবেন,

তারাতলার মর্মান্তিক গোডাউন ধসের তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা পুলিশ। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ওএসডি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গোডাউনের নকশা অনুমোদন, পরিকল্পনায় পরিবর্তন কিংবা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্তে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল কি না। এই দুর্ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই একাধিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার, প্রকৌশলগত ত্রুটি, অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি এবং নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফলে শুধু নির্মাণকারী সংস্থা নয়, প্রশাসনিক স্তরেও কারও গাফিলতি বা দায় ছিল কি না, সেটাই এখন তদন্তের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। প্রশাসনিক মহলে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের প্রভাব নিয়ে নানা আলোচনা ছিল। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মজীবন শুরু করার পর তিনি প্রশাসনিক দায়িত্বে আসেন। পরে ফিরহাদ হাকিম কলকাতার মেয়রের দায়িত্ব নেওয়ার সময় তিনি ওএসডি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলান। পুরসভার বিভিন্ন নির্মাণ-সংক্রান্ত ফাইল ও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় তাঁর প্রভাব ছিল বলেই দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনিক মহলে আলোচনা চলত। যদিও এই অভিযোগের সরকারি স্বীকৃতি কখনও মেলেনি। তারাতলা বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১১-তে পৌঁছেছে। এখনও কয়েকজন আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, দমকল ও কলকাতা পুলিশের যৌথ বাহিনী একাধিক দিন অভিযান চালিয়েছে। ইতিমধ্যেই নির্মাণকারী সংস্থা, ঠিকাদার, সুপারভাইজার এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত চলছে। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেফতার সেই তদন্তকে নতুন মাত্রা দিল। তদন্তের পরবর্তী ধাপে আরও প্রশাসনিক বা প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম সামনে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর।

CITIZEN HOSPITAL
A Superspeciality Hospital
MY HEALTH GUARDIAN
24hr EVERYDAY 74777 83932
For Information : 7477783934
Market St, Bidhannagar, Durgapur 713212
(Beside Bidhannagar Police Station)

মেখলিগঞ্জে চুরি ভারী বৃষ্টির সুযোগে জল সরবরাহ কেন্দ্রে হানা, খোয়া গেল বহুমূল্য মোটর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামালদহ

পরপর চুরির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে মেখলিগঞ্জের উচুলপুকুরি এলাকায়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভারী বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দুর্বৃত্তরা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জল সরবরাহ কেন্দ্রে হানা দেয়। সেখান থেকে তিনটি বৈদ্যুতিক মোটরসহ মূল্যবান বৈদ্যুতিক সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে বলে অভিযোগ। একই রাতে এলাকা থেকে একটি ভ্যানও চুরি হওয়ায় ক্ষুব্ধ ও আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে মেখলিগঞ্জের উচুলপুকুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৫ নম্বর উচুলপুকুরির জমেরডাঙা এলাকায়। শুক্রবার সকালে পাম্প অপারেটর বাবুল হোসেন কাজে এসে দেখেন, জল সরবরাহ কেন্দ্রের দুটি ঘরের তালা ভেঙে তিনটি বড় বৈদ্যুতিক মোটর, প্যানেল বোর্ডের কপার তার ও অন্যান্য দামি সরঞ্জাম নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা।

তিনি জানান, এটি প্রথমবার নয়; এর আগেও উচুলপুকুরি জোন-২-এর পাম্প থেকেও মোটর, ব্যাটারি ও প্যানেল বোর্ডের তার চুরি হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা আজিজার রহমান জানান, এলাকায় চোরের উপদ্রব মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে। এর আগে অনেকের টিউবওয়েল, জলের মোটর এমনকি পাশের বিদ্যালয়ের বৈদ্যুতিক পাম্পও চুরি হয়েছে। তাঁর কথায়, পরপর সরকারি প্রকল্পের সামগ্রী ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি চুরির ঘটনায় আমরা চরম উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি।

রাতের বেলা বাড়ি থেকে বেরোতেও ভয় করছে। এদিকে, চুরির ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, দুর্বৃত্তদের চিহ্নিত করতে ও চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের জন্য তল্লাশি শুরু হয়েছে। বৃষ্টির রাত ও বিদ্যুৎহীনতার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা যে পরিকল্পনা করেই এই কাজ করেছে, তা স্পষ্ট। এলাকায় নিয়মিত পুলিশ টহলের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

নাকা তল্লাশিতে বিপুল গাঁজাসহ আটক শিলিগুড়ির পাচারকারী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেখলিগঞ্জ

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে চালানো নাকা তল্লাশিতে চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে পাচারের কাজে ব্যবহৃত একটি চারচাকা গাড়ি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে রণবীর শিকারি নামে শিলিগুড়ির এক বাসিন্দা। উদ্ধার হওয়া মাদক ও গ্রেপ্তারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িগামী একটি চারচাকা গাড়ি (ডব্লিউ বি ০৬এইচ ২৮৫৯) চ্যাংরাবান্ধা নাকা চেকপোস্ট দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তা আটকায়। তল্লাশি চালানোর সময় অভিযুক্ত চালক পুলিশকে দেখে পাশেই একটি পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। তবে পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাকে জল থেকে তুলে পাকড়াও করে। গাড়িটি ভালো করে পরীক্ষা করতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। গাড়ির বিভিন্ন অংশে বিশেষ প্রকোষ্ঠ বানিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ৩৭টি প্যাকেট গাঁজা। উদ্ধার হওয়া মোট ৫৭.৬৫ কেজি মাদকের বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের বিডিও তথা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নরেশরাজ রাই এবং মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মহম্মদ শাহবাজ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃত রণবীর শিকারি একজন পেশাদার মাদক পাচারকারী। শিলিগুড়ির সুভাষপল্লীর বাসিন্দা এই ব্যক্তি এর আগেও একাধিকবার এই ধরনের অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বলে পুলিশের সন্দেহ। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। শিলিগুড়ি থেকে এই মাদক কোথায় পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল, তা জানতে ধৃতকে জেরা করছে পুলিশ।

মহরমের নবমীতে চাঁচলের রাজবাড়িতে তাজিয়া, সম্প্রীতির অনন্য নজির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সামসী

রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে বহু বছর আগে, কিন্তু সেই আমলে শুরু হওয়া ঐতিহ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা আজও অমলিন মালদার চাঁচলে। মহরমের নবমীর রাতে প্রতি বছরের মতো এবারও এক অভূতপূর্ব সম্প্রীতির সাক্ষী থাকল চাঁচলের ঐতিহাসিক রাজবাড়ি। খেলেনপুর মহরম কমিটির উদ্যোগে তাজিয়া কাঁধে নিয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে পৌঁছান এবং প্রার্থনা করেন। জনশ্রুতি রয়েছে, চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র রায় বাহাদুর এই প্রথার সূচনা করেছিলেন। রানিমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মহরমের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতেন। সেই সময় থেকেই রাজবাড়িতে তাজিয়া নিয়ে আসার রীতি চালু হয়। কালক্রমে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হলেও চাঁচলের মানুষ সেই ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির বার্তা আজও সমান মর্যাদায় বহন করে চলেছেন। এদিনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলিম;উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ নিজ রীতি মেনে অংশগ্রহণ করেন। কেউ নমস্কার জানিয়ে, আবার কেউ দোয়া চেয়ে সম্প্রীতির এক জীবন্ত প্রতীক গড়ে তোলেন। খেলেনপুর মহরম কমিটির সম্পাদক লালটু সরকার জানান, তরাজা না থাকলেও তাঁর শুরু করে যাওয়া সম্প্রীতির এই বার্তা আজও অটুট রয়েছে। প্রশাসনের নিয়ম মেনে এ বছরও ডিজে বক্স ও অস্ত্রবিহীন এক শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।দ চাঁচলের এই শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং তা ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সামাজিক ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মহরমের নবমীর এই অনুষ্ঠান চাঁচলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য প্রতীক হিসেবে আজও নিজের স্থান ধরে রেখেছে।

জাতীয় সড়কে হাতির পাল, পর্যটকদের চোখের সামনে বনকর্মীদের সাহসিকতায় জঙ্গলমুখী ঐরাবত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নাগরাকাটা

১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে হঠাৎ হাতির পালের উপস্থিতি। একপাশে রেললাইন, অন্যদিকে জনবসতি;এই পরিস্থিতিতে বনকর্মীদের ধৈর্যের পরীক্ষায় অবশেষে নিরাপদে ডায়নার জঙ্গলে ফিরল হাতির পাল। বৃহস্পতিবার সকালের এই ঘটনায় কার্যত ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ডায়না ও খুনিয়া রেঞ্জের বন কর্মীদের। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে ওই হাতির পালটি লালঝামেলা বস্তির দিকে গিয়েছিল। ফেরার সময় তারা ডায়না সেতুর সামনে আটকে পড়ে। একদিকে জাতীয় সড়ক, অন্যদিকে রেল লাইন থাকায় হাতিগুলিকে প্ররোচিত না করে নিরাপদে জঙ্গলে ফেরানো অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল। ডায়না ও খুনিয়া রেঞ্জের অভিজ্ঞ রেঞ্জার সাম্য রায় ও নির্মল এক্কার নেতৃত্বে বনকর্মীরা প্রথমেই জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। এরপর শুরু হয় অপারেশন। বনকর্মীদের দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় হাতিগুলি রাস্তা পেরিয়ে নিরাপদে পাশের জঙ্গলে ফিরে যায়। এই দৃশ্যের সাক্ষী থাকেন কলকাতা থেকে ভুটানগামী একদল পর্যটক।

পর্যটক উৎপল আইচ বলেন, তএর আগেও ডুয়ার্সে এসেছি, কিন্তু পরিবারের সবাইকে নিয়ে এভাবে হাতির পাল দেখার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। এটা সত্যিই কপাল ভালো না থাকলে হয় না। এদিকে, ডুয়ার্সে হাতির উপদ্রব নিয়ে উদ্বেগের শেষ নেই। প্রতি সন্ধ্যাতেই ধরণিপুর, চ্যাংমারি, রেড ব্যাংক চা বাগান এবং লালঝামেলা বস্তি এলাকার লোকালয়ে হাতির পাল ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। বনকর্মীরা বিকেল থেকেই করিডোরগুলিতে ঘাঁটি গেড়ে বসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এছাড়া বামনডাঙ্গা চা বাগানে গত তিনদিন ধরে দুটি হাতির মধ্যে লড়াই চলছে বলে খবর। খুনিয়া রেঞ্জ জানিয়েছে, সেই ঘটনার ওপরও সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে।

জমি দখলের অভিযোগ, গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে সালিশি সভা করতে গিয়ে বিতর্কের মুখে পড়লেন ইটাহার গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তৃণমূল সদস্য। জমি দখলের অভিযোগে অভিযুক্ত ওই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃতের নাম ছবি লাল চৌধুরী (৪৪), তার বাড়ি ইটাহার থানার চাকলা ঘাট গ্রামে। শুক্রবার তাকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চাকলা ঘাট এলাকায় দেড় বিঘা জমি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদ চলছিল। বিষয়টি মেটানোর জন্য বৃহস্পতিবার রাতে অভিযুক্ত তৃণমূল সদস্য ছবি লাল চৌধুরী নিজেই একটি সালিশি সভার আয়োজন করেন।

দক্ষিণের শিরোনাম

রাস্তা শুরুতেই রয়েছে পথশ্রী প্রকল্পের বোর্ড, রাস্তা হয়েছে মৃত্যুফাঁদ, গ্রামে ঢুকছে না অ্যাম্বুলেন্স

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
বিষ্ণুপুর

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের উলিয়ারা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাসাগর গ্রাম থেকে আন্দলা গ্রাম পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা। পাকা করার জন্য তৎকালীন রাজ্য সরকার অর্থাৎ তৃণমূল সরকার পথশ্রী প্রকল্পের পক্ষ থেকে ৯৩৭৭১৫১.৫২ টাকা বরাদ্দ করা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় চার পাঁচ মাস আগে অর্থাৎ ভোটের আগে বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ঘোষ দলবল নিয়ে এসে এলাকায় পুজো করে নারকেল ফাটিয়ে রাস্তা তৈরির জন্য শুভ সূচনা করেন এবং রাস্তা তৈরির বোর্ড টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয় রাস্তা শুরুতে। দীর্ঘ চার পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও আজও সেই রাস্তা হয়নি। বর্তমানে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা আর রীতিমতো নরক যন্ত্রণা। কারণ আন্দলা গ্রামে রয়েছে ৬০ থেকে ৭০টি পরিবার এবং একটি আইসিডিএস সেন্টার। এই পরিবার গুলির ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে স্কুল কলেজে যায়। কেউ কেউ আবার রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে স্কুলে যেতে পারে না। কৃষকরা উৎপাদিত তাদের দ্রব্য এই রাস্তা দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিষ্ণুপুর বাজারে নিয়ে আসে। মুমূর্ষ রোগীদের কোনক্রমে এই রাস্তা পার করে বিদ্যাসাগর গ্রাম পর্যন্ত আনতে হয় কারণ গ্রামে ঢুকে না এম্বুলেন্স। এমনকি বিদ্যাসাগর গ্রাম থেকে ছোট ছোট শিশুরা আন্দলা গ্রামে যায় আইসিডিএস কেন্দ্রে। এই ছোট শিশুরা জানান আইসিডিএস কেন্দ্রে যেতে গেলে প্রচুর সমস্যায় পড়তে হয়, অনেকবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে তারা। বিদ্যাসাগর গ্রাম থেকেও বহু কৃষক এই রাস্তা দিয়ে জমিতে যায় তাদেরও সমস্যায় পড়তে হয়। এখন প্রশ্ন ভোটের আগে প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ঘোষ কি তবে শুধু ভোট পাওয়ার জন্য নারকেল ফাটিয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়াও প্রশ্ন উঠছে সরকারের বরাদ্দ করা প্রায় ৯৪ লক্ষ টাকা গেল কোথায়? এখনো রাস্তা তৈরি হলো না কেন?

স্ত্রীর পরকীয়া ধরতে গিয়ে বিপদ!

উল্টো বধূ নির্যাতনের মামলায় গ্রেপ্তার স্বামী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

নববধূর পরকীয়ার প্রতিবাদ করায় উল্টো স্বামীর বিরুদ্ধেই বধূ নির্যাতন ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ মহিলা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রঞ্জিত সরকার (৩০), তার বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন মাস আগে রায়গঞ্জ থানার বীলঘই গ্রাম পঞ্চায়েতের শংকরপুর এলাকার বাসিন্দা পূজা সিংয়ের সঙ্গে রঞ্জিত সরকারের বিয়ে হয়।

অভিযোগ, চলতি মাসের ২৪ তারিখে স্ত্রী অন্য এক যুবকের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলার সময় স্বামী তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন।

এ নিয়ে প্রতিবাদ করলে দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয়, যা পরে হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এরপর স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে রায়গঞ্জ মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ এই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ৮৫, ১১৫(২) এবং ১০৯(১) ধারায় মামলা রুজু করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুক্রবার দুপুরে ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরকারি আইনজীবী অতনু দাস বলেন, অভিযুক্ত স্বামীর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন ও খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। আদালত ধৃতকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

যদিও এই ঘটনায় নববধূ পূজা সিং সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

জমির দখল নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

হেমতাবাদে তিনজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হেমতাবাদ

বসতবাড়ির জমি দখলকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠল হেমতাবাদ থানার চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভরতপুর এলাকা। শুক্রবার সকালের এই ঘটনায় দুই পক্ষের অন্তত দুজন গুরুতর জখম হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ১৫ কাঠা জমি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলছিল। শুক্রবার সকালে সেই বিবাদ চরমে পৌঁছালে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও সংঘর্ষ শুরু হয়। ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় দুইজনকে উদ্ধার করে দ্রুত

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের নাম নূর মহম্মদ (১৪) ও ফারুক আলী (২০)। বর্তমানে তারা মেডিকেল কলেজের শল্য বিভাগে চিকিৎসাধীন। তাদের মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। এই ঘটনার জেরে হেমতাবাদ থানার পুলিশ রশিদ আলি, গোলেনুর বেগম এবং গফফর আলীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ৩২৯(৪), ১১৫(২), ১১৭(২), ১১৮(২), ৭৪, ৩২৪(২) এবং ৩৫১(৩) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে তাদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরকারি আইনজীবী অতনু দাস জানান, তধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা ও শ্লীলতাহানিসহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। বিচারক তাদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এলাকায় এখনও চাপা উত্তেজনা থাকায় পুলিশি টহল চলছে।

আবাস যোজনার টাকায় কাটমানি!

কুমারগঞ্জে তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় আদিবাসী ব্যক্তি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কুমারগঞ্জ

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের টাকা থেকে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর এলাকায়। এই ঘটনায় শুক্রবার কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সাফানগর উত্তরপাড়ার বাসিন্দা তথা এক আদিবাসী ব্যক্তি বিশ্বনাথ মার্ডি। অভিযোগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত সরকারের সময়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর নির্মাণের জন্য প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা বিশ্বনাথ মার্ডির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। অভিযোগ, দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ার আগেই স্থানীয় তৃণমূল কর্মী আলমগীর মিঞা তাঁর কাছে ১০ হাজার টাকা কাটমানি দাবি করেন।

বিশ্বনাথ মার্ডির দাবি, ওই টাকা না দিলে সরকারি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা অ্যাকাউন্টে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়।

পরিস্থিতির চাপে পড়ে তিনি অভিযুক্তকে সাড়ে আট হাজার টাকা দিতে বাধ্য হন। অভিযোগকারী আরও জানিয়েছেন, বাকি দেড় হাজার টাকার জন্যও তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে চাপ ও হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। শেষপর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে তিনি শুক্রবার কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে অভিযোগকারী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যদিও এই বিষয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী আলমগীর মিঞার প্রতিক্রিয়া পাওয়ার জন্য বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তদন্তের পরেই পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নাগরাকাটায় চার বছর পর ফিরল ১০০ দিনের কাজ, প্রকল্প উদ্বোধনে কড়া বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নাগরাকাটা

অবশেষে দীর্ঘ আট বছরের প্রতীক্ষার অবসান। শুক্রবার থেকে নাগরাকাটা ব্লকে পুনরায় শুরু হলো ১০০ দিনের কাজ। প্রকল্পের নতুন নাম 'বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন' (ভিবি-জিরাম জি)-এর অধীনে সুলকাপাড়া, লুকসান ও আংরাভাসা;এই তিন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কাজ শুরু হয়েছে। এদিন সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুখানী বস্তীতে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা ও বিডিও জয় প্রকাশ মন্ডল হবে। কাজের সূচনায় পুজো পাঠের পর বিধায়ক স্পষ্ট করে দেন, আগের সরকারের আমলে এই প্রকল্পে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, এবার তা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বিধায়কের কথায়, তকেউ যেন এমনটা না ভাবেন যে বেঙ্গালুরুতে বসে থাকবেন আর অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে। প্রকৃত শ্রমিকদের হাতেই প্রাপ্য মজুরি পৌঁছে দেওয়া সরকারের মূল লক্ষ্য।দ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এবার কাজের ক্ষেত্রে কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে। শুধুমাত্র ই-কেওয়াইসি সম্পন্ন জব কার্ডধারী শ্রমিকরাই কাজ পাবেন। ন্যাশনাল মোবাইল মনিটারিং সিস্টেম অ্যাপের মাধ্যমে দিনে তিনবার (কাজের শুরুতে, মাঝে ও শেষে) শ্রমিকদের ছবি তুলে তা আপলোড করা হবে। বর্তমানে অদক্ষ শ্রমিকদের দৈনিক ২৬০ টাকা মজুরি ধার্য করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘদিন পর কাজ পেয়ে স্থানীয় শ্রমিক রত্নি ওরাওঁ, বৈজন্তী সাঁওতালদের মুখে চওড়া হাসি। তাঁরা জানান, এই কাজে পরিবারের আর্থিক সংকট অনেকটাই লাঘব হবে। প্রথম দিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান শীতল মিস্ত্রীসহ প্রমুখ।

কঠোর মুখ্যমন্ত্রী

১ পৃঃ পর

বন্দেমাতরম মিউজিয়াম তৈরির ঘোষণা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রে মোদি সরকারের উদ্যোগে একদিকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বন্দেমাতরম জাতীয় গানের স্বীকৃতি পেয়েছে পাশাপাশি রাজ্যের তৃণমূলের সরকার থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র এবং তার রচিত বন্দেমাতরম তার প্রাপ্য সম্মান পায়নি বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বিগত সরকার ছিল তোষণের সরকার। রাজ্যে বর্তমানে রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবার সব কাজ হবে। গত বছর কলেজ স্ট্রিটের এই বাড়িতে ঢুকতে বাধা পেয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালন করলেন তিনি। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং কলকাতা পুরসভার যৌথ উদ্যোগে আজ কলেজ স্ট্রিটে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে তাঁর ১৮৯ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। শুভেন্দু জানান, এই প্রথমবার রাজ্য সরকার কলেজ স্ট্রিটে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান পালন করছে।

এরপর তৃণমূলের দুর্নীতি, পরিবারবাদের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। তৃণমূল নেতাদের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফ কথা, 'বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি বিজরিত বাড়িতে কোনও চোর, ডাকাত, লম্পট, চিটিংবাজদের সম্পর্কে আলোচনা না করাই ভালো।

এর জন্য অন্য জায়গা আছে। আগে আমাকে এখানে ঢুকতে দেয়নি। বন্দেমারতরমের ১৫০ বছরে এখানকার রাস্তা খুঁড়ে দিয়েছিল।'

বাংলায় অভিন্ন দেওয়ানি

১ পৃঃ পর

দেখেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগোতে চাইছে বলে প্রশাসনিক মহলের ইঙ্গিত। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন এখানে এসেও ঢুকতে পারিনি। কিন্তু মানুষের রায় শেষ পর্যন্ত সবকিছুর উত্তর দিয়েছে'। একই মঞ্চ থেকে আরও একটি সাংস্কৃতিক উদ্যোগের ঘোষণাও করেন তিনি। 'বন্দে মাতরম'-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজ্যে জাতীয় মানের একটি 'বন্দে মাতরম মিউজিয়াম' গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকার এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক সৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের সামনে আরও সুসংগঠিতভাবে তুলে ধরাই সরকারের লক্ষ্য। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একই দিনে ইউসিসি এবং 'বন্দে মাতরম'কে কেন্দ্র করে ধারাবাহিক ঘোষণার মাধ্যমে সরকার প্রশাসনিক সংস্কার ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের; দুই বার্তাই একসঙ্গে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের দিকেই এখন নজর রাজনৈতিক মহলের।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও দুর্নীতি! ফার্মাসিস্টের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

উদয়ন গুহর শিশুমঙ্গল কাণ্ড নিয়ে এমনিতেই গোটা রাজ্য সরগরম। এই আবহে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও দুর্নীতির হদিস মিলল। হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট সমরেশ দেবশর্মার বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপ, পদের অপব্যবহার সহ নানা অভিযোগ উঠেছে। তিনি ফার্মাসিস্ট পদে থাকলেও তাঁকে স্টোরকিপারের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে অভিযোগ জমা পড়েছে। অভিযোগ ওঠার পরই তাঁকে স্টোরকিপারের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগের প্রেক্ষিতে একটি তদন্তকারী কমিটিও গঠিত হয়েছে। যদিও এবিষয়ে সমরেশ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ সৌরদীপ রায় কেউই সংবাদমাধ্যমকে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সমরেশ ২০১৮ সাল থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে স্টোরকিপারের পদ সামলাচ্ছিলেন। মাঝে কয়েকমাস সেই দায়িত্ব থেকে সরলেও ফের পুনর্বহাল হন। হাসপাতালের ওষুধপত্র, আনুষঙ্গিক সামগ্রী, বহির্বিভাগের টিকিট তাঁর মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হত। সেখানেই আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রথমে এই সম্পর্কিত একটি অভিযোগ স্বাস্থ্য ভবন ও স্টেট ভিজিলেন্স কমিশনে জমা পড়ে। এরপর গত ৯ জুন বিকেলে স্বাস্থ্য ভবন থেকে হাসপাতালে ই-ফাইল পাঠিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর এমএসভিপির নির্দেশে একটি তদন্তকারী কমিটি গঠন হয়। ওই কমিটিতে কয়েকজন চিকিৎসক ও আধিকারিক রয়েছেন। ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। দুর্নীতিতে আরও কারা জড়িত তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ভবন ও স্টেট ভিজিলেন্স কমিশনের তরফে সমরেশের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার সমরেশকে স্টোরকিপারের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়। দায়িত্ব থেকে সরার নির্দেশ দিয়ে এমএসভিপি সমরেশকে চিঠিও পাঠান। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই হাসপাতালের অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কয়েকবছর আগেও এমজএন মেডিকেলে রোগীদের খাবার, বেডশিট ধোয়ার বিল নিয়ে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল, যা নিয়ে শেষমেশ স্বাস্থ্য ভবনকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। সেসব ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় কর্তৃপক্ষের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বোল্লায় জাঁকজমকপূর্ণ মহরম পালন, লাঠি খেলা ও মেলায় সম্প্রীতির ঢল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বালুরঘাট

ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও সম্প্রীতির আবহে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের বোল্লায় পালিত হলো পবিত্র মহরম। এদিন সকাল থেকেই পুরো এলাকা উৎসবের আমেজে সেজে ওঠে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা দেখতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ বোল্লায় ভিড় জমান। দুপুরে ধর্মীয় রীতি মেনে আয়োজিত হয় বিশেষ মিলাদ মাহফিল। সেখানে ইসলামি ধর্মীয় আলোচনা ও দোয়ার পাশাপাশি উপস্থিত সকলের মধ্যে সিন্নি বিতরণ করা হয়। বিকেলের দিকে অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলার প্রদর্শনী। দক্ষ খেলোয়াড়দের নিপুণ কৌশল ও শারীরিক কসরত দেখার জন্য ভিড় উপচে পড়ে। শিশু থেকে বৃদ্ধ;সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতিতে এলাকা কার্যত মুখরিত হয়ে ওঠে। মহরমকে কেন্দ্র করে বোল্লায় বসেছিল এক আকর্ষণীয় মেলা। মেলায় হরেক রকম খাবার, খেলনা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দোকান বসে। শিশুদের বিনোদনের জন্য ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। ফলে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। আয়োজকদের দাবি, এদিনের অনুষ্ঠানে ৫০০-এরও বেশি মানুষ শামিল হয়েছিলেন। কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অনুষ্ঠানস্থলজুড়ে ছিল পুলিশের কড়া নিরাপত্তা। প্রশাসন ও পুলিশের তৎপরতায় পুরো অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, প্রতি বছরের মতো এবারও মহরমের এই আয়োজন এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ঐতিহ্য ও সৌহার্দ্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে রইল।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 27-06-2026 01:07 Page 5

মাঠের লাঙ্গল থেকে স্টেথোস্কোপের জগৎ কৃষকপুত্র রফিউল ইসলাম আজ চিকিৎসক

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

স্বপ্নের কোনও আর্থিক পরিচয় হয় না, হয় শুধু অধ্যবসায়ের পরিচয়। সেই সত্যকেই আরও একবার প্রমাণ করলেন মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম ব্লকের দেরুল গ্রামের সন্তান ডাঃ রফিউল ইসলাম। কৃষক পরিবারে জন্ম নেওয়া রফিউলের বাবা সুকুরুল্লা সেখ পেশায় কৃষক ও মা এলিনা বিবি একজন গৃহবধূ। সীমিত সামর্থ্যের সংসারে বড় হলেও শিক্ষা ও কঠোর পরিশ্রমকেই জীবনের মূলমন্ত্র করে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি। গ্রামের মাটির গন্ধ বুকে নিয়েই তিনি লিখেছেন এক অনন্য সাফল্যের গল্প। ২০২০ সালে সর্বভারতীয় নীট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসাবিদ্যার পথে যাত্রা শুরু করেন রফিকুল। দীর্ঘ পাঁচ বছরের অধ্যবসায়, নিরলস পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাসের ফলস্বরূপ ২০২৫ সালে সফলভাবে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি বর্ধমান মেডিকেল কলেজে নিউরো বিভাগে হাউস স্টাফ হিসেবে কর্মরত। রফিউলের এই সাফল্যের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ভয়েসের(বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)।কলকাতায় অবস্থান করে ওই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে নীট পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনি। শিক্ষকদের নিরলস সহযোগিতা, সঠিক দিকনির্দেশনা এবং নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তির সমন্বয়েই আজ তিনি চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

শুক্রবার ভয়েস মিশনারি স্কুলের ১৬ মাইল শাখায় এক বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে ডাঃ রফিউল ইসলামকে সংবর্ধনা জানানো হয়।উপস্থিত ব্রাঞ্চ ইনচার্জ মিজানুর রহমান,অফিস এসিস্টেন্ট পরিমল প্রামানিক,টিচার ইন চার্চ সরফরাজ রহমাতুল্লাহ সহ শিক্ষক -শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা তাঁর সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং ভবিষ্যতের পথচলার জন্য শুভকামনা করেন। ব্রাঞ্চ ইনচার্জ মিজানুর রহমান বলেন, তরফিকুল শুধু একজন সফল ডাক্তার নন, তিনি আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণার প্রতীক। তাঁর জীবনসংগ্রাম প্রমাণ করে দেয় যে, লক্ষ্য স্থির থাকলে গ্রাম বাংলার মাটিতেও বিশ্বজয়ের স্বপ্ন বোনা যায়। রফিউল ইসলামের এই অর্জন আজ শুধু তাঁর পরিবারের নয়, গর্বিত করেছে গোটা মুর্শিদাবাদ জেলা সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভয়েস মিশনারি স্কুলকে। কৃষকের ঘর থেকে চিকিৎসকের সাদা অ্যাপ্রন;এই যাত্রাপথ নতুন প্রজন্মকে শেখায়, স্বপ্ন বড় হলে বাধা কখনও বড় হয় না। অধ্যবসায়, আত্মবিশ্বাস ও শিক্ষাই পারে ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে।

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ, তদন্তে প্রশাসন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব সংবাদদাতা
মালদা

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এক কৃষক পরিবারের কাছ থেকে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ঘটনাটি মালদার কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ এলাকার। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে।অভিযোগকারী খগেন মণ্ডল, পেশায় কৃষিজীবী। তাঁর দাবি, প্রায় ছয় বছর আগে অভিযুক্ত অমল কান্তি সরকার তাঁর দুই ছেলেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।প্রথমে ২০ লক্ষ টাকা দাবি করা হলেও পরে জমি বিক্রি করে নগদ ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অভিযুক্তের হাতে তুলে দেন তিনি

। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও চাকরি না হওয়ায় টাকা ফেরত চাইলে তা দেওয়া হয়নি। বরং মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। খগেন মণ্ডলের আরও দাবি, টাকা দেওয়ার সময় গোপনে একটি ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছিল, যা বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তবে ওই ভিডিওর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।অভিযোগকারী জানান, ২০২৪ সালে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

সম্প্রতি তিনি ফের জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনায় তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বলেন, অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির সদস্য অজিত রায় বলেন, চাকরির নামে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর।

অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি দাবি করেন।

তবে অভিযুক্ত অমল কান্তি সরকারের প্রতিক্রিয়া এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তদন্তের রিপোর্টের পরই অভিযোগের সত্যতা ও পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ সম্পর্কে স্পষ্ট চিত্র সামনে আসবে।

আমাকে যেন দ্বিতীয়বার আসতে না হয়’, আশিঘর ফাঁড়িতে পুলিশকে কড়া হুঁশিয়ারি মন্ত্রী শংকর ঘোষের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ‘মাফিয়া রাজ’ বন্ধের দাবিতে এবার সরাসরি পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। শুক্রবার বাজেট অধিবেশন শেষে শিলিগুড়িতে ফিরে তিনি আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে উপস্থিত হয়ে পুলিশ আধিকারিকদের অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এদিন মন্ত্রী শংকর ঘোষ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার আশিঘর থানার অন্তর্গত নরেশ মোড় এলাকায় বর্ষাকালীন পরিস্থিতি ও এলাকার বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমি মাফিয়া ও বালি মাফিয়াদের দাপট চলছে। প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অসামাজিক কাজকর্ম হলেও পুলিশ কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই মন্ত্রী সরাসরি ভক্তিনগর থানার অধীনস্থ আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে পৌঁছান। পুলিশ আধিকারিকদের ডেকে তিনি সাফ জানিয়ে দেন, ত্যা অভিযোগ রয়েছে, তার দ্রুত নিষ্পত্তি প্রয়োজন। আমাকে যেন দ্বিতীয়বার এখানে আসতে না হয়। আসতে হলে কী হবে, তা আমিও জানি না। শংকর ঘোষ আরও বলেন, ত্রবিগত সরকারের ধাঁচে কাজ করলে হবে না। দুর্নীতি নিয়ে আমাদের সরকারের অবস্থান ‘জিরো টলারেন্স’। মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সভাপতির নির্দেশ মেনেই এলাকায় শৃঙ্খলা ফেরাতে আমরা বদ্ধপরিকর।

এলাকা পরিদর্শনের সময় মন্ত্রী জানান, বর্ষার কারণে রাস্তার কাজ শুরু করা সম্ভব না হলেও পুজোর আগেই ডাবগ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করার

জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়েছে। ট্রাফিক ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক সমস্যাগুলিও গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে বলে তিনি আশ্বস্ত করেছেন। মন্ত্রীর এই কড়া হুঁশিয়ারি ঘিরে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে এখন জোর চর্চা চলছে।

ভিন রাজ্য থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ শ্রমিক, উৎকণ্ঠায় পরিবার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব সংবাদদাতা
পুরাতন মালদা

মহারাষ্ট্র থেকে বাড়ি ফেরার পথে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছেন মালদার পুরাতন মালদা ব্লকের মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের কদমতলি গ্রামের বাসিন্দা সারিফ শেখ (৩০)। ঘটনায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে তাঁর পরিবারের। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, জীবিকার তাগিদে গত মাসে মহারাষ্ট্রে শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন সারিফ শেখ। কয়েকদিন আগে তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু তারপর থেকেই তাঁর সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্থানীয় কয়েকজনের দাবি, তাঁকে মালদা টাউন স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় শেষবার দেখা গিয়েছিল। এরপর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ মেলেনি। সারিফের পরিবার জানিয়েছে, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িসহ সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান মেলেনি। শেষ পর্যন্ত ইংলিশবাজার থানার পাশাপাশি জিআরপি-তে নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে। পরিবার প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত করে সারিফকে খুঁজে বের করার আবেদন জানিয়েছে।সারিফ শেখের পরিবারে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী, দুই সন্তান, বৃদ্ধ বাবা-মা এবং এক ভাই। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে তাঁদের।ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সদস্য পিন্টু শেখ। তিনি জানান, পুলিশের উপর তাঁদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। প্রশাসন দ্রুত তদন্ত করে নিখোঁজ শ্রমিকের সন্ধান দেবে বলেই তিনি আশাবাদী।

মুরগির খামারের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ জনজীবন

রায়গঞ্জে তৃণমূল নেতার গোডাউনের বিরুদ্ধে গণ-অভিযোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়গঞ্জ

দীর্ঘদিনের অসহ্য দুর্গন্ধ এবং পরিবেশ দূষণের জেরে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত তেলঘানি মোড়ের এলাকাবাসী। স্থানীয় অভিযোগ, লোকালয়ের মাঝে গড়ে ওঠা একটি মুরগির খামার ও খাদ্য মজুতকারী গোডাউনের বর্জ্য নিয়মবহির্ভূতভাবে খাল ও আশেপাশে ফেলায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের অভিযোগ, খামার থেকে বেরোনো পচা গন্ধে এলাকার আবহাওয়া বিষিয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতিতে শ্বাসকষ্টসহ নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন শিশু ও বয়স্করা। বাসিন্দাদের দাবি, বিগত সরকারের আমলে অভিযুক্ত খামার ও গোডাউনের মালিক তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিষ্ণু সরকারের রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটে প্রশাসন কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। সরকার পরিবর্তনের পর এলাকাবাসী এখন নতুন করে গণ-ডেপুটেশন জমা দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা নীলকমল তরফদার বলেন, ‘তাত এক বছর ধরে আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত। সকাল-বিকাল দুর্গন্ধ এতই বাড়ে যে ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হয়। অভিযোগ জানালে উলটে আমাদেরই এলাকা ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়।দ বৃদ্ধা রঞ্জনা তরফদারের কথায়, ‘দুর্গন্ধে নিঃশ্বাস নেওয়া দায় হয়ে পড়েছে, খাবার মুখে তুলতে পারছি না। আমরা এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই।দ এদিকে, অভিযুক্ত মালিক বিষ্ণু সরকার এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তবে খামারের এক কর্মচারীর দাবি, ‘পোল্ট্রি খামার ও খাবারের গোডাউন থেকে কিছুটা দুর্গন্ধ হবেই। এতে এলাকাবাসীর সমস্যা হলে তাঁরা অন্য জায়গায় চলে যেতে পারেন।দ এই বিষয়ে রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডাঃ সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ জানিয়েছেন, ‘তআমি বিষয়টি অবগত আছি। ওই গোডাউনে মুরগির খাবার রাখা হচ্ছে এবং খামারের কারণে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা আমরা বুঝতে পারছি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দুর্ভোগের বিষয়টি মাথায় রেখে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।দ প্রশাসনের আশ্বাসে এখন পরিস্থিতির বদলের আশায় দিন গুনছেন তেলঘানি মোড় এলাকার মানুষ।

চাঁচলকে পৌরসভা করার সিদ্ধান্তে খুশি নীহাররঞ্জন ঘোষ, তোপ দাগলেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সামসী

দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা চাঁচলকে পৌরসভা গঠনের সরকারি ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তৃণমূল সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং বর্তমান সরকারের বাজেট ঘোষণাকে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে আখ্যায়িত করেন। নীহাররঞ্জনবাবু অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে চাঁচলকে পৌরসভার মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানানো হলেও আগের সরকার তাতে গুরুত্ব দেয়নি।

তাঁর কথায়, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতীতে চাঁচলকে পৌরসভা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু তা কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতির আবর্তেই বন্দি ছিল। বছরের পর বছর এই দাবিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।দ তবে বর্তমান সরকারের বাজেটে এই ঘোষণার ফলে দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের পথ প্রশস্ত হওয়ায় তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। এদিন কেবল পৌরসভা ইস্যু নয়, তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, প্রশাসনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং আইপ্যাকের ভূমিকা নিয়েও চাঁচলের প্রাক্তন বিধায়ক একাধিক কড়া মন্তব্য করেন। তাঁর দাবি, তৃণমূল সরকার জনস্বার্থের চেয়ে রাজনৈতিক স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, যার ফলে এই এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ থমকে গিয়েছিল। অন্যদিকে, উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা দীপঙ্কর রাম জানান, বামফ্রন্ট বা তৃণমূল;উভয় সরকারই চাঁচলবাসীকে কেবল মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

তিনি বলেন, ‘বর্তমান সরকারের বাজেটে চাঁচল পৌরসভার অনুমোদন মেলায় এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন দিগন্ত খুলে যাবে।দ রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধায়কের এই মন্তব্য এবং দলবদলু রাজনীতির আবহে চাঁচলের পৌরসভা গঠন ঘিরে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে চাপানউতোর তুঙ্গে। এই ঘোষণায় চাঁচলবাসীর মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও অধিকাংশ মানুষই উন্নয়নের আশায় নতুন পৌরসভা গঠনের অপেক্ষায় রয়েছেন।

আবাস যোজনায় কাটমানি ফেরতের দাবিতে উত্তপ্ত পারডুবি উপপ্রধানের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ, ‘ডিম থেরাপি’র হুঁশিয়ারি

আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। শুক্রবার শতাধিক বিক্ষুব্ধ উপভোক্তা মিছিল করে স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী তথা পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পূর্ণিমা বর্মনের বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। টাকা ফেরত এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে উপভোক্তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা কাটমানি হিসেবে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, উপভোক্তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বুঝে কারো কাছ থেকে ১৫ হাজার, কারো কাছ থেকে ২০ হাজার, আবার কারো কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে এই টাকা ফেরত দিতে হবে বলে তাঁরা দাবি তুলেছেন। একই সঙ্গে এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। বিক্ষোভ চলাকালীন উপভোক্তাদের একাংশ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, তাঁদের দাবি দ্রুত পূরণ না হলে তাঁরা বৃহত্তর ‘ডিম থেরাপি’ কর্মসূচিতে নামবেন। এরপর বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে পারডুবি এলাকার তৃণমূলের বুথ সভাপতি অরুণ দাসের বাড়ির সামনেও গিয়ে একই দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

আবাস যোজনায় কাটমানি ফেরতের দাবিতে উত্তপ্ত পারডুবি

আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মাথাভাঙ্গা ২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা।

শুক্রবার শতাধিক বিক্ষুব্ধ উপভোক্তা মিছিল করে স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী তথা পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পূর্ণিমা বর্মনের বাড়ির সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। টাকা ফেরত এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে উপভোক্তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা কাটমানি হিসেবে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি,

উপভোক্তার আর্থ-সামাজিক অবস্থা বুঝে কারো কাছ থেকে ১৫ হাজার, কারো কাছ থেকে ২০ হাজার, আবার কারো কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে।

সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা চাঁচলের পাহাড়পুরে বিজেপির বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সামসী

সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে চাঁচল ব্লকের পাহাড়পুর এলাকার ২৪৩ নম্বর বুথে একটি বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র চালু করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পেতে সাধারণ মানুষকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে। পাহাড়পুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পাশে বটগাছ তলায় এই সহায়তা কেন্দ্রটি খোলা হয়েছে। প্রথম দিনেই এখানে প্রচুর মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এখানে এসে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানার পাশাপাশি আবেদনপত্র পূরণ, প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা তৈরি এবং অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কর্মীদের কাছ থেকে হাতে-কলমে সাহায্য নিয়েছেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, গ্রামীণ এলাকার অনেক মানুষই অনলাইন আবেদন পদ্ধতি বা সরকারি প্রকল্পের নিয়মকানুন সম্পর্কে সচেতন নন। সঠিক তথ্যের অভাবে অনেকেই সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। সেই সমস্যার সমাধান করতেই এই অস্থায়ী সহায়তা কেন্দ্রের উদ্যোগ। দলীয় নেতৃত্ব জানিয়েছেন, আগামী দিনেও নিয়মিত বিরতিতে এই সহায়তা কেন্দ্র খোলা রাখা হবে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এর সুফল পান। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বিবেকানন্দ দাস, বিজেপি কার্যকর্তা সন্দীপ পান্ডে, মণ্ডল সম্পাদক তিলক রাম, কোষাধ্যক্ষ মনোজ মণ্ডল, যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক পরিমল ঋষি-সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে বিজেপির এই নতুন উদ্যোগটি ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে চাঁচল ব্লকের পাহাড়পুর এলাকার ২৪৩ নম্বর বুথে একটি বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র চালু করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পেতে সাধারণ মানুষকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

অন্ধকার মাঠে পুলিশের সফল অভিযানঃ হেরোইনসহ পাকড়াও তিন মাদক কারবারি, শোরগোল পতিরামে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পতিরাম

মাদকবিরোধী দিবসের প্রাক্কালে বড় সাফল্য পেল দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে পতিরাম হাইস্কুলের খেলার মাঠে ওত পেতে থেকে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ধরা পড়ল তিন হেরোইন কারবারি। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৪২ গ্রাম হেরোইন, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই পতিরামের ওই হাইস্কুলের মাঠটি রাতে মাদক কারবারিদের নিরাপদ আস্তানা হয়ে উঠেছিল। হাইমাস্টের আলো বিকল থাকায় অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সেখানে নেশার সামগ্রীর লেনদেন চলত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পতিরাম থানার ওসি অনন্ত মণ্ডল, এসআই আফরোজা ইসলাম ও এসআই দেবাশিস আচার্যের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল আগে থেকেই সেখানে ছদ্মবেশে ওত পেতে ছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী, দুটি স্কুটিতে করে দুই যুবক মাঠে পৌঁছালে লেনদেন শুরু হয়। ঠিক সেই মুহূর্তেই পুলিশ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে তাদের। আচমকা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া করে তাদের পাকড়াও করা হয়। ধৃতদের নাম সাদ্দাম সর্দার, ইরফান আলি ও অভিজিৎ রায়। তাদের বয়স ১৯ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। ধৃতদের বাড়ি পতিরামের কদমতলি, মাহিনগর ও গঙ্গারামপুর ব্লকের দোমুঠা বাঁশপাড়া এলাকায়। ঘটনায় ব্যবহৃত দুটি স্কুটিও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই মাঠে ব্রাউন সুগার ও হেরোইনের মতো মারণ নেশার আসর বসত। যার ফলে এলাকার বহু কিশোর ও তরুণ বিপথগামী হচ্ছিল এবং বাড়ছে চুরি-ছিনতাইয়ের মতো অপরাধ। পুলিশের এই অভিযানে স্বস্তি ফিরেছে এলাকাবাসীর মধ্যে। ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) বিক্রম প্রসাদ জানান, মাদকচক্রের সাথে আর কে কে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই গ্রেপ্তারের ফলে এলাকায় মাদক কারবারিদের মনে বড়সড় ধাক্কা লাগবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 27-06-2026 01:07 Page 6

২০৪৭ সালের ‘উন্নত ভারত’ গড়তে চার প্রযুক্তিতেই বাজি দিল্লির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লী

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা এবং পরমাণু শক্তি; আগামী দিনে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম সারিতে থাকার মূল চাবিকাঠি হতে চলেছে এই চারটি ক্ষেত্র। শুক্রবার নতুন দিল্লিতে একটি সংবাদমাধ্যমের আলোচনাসভায় যোগ দিয়ে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং। তিনি স্পষ্ট জানান, এই প্রথম সারির প্রযুক্তিগুলির হাত ধরেই বিশ্বমঞ্চে এক মহাশক্তিধর দেশ হিসেবে দ্রুত আত্মপ্রকাশ করছে ভারত। বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে ভারত যেভাবে প্রযুক্তিগত ও ভূরাজনৈতিক প্রভাব বাড়াচ্ছে, তাতে কৌশলগত নিরাপত্তার স্বার্থে এই চার ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষমতা আরও বাড়ানো প্রয়োজন। আলোচনাসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিশেষভাবে ২০২৩ সালে শুরু হওয়া ‘ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশন’ বা জাতীয় কোয়ান্টাম প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি জানান, মাত্র তিন বছরের মধ্যেই এই প্রকল্প তার নির্ধারিত লক্ষ্যের অর্ধেকেরও বেশি ফলাফল হাসিল করে ফেলেছে। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা, সাইবার নিরাপত্তা ও কৌশলগত যোগাযোগের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল ক্ষেত্রগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে ভারত কোয়ান্টাম-সুরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি করেছে। মন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, যে সমস্ত দেশ মহাকাশ, পরমাণু বা কোয়ান্টাম প্রযুক্তির এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারবে না, তারা শুধু অর্থনীতিতেই নয়, কৌশলগত নিরাপত্তার দিক থেকেও অনেক পিছিয়ে পড়বে। অন্য দিকে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিল্পক্ষেত্রে এটি এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠছে। আর এই এআই-চালিত পরিকাঠামোকে টিকিয়ে রাখতে যে বিপুল পরিমাণ কম্পিউটিং ডেটা সেন্টার ও শক্তির প্রয়োজন, তা জোগাতে নির্ভরযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব পরমাণু শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর দিকে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মহাকাশ ও পরমাণু ক্ষেত্রে একের পর এক সংস্কারের ফলেই দেশে স্টার্ট-আপ ও বেসরকারি বিনিয়োগের এক অভূতপূর্ব জোয়ার এসেছে। ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, এই নতুন শিক্ষানীতি পড়ুয়াদের বাঁধাধরা পড়াশোনার বাইরে গিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো গবেষণার সুযোগ করে দিচ্ছে, যা দেশের ভবিষ্যৎ উদ্ভাবক ও প্রযুক্তি-নেতাদের ভিত তৈরি করছে। পরিশেষে দেশের যুবসমাজকে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে জিতেন্দ্র সিং দাবি করেন, এই শিক্ষা, গবেষণা ও উদীয়মান প্রযুক্তির মেলবন্ধনেই ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘উন্নত ভারত’ গড়ার মজবুত ভিত তৈরি হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা এবং পরমাণু শক্তি; আগামী দিনে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম সারিতে থাকার মূল চাবিকাঠি হতে চলেছে এই চারটি ক্ষেত্র। শুক্রবার নতুন দিল্লিতে একটি সংবাদমাধ্যমের আলোচনাসভায় যোগ দিয়ে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং।

আমেরিকা-ইজরায়েলের দর্পচূর্ণের দাবি হিজবুল্লা প্রধানের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লী

মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতিতে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের আবহেই এবার সুর চড়ালেন হিজবুল্লা প্রধান শেখ নইম কাশেম। বৈরুতের এক জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ইজরায়েলের সামনে এই মুহূর্তে সমস্ত লেবানিজ ভূখণ্ড ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে পাততাড়ি গুটানো ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা খোলা নেই। জল, স্থল কিংবা আকাশপথ; সব ধরনের আগ্রাসন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে তেল আবিবকে। ইরানের মদতপুষ্ট এই সশস্ত্র গোষ্ঠীর প্রধানের দাবি, আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ শয়তানি অক্ষ বা ‘ইজরায়েল-আমেরিকান প্রজেক্ট’ মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে। সম্প্রতি ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হওয়া একটি সমঝোতাপত্রকে হাতিয়ার করে কাশেমের দাবি, এই চুক্তি আসলে লেবানন ও ইরানের প্রতিরোধের সামনে হোয়াইট হাউস এবং তেল আবিবের এক অফিশিয়াল আত্মসমর্পণের দলিল। আয়াতোল্লা মোজতবা খামেনেইর অনমনীয় নেতৃত্ব এবং ইরানের জনগণের লড়াইয়ের প্রশংসা করে তিনি জানান, ইরান শুধু নিজের ভবিষ্যৎ নয়, বরং গোটা মধ্যপ্রাচ্যের ভাগ্য নির্ধারণের মূল কারিগর হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাশেম যখন বৈরুতের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইজরায়েলের দর্পচূর্ণের গল্প শোনাচ্ছেন, তখন দক্ষিণ লেবাননের সীমান্ত এলাকায় বাস্তবের মাটিতে ছবিটা বেশ কিছুটা আলাদা। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, সিকিউরিটি জোনে কর্তব্যরত জওয়ানদের দিকে হুমকি হয়ে ওঠা ছ’জন হিজবুল্লা যোদ্ধাকে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হানা চালিয়ে খতম করেছে তারা। এর মধ্যে জওতার আল-শারকিয়া এলাকায় পাঁচ জন এবং আলি আল-তাহের শৈলশিরায় এক সশস্ত্র হিজবুল্লা জঙ্গিকে চিহ্নিত করে নিকেশ করা হয়। অর্থাৎ, বক্তৃতার টেবিলে জয়ের দাবি যতটাই চড়া হোক না কেন, সীমান্তে বারুদের লড়াই যে এখনই থামছে না, তা পরিষ্কার। তবে এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সমান্তরালে আমেরিকার ওয়াশিংটনে দুই দেশের রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে এক গোপন কূটনৈতিক মহড়াও চলছে। আল জাজিরার খবর অনুযায়ী, লেবানন ও ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূতরা সেখানে কিছু পরীক্ষামূলক বা ‘পাইলট জোন’ তৈরির বিষয়ে আলোচনা করছেন, যেখানে ইজরায়েলি ফৌজ সীমান্ত থেকে ধাপে ধাপে পিছিয়ে যাবে এবং সেই জায়গায় লেবাননের সরকারি সেনা মোতায়েন করা হবে। এখন দেখার, হিজবুল্লা প্রধানের এই যুদ্ধংদেহী হুঙ্কার আর ওয়াশিংটনের শান্তি বৈঠকের টেবিলে চলা ঠান্ডা লড়াই; এই দুইয়ের নোম্যান্স ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি অধরাই থেকে যায় কি না।

ইতিহাসের ক্লাসে ব্যাকবেঞ্চারদের দাপট!

১৯৪৭-এর মার্চেই যে রায় দিয়েছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত, তা নিয়ে আজ কেন এত বিড়ম্বনা?

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল

ইতিহাস বড়ই অদ্ভুত এক ক্যানভাস, যেখানে সমসাময়িক রাজনীতির তুলি বুলিয়ে ইচ্ছেমতো রং বদলানোর খেলা নতুন কিছু নয়। বর্তমান রাজনৈতিক আবহে ১৯৪৭ সালের অবিভক্ত বাংলার সেই রক্তক্ষয়ী দিনগুলি এবং তার পরবর্তী জলবিভাগ নিয়ে নানা মুনির নানা মত এবং তীব্র চাপানউতোর শোনা যাচ্ছে। কেউ একে এক বিশেষ নেতার একক কৃতিত্ব হিসেবে তুলে ধরতে চান, তো কেউ আবার পুরো দায় চাপিয়ে দেন অন্য শিবিরের ঘাড়ে। কিন্তু ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে বর্তমানের রাজনৈতিক প্রচারের স্বার্থে তাকে ব্যবহার করার এক চরম বিড়ম্বনা চলছে দেশ জুড়ে। বিংশ শতকের সেই অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে দলনির্বিশেষে বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ যে রায় দিয়েছিল, তাকে কেবল মাত্র একজন নেতার রাজনৈতিক চাল হিসেবে দাগিয়ে দেওয়াটা আসলে ঐতিহাসিক তথ্যকে অস্বীকার করার শামিল। প্রকৃতপক্ষে, সাতচল্লিশের জুন মাসে এসে যে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল, তার সলতে পাকানোর কাজ কিন্তু সারা হয়ে গিয়েছিল ওই বছরেরই মার্চ মাসের তপ্ত দিনগুলিতে। হিন্দু মহাসভার তারকেশ্বর অধিবেশন কিংবা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলের বৈঠকগুলি ছিল আসলে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের সেই পুঞ্জীভূত আশঙ্কারই বহিঃপ্রকাশ, যা তারা মুসলিম লীগের একচ্ছত্র আধিপত্য বা স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করছিল। দাঙ্গা ও দেশভাগের সেই আবহে হিন্দু মধ্যবিত্তের বড় অংশই মনে করেছিল, নিজেদের সংস্কৃতি ও স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে গেলে বাংলা ভাগ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও গতি নেই। তৎকালীন কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা তো বটেই, এমনকি বামপন্থী শিবিরের একাংশের অলিখিত সমর্থনেও সেই জনমত তৈরি হয়েছিল। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা এই আন্দোলনে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাকেই এই ঐতিহাসিক ঘটনার একমাত্র ‘নির্ধারক’ বা একক চালিকাশক্তি বলে দেওয়াটা বড় রকমের অতিশয়োক্তি। এটি ছিল আসলে একটি সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্রেণির সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, যা পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে তারা নিয়েছিল। অথচ আজকের দিনে ইতিহাসের সেই জটিল প্রেক্ষাপটকে সরলীকরণ করে সস্তা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার যে চেষ্টা চলছে, তাকেই বিচক্ষণ ব্যক্তিরা ‘ইতিহাস শিক্ষার বিড়ম্বনা’ বলে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। বর্তমানের আয়নায় অতীতকে বিকৃত না করে, সেই সময়কার দলিল ও জনমানসের প্রকৃত রায়কে মেনে নেওয়াই যে প্রকৃত ইতিহাসের শিক্ষা, জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে গোটা বাংলার বিদগ্ধ সমাজ আজ যেন নতুন করে সেই সত্যেরই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

পকেটে বন্ড না থাকলেও করা যাবে বিক্রি!

সরকারি ঋণপত্রের বাজারে কড়া লক্ষ্মণরেখা টানল খোদ শীর্ষ ব্যাঙ্ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লী

বাজারে নিজের কাছে মজুত না থাকলেও বন্ড বিক্রি করার পদ্ধতি বা ‘শর্ট সেলিং’ নিয়ে এবার নতুন নিয়ম আনতে চলেছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সরকারি ঋণপত্রের ক্ষেত্রে এই আগাম বিক্রির অনুমতি দেওয়া হলেও, তার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমানির্দেশিকা বা লক্ষ্মণরেখা বেঁধে দিয়েছে দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি খসড়া নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, বাজারে অংশগ্রহণকারী লগ্নিকারীরা চাইলেই যথেচ্ছভাবে সরকারি ঋণপত্র আগাম বিক্রি করতে পারবেন না, বরং তাঁদের একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকেই এই কাজ করতে হবে।

খসড়া নির্দেশিকা অনুযায়ী, সহজে হাতবদলযোগ্য বা তরল সরকারি ঋণপত্রগুলির ক্ষেত্রে এক জন লগ্নিকারী মোট বন্ডের দুই শতাংশ অথবা ৫০০ কোটি টাকা, এই দুটির মধ্যে যেটির পরিমাণ বেশি, সেই পর্যন্ত আগাম বিক্রি করতে পারবেন। অন্যদিকে, অন্যান্য উপযুক্ত সরকারি ঋণপত্রের ক্ষেত্রে এই সীমা ধার্য করা হয়েছে মোট বন্ডের এক শতাংশ অথবা ২৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, বাজার থেকে চটজলদি মুনাফা তোলার আশায় ফাঁকা পকেটে বড় বাজি ধরার দিন এবার শেষ হতে চলেছে। মুনাফার অঙ্ক যাই হোক না কেন, শীর্ষ ব্যাঙ্কের বেঁধে দেওয়া এই নির্দিষ্ট সীমার বাইরে পা রাখার কোনও সুযোগ আর থাকছে না বিনিয়োগকারীদের কাছে।

পাশাপাশি,

সরকারি বন্ডের নিলামের ক্ষেত্রেও জারি হয়েছে নতুন ফতোয়া।

খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং প্রাথমিক স্তরের ডিলাররা নিলামে ওঠা মোট বন্ডের সর্বোচ্চ পঁচিশ শতাংশ পর্যন্ত কেনার জন্য দর হাঁকতে পারবেন। অন্যান্য সাধারণ লগ্নিকারীদের জন্য এই সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে মাত্র দশ শতাংশে। এখানেই শেষ নয়, কোনও ঋণপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে আসার আগে তা নিয়ে যে আগাম লেনদেন হয়, সেই বিষয়েও একটি কড়া রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নতুন বন্ড ছাড়ার বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পরেই এই ধরনের আগাম লেনদেন শুরু করা যাবে এবং নিলামের দিনেই তার কেনাবেচা সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। তবে হ্যাঁ, এই গোটা প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়েছে ট্রেজারি বিলকে।

অর্থাৎ, ট্রেজারি বিলের ক্ষেত্রে মজুতহীন বিক্রি বা এই আগাম বিক্রির নিয়ম কোনওভাবেই খাটবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

ভূপাতিত ভেনিজুয়েলায় —‘বন্ধুত্ব’র পরশ—

১৪ হাজার কিলোমিটার দূরে ত্রাতার ভূমিকায় ভারতের ‘ভীষ্ম’

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লী

প্রকৃতির রোষে যখন লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনিজুয়েলা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত, ঠিক তখনই দূর আকাশের বুক চিরে বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে উড়ে গেল ভারতের বায়ুসেনার বিমান। বিধ্বংসী ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত ওই দেশের দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ‘অপারেশন আমিস্তাদ’-এর অধীনে এক বিশেষ মেডিক্যাল দল পাঠাল ভারতীয় সেনা। স্প্যানিশ শব্দ ‘আমিস্তাদ’-এর অর্থ হল বন্ধুত্ব, আর সেই বন্ধুত্বেরই যোগ্য মর্যাদা দিয়ে ২৬ জুন বিকেলে হিন্ডন বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে দু’টি বিশাল ‘সি-১৭ গ্লোবমাস্টার’ বিমানে চেপে রওনা দিয়েছেন ভারতের এক বিশেষ দল। ৪১ সদস্যের এই দলে রয়েছেন ৯ জন মেডিক্যাল অফিসার, যাঁরা আদতে ‘৬০ প্যারা ফিল্ড হাসপাতাল’-এর অংশ। ভারত থেকে ভেনিজুয়েলার আকাশপথের দূরত্ব নেহাত কম নয়, প্রায় ১৪ হাজার ৩০০ কিলোমিটার। অথচ গ্লোবমাস্টারের এক টানে ওড়ার ক্ষমতা মাত্র ৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার।

প্রকৃতির রোষে যখন লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনিজুয়েলা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত, ঠিক তখনই দূর আকাশের বুক চিরে বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে উড়ে গেল ভারতের বায়ুসেনার বিমান।

মাঝপথে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় বিমানে জ্বালানি ভরার নিজস্ব ব্যবস্থা ভারতের হাতে না থাকায়, যাত্রাপথে একাধিক বন্ধু রাষ্ট্রে থেমে জ্বালানি ভরে তবেই গন্তব্যে পৌঁছবে এই বিশাল বিমানদুটি। এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার সময় তাদের সঙ্গে যাচ্ছে বিদেশ মন্ত্রকের দেওয়া প্রায় ছ’টন জীবনদায়ী ওষুধ এবং অন্যান্য ত্রাণের সামগ্রী। তবে এই অভিযানের সবচেয়ে বড় চমক বা তুরুপের তাসটি হল ‘আরোগ্য মৈত্রী’ প্রকল্পের অধীনে তৈরি ভারতের নিজস্ব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ‘ভীষ্ম কিউব’ (ভারত হেলথ ইনিশিয়েটিভ ফর সহযোগ, হিত অ্যান্ড মৈত্রী)। এটি আসলে সহজেই বহনযোগ্য আস্ত একটি মডিউলার হাসপাতাল, যা নিমেষের মধ্যে যে কোনও জায়গায় গড়ে তোলা সম্ভব। এই জাদুকরী কিউবের ভিতরে রয়েছে পোর্টেবল ভেন্টিলেটর, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে নিজস্ব বিদ্যুৎ ও অক্সিজেন উৎপাদনের ব্যবস্থা, যার সাহায্যে একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় একসঙ্গে ২০০ জন রোগীর নিবিড় চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই ‘অপারেশন আমিস্তাদ’ আসলে বিশ্বমঞ্চে বিপদের দিনে বন্ধু রাষ্ট্রের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ভারতের চিরকালীন মানবিক প্রতিশ্রুতিরই এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

সরাসরি জাহাজ না চললেও বইছে বন্ধুত্বের হাওয়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লী

সমুদ্রের নীল জলরাশি আর দ্বীপরাষ্ট্রের হাতছানি বরাবরই পর্যটকদের টানে, কিন্তু এবার ভারত মহাসাগরের সেই নীল জল পেরিয়ে সেশেলসের বুকে পড়তে চলেছে দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির এক জোরদার ছাপ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন সেশেলস সফরের ঠিক প্রাক্কালে দুই প্রতিবেশী দেশের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সমীকরণ এক নতুন গতি পেয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সরাসরি কোনও পণ্যবাহী জাহাজ বা শিপিং লাইন না থাকার কারণে বাণিজ্য এতদিন কিছুটা মন্থর গতিতে চললেও, এখন বিমান যোগাযোগের প্রসার, নতুন লগ্নি এবং অপ্রচলিত শক্তির হাত ধরে সেই ঘাটতি সুদে-আসলে উশুল করে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। চাল, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, সিমেন্ট, বস্ত্র, ওষুধ কিংবা অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতির মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে সেশেলসের অন্যতম প্রধান ভরসা এখন ভারত। সরকারি পরিসংখ্যানের খেরোখাতা বলছে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রায় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮ কোটি ৪৮ লক্ষ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যার মধ্যে ভারতের রপ্তানির পরিমাণই সিংহভাগ। চলতি আর্থিক বছরের এপ্রিল থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেও সেই ধারা বজায় রেখে প্রায় ৭ কোটি ২৯ লক্ষ ডলারের বাণিজ্য সারা হয়ে গিয়েছে। তবে শুধু পণ্য কেনাবেচাতেই আটকে নেই এই দ্বিপাক্ষিক মৈত্রী। সেশেলসের ব্যাঙ্কিং, টেলিকম কিংবা গণপরিবহণের মতো মূল পরিকাঠামোয় ভারতের বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই নিজেদের খুঁটি শক্ত করে নিয়েছে। সেই ১৯৭৮ সাল থেকে ভিক্টোরিয়ার বুকে সেশেলসবাসীকে নিরবচ্ছিন্ন আর্থিক পরিষেবা দিয়ে আসছে ব্যাঙ্ক অফ বরোদার বিদেশি শাখা। অন্য দিকে, ১৯৯৮ সালে সেশেলসের বাজারে পা রাখার পর থেকে ভারতী এয়ারটেল সেখানে আড়াই কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি লগ্নি করে গোটা দ্বীপরাষ্ট্রের মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবার খোলনলচে বদলে দিয়েছে। এমনকি সেখানকার রাস্তায় যে সরকারি বাসগুলি চলে, তার একটা বড় অংশ সরবরাহ করেছে টাটা মোটরস, আর সম্প্রতি সেই বাজারে ভাগ বসাতে ময়দানে নেমে পড়েছে অশোক লেল্যান্ডও। এই কর্পোরেট সম্পর্কের পাশাপাশি আমজনতার যাতায়াত সহজ করতে ডানা মেলেছে বিমান পরিষেবাও। ২০১৪ সালের চুক্তির পর থেকে এয়ার সেশেলস মুম্বই ও মাহের মধ্যে সরাসরি বিমান চালাচ্ছিলই, তবে আসল চমকটি এসেছে গত বছরের মার্চ মাসে, যখন ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স প্রতি সপ্তাহে চারটি করে সরাসরি উড়ান শুরু করেছে। এর ফলে একদিকে যেমন ভারতীয় পর্যটকদের সেশেলস ভ্রমণের হিড়িক বেড়েছে, তেমনই ব্যবসার কাজে যাতায়াতও অনেক সহজ হয়েছে। কূটনীতির টেবিলে ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত হওয়া কর সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদানের চুক্তি (টিআইইএ) দুই দেশের আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা এনেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে ভারত ও সেশেলস সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে নীল অর্থনীতি বা ‘ব্লু ইকোনমি’ এবং পরিবেশবান্ধব সৌর শক্তির ওপর। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রীর সেশেলস সফরের সময় সই হওয়া ব্লু ইকোনমি প্রোটোকল সমুদ্রের সম্পদ রক্ষা ও সামুদ্রিক অর্থনীতির বিকাশে এক মজবুত স্তম্ভ তৈরি করেছিল। সেই ধারাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক সৌর জোটের (আইএসএ) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে সই করে সেশেলস। মিশরের জলবায়ু সম্মেলনের চুক্তি মেনে গত অক্টোবর মাসেই সেশেলসের প্রসলিন দ্বীপে পাঁচ মেট্রিক টনের একটি সৌরচালিত কোল্ড স্টোরেজ বা হিমঘর চালু করা হয়েছে, যা সে দেশের খাদ্য সুরক্ষায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এখানেই শেষ নয়, কোয়াড জলবায়ু উদ্যোগের অধীনে সেশেলসে আরও তিনটি বড় নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্প; সৌর পাম্প, সৌর চিলার এবং ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর কাজ দ্রুত শুরু হতে চলেছে। বাণিজ্য, পরিবেশ এবং রণকৌশলের এই অভূতপূর্ব মেলবন্ধন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ২০৪৭ সালের উন্নত ভারতের লক্ষ্যে এগোনোর পথে ভারত মহাসাগরের এই ছোট দ্বীপরাষ্ট্রটিকে সঙ্গে নিয়ে এক সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী অংশীদারিত্বের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে সাউথ ব্লক।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 27-06-2026 01:07 Page 7

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

লিলুয়া, হাওড়া

পুজো করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে হাওড়ার লিলুয়ার মীরপাড়া এলাকায়। মৃতের নাম শুভ জানা (২৫)। তিনি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ভোম্বল জানার পুত্র বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় পদ্ম ঘোষ রোডে কারখানা ঘরে পুজো করার সময় ধূপকাঠি দেখাতে যান শুভ। সেই সময় অসাবধানতাবশত তাঁর হাত স্ট্যান্ড ফ্যানের গায়ে লেগে যায়। অভিযোগ, এর ফলে ফ্যানটিতে শর্ট সার্কিট হয় এবং তিনি তীব্র বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ছিটকে পড়ে যান। ঘটনায় ফ্যানটি তাঁর বুকের উপর পড়ে যায় এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারান। পরিবারের সদস্যরা ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে আইএলএস হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে লিলুয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার-পরিজন ও এলাকাবাসীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত ৫

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কাঁকসা

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কন্টেনারের পিছনে ধাক্কা মারলো একটি যাত্রীবাহী বাস। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ভোরে কাঁকসার বিরুডিহার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর কলকাতা গামী রাস্তায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় প্রায় ৬জন যাত্রী। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে বাসের খালাসির মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। বাকিরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার জেরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের কলকাতাগামী রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ আহতদের উদ্ধার করার পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি দুটিকে অন্যত্র সরিয়ে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে পুলিশ।

৩৩৭.৪৮ কেজি পোস্ত খোসা গুঁড়ো উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

পুরুলিয়া

মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বারাবাজার থানার পুলিশ আগাঝোর গ্রাম থেকে বিপুল পরিমাণ সন্দেহভাজন পোস্ত খোসা গুঁড়ো উদ্ধার করেছে। ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার(২৬ জুন) রাতে বারাবাজার থানার পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশবাহিনীর একটি দল আগাঝোর গ্রামে অভিযান চালায়। সেখানে একটি ইঞ্জিনচালিত রিকশায় তল্লাশি চালিয়ে একাধিক বস্তা থেকে মোট ৩৩৭.৪৮ কেজি সন্দেহভাজন পোস্ত খোসা গুঁড়ো উদ্ধার করা হয়। নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের বৈধ নথি দেখাতে না পারায় পুলিশ তা বাজেয়াপ্ত করে এবং রিকশাসহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম বিকাশ সাঁতরা, পিতা,রবি সাঁতরা, গ্রাম, সাইনাড়া, থানা,গড়বেতা, জেলা,পশ্চিম মেদিনীপুর এবং গোপাল বাগ, পিতা, প্রয়াত মঙ্গল বাগ, গ্রাম,টোরিয়া, থানা, আনন্দপুর, জেলা,পশ্চিম মেদিনীপুর। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ মাদক পাচারের উদ্দেশ্যেই পুরুলিয়ায় আনা হয়েছিল। এর সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং মাদক কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার তাদের পুরুলিয়া আদালতে পাঠানো হবে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ আদালতের কাছে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানাবে বলে জানা গেছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমাজকে মাদকমুক্ত করতে ভবিষ্যতেও এই ধরনের কড়া অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জমা জল পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখলেন বিধায়ক রুদ্রনীল

সকালের শিরোনাম

সুমন আদক

হাওড়া

হাঁটুজল মাড়িয়েই এলাকার জমা জল পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখলেন শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। শুনলেন মানুষের সমস্যার কথাও। তিনি বলেন, 'ম্যাজিকের মতো প্রত্যাশা মিটিয়ে ফেলা সম্ভব নয়। পাহাড় প্রমাণ কাজ। পরিকল্পনা করে ধীরে-ধীরে সেই কাজ আমাদের সরকার করবে'। শুক্রবার সকাল থেকে শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার ৪৭, ৪৯, ৮ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে এলাকায় জমা জল পরিস্থিতি চাক্ষুষ করেন বিধায়ক। হাঁটুজল মাড়িয়েই তিনি এলাকার বাড়ি-বাড়ি ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন। এরপর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'নিকাশি ব্যবস্থার কাজে ইতিমধ্যেই ৪,৭০০ কোটি টাকার প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। আগামী দিন মানুষ যাতে জমা জল যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পান তার কাজ হবে। এদিন পুরসভার কমিশনার সহ বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াররা এখানে এসেছিলেন। পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছেন তাঁরাও। জমা জল বের করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে'। তবে এই দুর্বিষহ পরিস্থিতির জন্য বাম এবং তৃণমূল বিগত দুই সরকারের দিকেই এদিন অভিযোগের আঙুল তোলেন বিধায়ক। স্থানীয় বাসিন্দা খুকুমণি মাইতি বলেন, 'সারাজীবন জমা জল ঘেঁটে ঘেঁটে অসুস্থ হয়ে পড়েছি। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না। নোংরা জল ঘেঁটে গোটা শরীরে চর্মরোগ হয়ে যাচ্ছে। আমরা কেমনভাবে বাঁচবো ? এরকমভাবে বাঁচা যায় না'। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'শীতকাল বাদে বছরের প্রায় বাকি সময় এখানে জল জমে থাকে। জমা জলের জন্য ছেলের বিয়ে দিতে পারছি না। মেয়ের বাড়ি থেকে লোক এসে ফিরে গেছে।

জমা জলের কারণে সারা বছর প্লাস্টিকের জুতো পরেই কাটাতে হচ্ছে'। এদিন এলাকার পরিস্থিতি ঘুরে দেখে বিধায়ক বলেন, 'বিগত বাম এবং তৃণমূল সরকারের দীর্ঘদিনের অপরিকল্পিত পুর বন্দোবস্তের কারণে আজকে হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষকে এই জমা জলের যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। এখানকার মানুষের দুর্ভোগের শেষ নেই। বৃষ্টি হলে জল হাঁটুর ওপরে থাকে। বৃষ্টি না হলে গোড়ালি পর্যন্ত জল থাকে। বিষাক্ত ও দূষিত জল মাড়িয়েই মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। আমাদের সরকার সদ্য ক্ষমতায় এসেছে। তার মধ্যেই আমাদের সরকার হাওড়ার উন্নয়নে নজর দিয়েছে। বলা হয়েছে ৫০০ বছরেরও প্রাচীন শহর হাওড়ায় আর দূষিত জল, জমা জল, জঞ্জাল থাকবে না। যাতে মানুষকে দ্রুত সুরাহা দেওয়া যায় সেই কারণে পুরসভা থেকে মাননীয়া কমিশনার সহ ইঞ্জিনিয়ারদের টিম আজকে এখানে ঘুরে দেখে গেলেন। কিভাবে জমা জল পাকাপাকিভাবে বের করে দেওয়া যায় তা নিরীক্ষণ করা হলো। পুরসভার পাম্প চলছে। অধিকাংশ জায়গার জল নেমে গিয়েছে'।

সম্প্রীতির বাংলা, ৭৫ বছরের সমরেন্দ্র আজও মহরমের তাজিয়া গড়েন

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

হাওড়া

সম্প্রীতির বাতাবরণ গড়ে তোলাই বাংলার ঐতিহ্য। তাই আজও ৭৫ বছরের সমরেন্দ্র দে মহরমের তাজিয়া গড়েন। ধর্ম আলাদা হতে পারে, কিন্তু মানুষ আলাদা নয়। ঈদের সেমাই যেমন পৌঁছে যায় হিন্দু পরিবারের দরজায়, তেমনই দুর্গাপুজোর নিমন্ত্রণ যায় মুসলিম প্রতিবেশীর বাড়িতেও। রথযাত্রা, রাসমেলা, ঈদ কিংবা মহরম সব উৎসবেই একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর ঐতিহ্য আজও বহন করে চলেছেন এই বাংলার মানুষ। সেই সম্প্রীতিরই নিদর্শন যেন হাওড়ার পাঁচলার ৭৫ বছর বয়সী শিল্পী সমরেন্দ্র বাবু। পাঁচলার বিকিহাকোলা এলাকার বাসিন্দা সমরেন্দ্র দে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে মহরমের তাজিয়া তৈরি করে চলেছেন। ধর্মে তিনি হিন্দু হলেও শিল্পের ক্ষেত্রে কোনও ধর্মীয় বিভাজন মানেন না। তাঁর কথায়, শিল্পীর কোনও ধর্ম হয় না। আমি সব ধর্মকে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। তাই মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য তাজিয়া তৈরি করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই। বরং আনন্দই হয়। সমরেন্দ্র বাবুর শিল্পী জীবনের শুরু বহু বছর আগে। তিনি যে এলাকায় থাকেন, সেটি একসময় 'মালাকার পাড়া' নামে পরিচিত ছিল। সেখানে সোলার টোপর, চাঁদমালা, মালা-সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিল্পসামগ্রী তৈরি করতেন বহু কারিগর। তিনিও সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বড়বাজার থেকে কাঁচামাল এনে শিল্পকর্ম তৈরি করতেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচামালের বাজার স্থানান্তরিত হওয়ায় সেই পেশা ছাড়তে বাধ্য হন। তবে শিল্পীসত্তাকে থামিয়ে রাখা যায়নি। নিজের চেষ্টায় তিনি থার্মোকলের মণ্ডপ ডিজাইনের কাজ শেখেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সুনাম অর্জন করেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ নির্মাতারা তাঁর কাছে ডিজাইনের কাজ করাতে আসতেন। সেই উপার্জনের টাকাতেই দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে মানুষ করেছেন তিনি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডপ নির্মাণের মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময় পাশের গ্রামের একটি মহরম কমিটির সদস্য তাঁকে তাজিয়া তৈরির প্রস্তাব দেন। আগে কখনও এই কাজ না করলেও আত্মবিশ্বাস আর শিল্পীসত্তার জোরে তিনি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। প্রথম বছরেই তৈরি করেন নান্দনিক তাজিয়া। সেই শুরু। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আজ তাঁর বয়স ৭৫। তবুও মনের জোর এবং কাজের প্রতি অগাধ ভালোবাসা তাঁকে থামাতে পারেনি। এখনও একাই হাতেকলমে তাজিয়া তৈরি করেন। সাহায্য করার মতো কোনও সহকারী নেই। ছেলে কিংবা নাতিরা কেউ এই শিল্পে আগ্রহ দেখায়নি। ফলে একাই ধরে রেখেছেন বহু বছরের ঐতিহ্য। সমরেন্দ্র বাবু জানান, 'ঈদের উৎসব শেষ হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর কাছে বিভিন্ন এলাকা থেকে তাজিয়ার অর্ডার আসতে শুরু করে। একসময় মেটিয়াব্রুজ, বাউড়িয়া সহ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁর কাছে অর্ডার আসত। গত বছর বয়সের তোয়াক্কা না করে ১০টিরও বেশি তাজিয়া তৈরি করেছিলেন। এবছর শরীরের কথা ভেবে অর্ডার কম নিলেও ইতিমধ্যেই ছয়টি তাজিয়া তৈরি করেছেন আশপাশ থেকে আসা অর্ডারের ভিত্তিতে। তিনি বলেন, আমাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলেমিশে থাকি। কোনও বিভেদ নেই। এটাই বাংলার আসল পরিচয়। আমি শিল্পী হিসেবে কখনও ধর্মের ভিত্তিতে কাজকে ভাগ করিনি। যতদিন বাঁচব, ততদিন সম্প্রীতির বার্তা নিয়েই কাজ করে যাব'। সুতরাং বলাই বাহুল্য, তাঁর তৈরি প্রতিটি তাজিয়া যেন শুধু একটি ধর্মীয় প্রতীক নয় বরং বাংলার চিরন্তন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন।

মাল সমেত হাইজ্যাক হওয়া কন্টেইনার উদ্ধার করলো কাঁকসা থানার পুলিশ

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কাঁকসা

জানা গিয়েছে চলতি মাসের ১ তারিখে কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধার থেকে একটি কন্টেনার উদ্ধার হয়। কন্টেইনারের মালিক কাঁকসা থানার পুলিশকে ফোন করে সমস্ত বিষয় জানাতেই, কাঁকসা থানার পুলিশ কন্টেনারটি নিজেদের হেফাজতে রাখে । পরে কাঁকসা থানায় কন্টেইনারের মালিক অভিযোগ জানাতেই অভিযোগের ভিত্তিতে কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। জানা গিয়েছি, ওই কন্টেনারটি গুরগাঁও থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার গার্মেন্টি লোড করে কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল। সেইমত গাড়িটি ঝাড়খন্ড পৌঁছানোর পর চালক অন্য এক চালক কে গাড়িটি দায়িত্ব দিয়ে সে বাড়ি যায়। যে চালককে দায়িত্ব দিয়েছিল সে কন্টেনারের সমস্ত মাল ঝাড়খণ্ডে একটি গোডাউনে রেখে দিয়ে কন্টেইনারটি গত মাসের ৩১ তারিখে হাইজ্যাক করে চলতি মাসের ১ তারিখে কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। গাড়ির মালিকের কাছে খবর পাওয়ার পরই কন্টেনারটি নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ। পরে কন্টেইনারের মালিক খেমরাজ বড়াল কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে অভিযোগের ভিত্তিতে কাঁকসা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ঝাড়খন্ডের পথরোল এলাকা থেকে চুরি যাওয়া সমস্ত মাল উদ্ধার করে কাঁকসা থানায় নিয়ে আসে। পাশাপাশি এই ঘটনায় ওই চালকের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। কন্টেনারের মালিক জানিয়েছেন, তার গাড়িতে জিপিএস ট্রেকার লাগানো ছিল। কাঁকসার বাঁশকোপার কাছে গাড়িটি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি তার চালক কে ফোন করেন। চালক ফোনে জানায় সে অন্যজনকে গাড়িটির দায়িত্ব দিয়ে বাড়ি গিয়েছিল। তার কাছে কন্টেনারটি হাইজ্যাক হওয়ার খবর পেয়ে তিনি পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন। তিনি জানিয়েছেন, কাঁকসা থানার পুলিশ সমস্ত মাল উদ্ধার করতে পেরেছে। কন্টেনারটিও পাওয়া গিয়েছে। কাঁকসা থানার পুলিশকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বলরামপুর

বলরামপুর থানার অন্তর্গত দড়দা গ্রামের ডুমুরিকুলি এলাকায় পারিবারিক অশান্তির জেরে ২৬ বছর বয়সী এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম রঞ্জন মাহাতো(২৬)। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় চার বছর আগে মাধবপুর বনডি এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়শই পারিবারিক অশান্তি লেগে থাকত। স্থানীয়দের দাবি, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা হয়। এরপর স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে যান। পরদিন ভোরে পরিবারের সদস্যরা বাড়ির ভিতরে রঞ্জন মাহাতোকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের খবর দেওয়া হয় এবং বলরামপুর থানায় বিষয়টি জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে উদ্ধার করে বলরামপুর বাঁশগড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে।

মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পারিবারিক অশান্তির বিষয়টি সামনে এলেও, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে বলরামপুর থানার পুলিশ।

খুনের হুমকি, গ্রেফতার, শেষে ক্ষমা

বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানার মানবিক মুখ

সকালের শিরোনাম

সঞ্জীব মল্লিক

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া থেকে ব্যতিক্রমী খবর। সোশ্যাল মিডিয়ায় খুনের হুমকি, সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ, গ্রেফতার ; তারপরেও অভিযুক্তকে ক্ষমা করে দিলেন বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা। ঘটনাটি বাঁকুড়া জেলার। নতুনগ্রাম পাহাড়পুরের বাসিন্দা সৌমেন মান্দি নামে এক যুবক সোশ্যাল মিডিয়ায় বিধায়ককে খুনের হুমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানান। পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতারও করে। ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে। অভিযোগ, নতুনগ্রাম পাহাড়পুরের বাসিন্দা সৌমেন মান্দি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানাকে উদ্দেশ্য করে খুনের হুমকি দিয়ে পোস্ট করেন। বিষয়টি বিধায়কের নজরে আসতেই তিনি আইনের দ্বারস্থ হন। সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিধায়ক। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট খতিয়ে দেখে পুলিশ সৌমেন মান্দিকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়, যার মধ্যে নন-বেলেবল সেকশনও ছিল বলে জানা যায়। এই পর্যন্ত ঘটনা অন্য পাঁচটা মামলার মতোই ছিল। কিন্তু এরপরেই আসে চমক। পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রেফতার হওয়ার পর অভিযুক্ত যুবক ও তার পরিবার নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। বিধায়কের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তারা। বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা জানান, 'ছেলেটি বয়সে তরুণ। আবেগের বশে, ভুল বুঝে এমন কাজ করে ফেলেছে। তার পরিবারের আর্থিক অবস্থাও ভালো নয়। মানবতার খাতিরে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। আমি চাই না একটি ভুলের জন্য ওর পুরো ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাক। ও যেন শুধরে যায়, এটাই চাই'। বিধায়কের এই বক্তব্যের পর অভিযুক্ত সৌমেন মান্দিও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে ক্ষমা চান। তিনি একটি ভিডিও বার্তায় বলেন, 'আমি না বুঝে, রাগের মাথায় বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা মহাশয়কে নিয়ে আপত্তিকর পোস্ট করে ফেলেছি। খুনের হুমকি দেওয়া আমার চরম অন্যায় হয়েছে। আমি আমার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। বিধায়ক মহাশয়ের কাছে, ওনার পরিবারের কাছে এবং বাঁকুড়ার সমস্ত মানুষের কাছে আমি হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছি। উনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে যে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে এমন ভুল আর কখনও হবে না'।

মাদক বিরোধী দিবসে সচেতনতার প্রচার পুলিশের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কাঁকসা

শুক্রবার ছিল আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস। সারা বিশ্বের পাশাপাশি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মাদকদ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রচার চালানো হয় বিভিন্ন সংগঠন ও প্রশাসনের তরফ থেকে। সেইমত কাঁকসা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এদিন কাঁকসা থানার পুলিশ কর্মীরা এবং সিভিক ভলেন্টিয়াররা ব্যানার পোস্টার হাতে নিয়ে কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে সারাদিন ধরে সচেতনতার প্রচার চালান। যে সমস্ত জায়গা গুলিতে মানুষের ভিড় জমে থাকে এবং কাঁকসার গুরুত্বপূর্ণ মোড় গুলিতে গিয়ে এলাকার মানুষকে সচেতন করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় মাদকদ্রব্য সেবন করলে তার ফল সমাজের ওপর যেমন মারাত্মকভাবে পড়ে,

পাশাপাশি পরিবারের ওপরেও ভয়ংকর ক্ষতি ডেকে আনে। মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে কি কি ক্ষতি হতে পারে সেই সমস্ত বিষয়গুলি সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয় এদিন।

হেলমেট পরিয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হল 'দাতা লালন'কে

আদালত চত্বরে বিক্ষোভ-ডিমবৃষ্টি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আউশগ্রাম

পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে শুক্রবার রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তোলাবাজি-সহ একাধিক ফৌজদারি অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় আউশগ্রাম-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল লালন ওরফে 'দাতা লালন'-কে। দীর্ঘ কয়েকদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়েন তিনি। শুক্রবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তাঁকে বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হয়। অভিযুক্তকে থানার বাইরে আনার সময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীদের একাংশ 'চোর-চোর' স্লোগান দিতে থাকেন। অভিযোগ, সেই সময় অভিযুক্তকে লক্ষ্য করে ডিমও ছোড়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে এক প্রকার হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, তার জন্য আগে থেকেই ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা। সম্ভাব্য হামলা বা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আব্দুল লালনের মাথায় হেলমেট পরিয়ে পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়। তাঁকে ঘিরে তৈরি করা হয় শক্ত নিরাপত্তা বলয়। এরপর পুলিশি পাহারায় তাঁকে বর্ধমান জেলা আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই দৃশ্য ঘিরে আদালত চত্বর ও থানা এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তোলাবাজি, মারধর, ভয় দেখানো, চুরি-সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। একই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁর ছেলে আফজল রহমান ওরফে সঞ্জু-কেও। শুক্রবার দু'জনকেই একসঙ্গে বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয়। পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মামলাটি দায়ের হয়েছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৪৪৮, ৩২৩, ৩২৫, ৩৫৪, ৩৭৯, ৪২৭, ৫০৬ এবং ৩৪ ধারায়। মামলার নম্বর ২০৯/২৬। তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও ব্যক্তি বা সম্ভাব্য যোগসূত্র খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই কারণেই আদালতের কাছে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় তোলাবাজি, প্রভাব খাটানো এবং সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করার অভিযোগ উঠছিল। যদিও এতদিন পর্যন্ত প্রশাসনিকভাবে বড় কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ বিরোধীদের। শুক্রবারের গ্রেফতারের পর বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, আইন শেষ পর্যন্ত নিজের পথেই চলেছে এবং দীর্ঘদিনের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ হয়েছে। অন্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর চর্চা। একজন ব্লক সভাপতির গ্রেফতারি ঘিরে শাসকদলের অন্দরে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে বলেই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মত। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা বা ব্লক নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। বর্তমানে গোটা ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

আদালত পুলিশি হেফাজতের আবেদন মঞ্জুর করে কি না, এবং তদন্তে আর কী কী তথ্য উঠে আসে, সেদিকেই নজর রয়েছে প্রশাসন, রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষের।

শুক্রবারের এই গ্রেফতারি ও আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময়ের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি পূর্ব বর্ধমান জেলার রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

'ডিম-থেরাপি' তৃণমূল নেতাকে

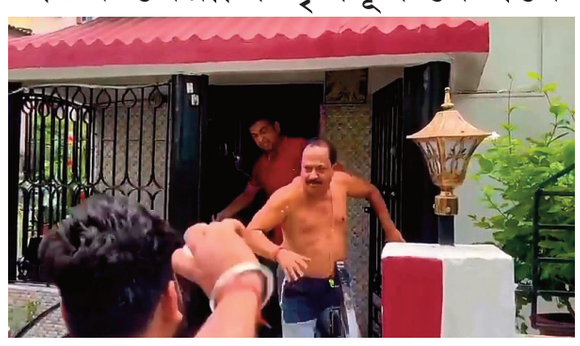

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

বালি

তোলাবাজি, কাটমানি সহ বিভিন্ন অভিযোগে এবার হাওড়ার বালি ব্লকের তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি সীতানাথ গাঙ্গুলিকে তাঁর বাড়ির গেটেই ডিম ছুঁড়ে মারার ঘটনা ঘটলো। এদিন এলাকার কয়েকজন এসে তাঁর বিরুদ্ধে বাড়ির সামনে তীব্র কটাক্ষ করেন। ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। সীতানাথ বাবু ঘর থেকে বেরতেই তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া হয়।

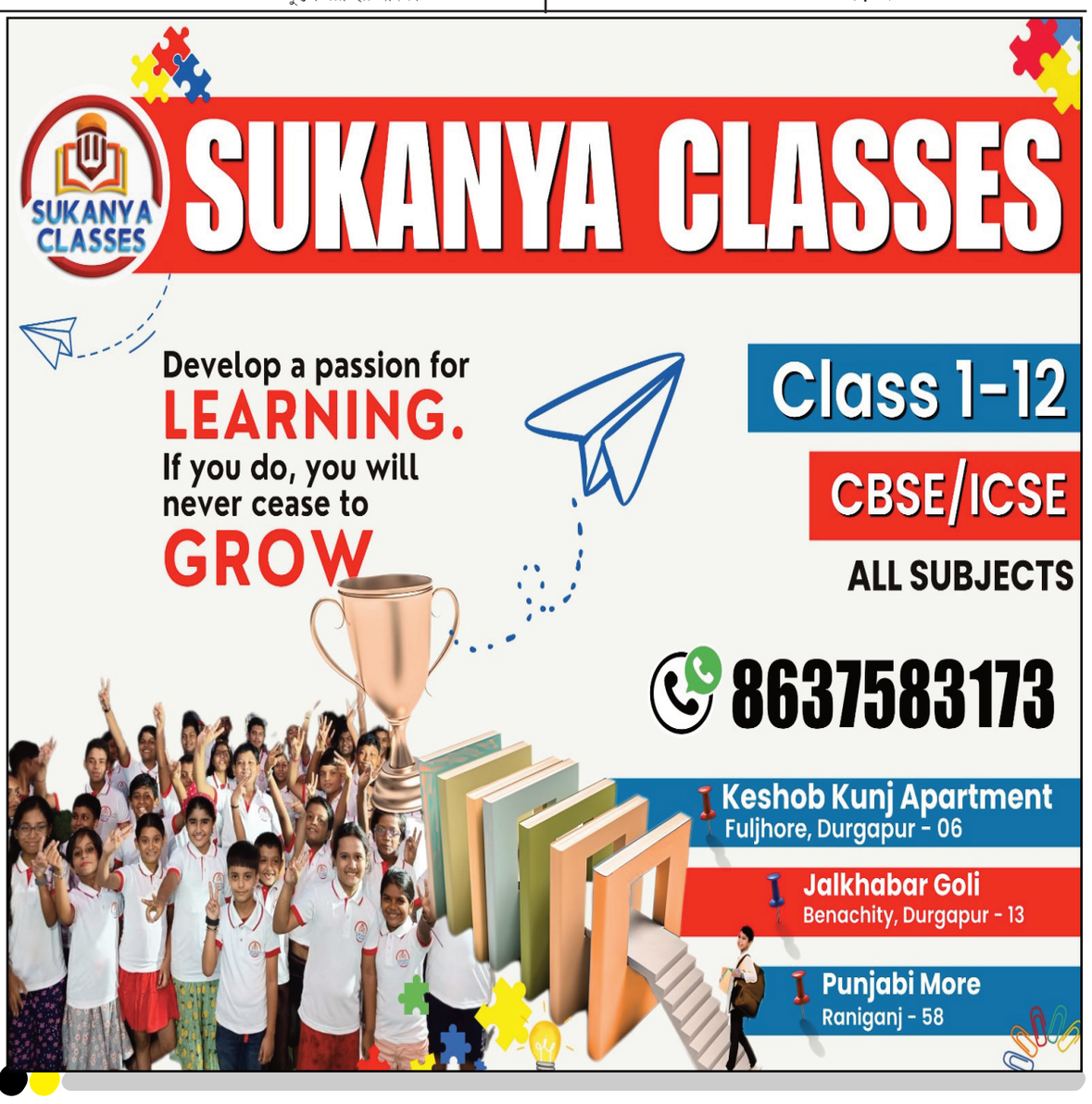

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 27-06-2026 01:07 Page 8

সুবর্ণরেখার বুকে ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ

বহু বছর পর মহাপাল ঘাটে ফিরল গঙ্গা দশহরা

সকালের শিরোনাম

সুনীপম মহাকুল

ঝাড়গ্রাম

কেবল একটি নদী নয়, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু মানুষের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি ও লোকবিশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে সুবর্ণরেখা নদী। এই নদীকে ঘিরেই যুগের পর যুগ ধরে গড়ে উঠেছে এক স্বতন্ত্র নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা। সেই ঐতিহ্যেরই এক উজ্জ্বল প্রকাশ গঙ্গা দশহরা, যা বহু বছর পর ফের ধুমধামের সঙ্গে পালিত হল মহাপাল ঘাটে। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন মা গঙ্গা। এই তিথিই গঙ্গা দশহরা নামে পরিচিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সুবর্ণরেখা অববাহিকার মানুষেরাও দীর্ঘদিন ধরে নদীকে মা গঙ্গার রূপে আরাধনা করে আসছেন। শুক্রবার মহাপাল ঘাটেও সেই আবেগেরই প্রকাশ ঘটল পুজা, আরতি ও ভক্তসমাগমে। সকাল থেকেই নদীর ঘাটে ভিড় জমাতে শুরু করেন ভক্তরা। নদীপূজার পাশাপাশি অনেকেই পবিত্র

ছবি - কিশোর কুমার রক্ষিত

স্নান সারেন। সন্ধ্যা নামতেই নদীর বুকে ভাসে প্রদীপের আলো;জল আর আগুনের মিলনে তৈরি হয় এক অনন্য আধ্যাত্মিক আবহ। কোথাও কোথাও নৌকা পূজারও প্রচলন রয়েছে। কারণ ডিঙি নৌকা আজও বহু মানুষের জীবিকা;যাত্রী পারাপার, মাছ ধরা কিংবা নদী থেকে নুড়ি সংগ্রহ;সব কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে নদী। এই উৎসবের সামাজিক গুরুত্বও কম নয়। কৃষক, মৎস্যজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী;নদীনির্ভর নানা পেশার মানুষ জীবিকা ও কল্যাণের প্রার্থনা জানান নদীর কাছে। তাঁদের বিশ্বাস, নদী শুধু জল দেয় না, জীবনও দেয়। সেই উপলব্ধিই আরও গভীর হয় গঙ্গা দশহরাকে ঘিরে। একসময় এই পূজাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকায় বসত মেলা, হত কীর্তন, লোকসঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিন্তু আধুনিকতার চাপে সেইসব রীতি বহু জায়গায় ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। মহাপাল ঘাটে এ বছরের আয়োজন তাই শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, হারিয়ে যেতে বসা এক লোকঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের বার্তাও বহন করল। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, বর্তমান সময়ে নদী দূষণ, অবৈধ বালিখনন এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণে নদী সংরক্ষণের প্রশ্ন আরও জরুরি হয়ে উঠেছে। সেই অর্থে গঙ্গা দশহরা এখন শুধু ভক্তির প্রকাশ নয়, নদী ও প্রকৃতি রক্ষার সামাজিক আহ্বানও। বহু বছর পর মহাপাল ঘাটে ফের এই উৎসব ঘিরে উৎসাহ চোখে পড়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। উদ্যোক্তাদের আশা, আগামী দিনে আরও বৃহত্তর পরিসরে এই ঐতিহ্য ফিরে আসবে এবং নতুন প্রজন্মও সুবর্ণরেখাকে শুধুই নদী নয়, উত্তরাধিকার হিসেবে চিনতে শিখবে।

বাস দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

রায়না

বর্ধমান,তারকেশ্বর রুটের একটি যাত্রীবাহী বাস আদমবাদ এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান একাধিক যাত্রী। তাঁদের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার ধারান গ্রামের আদিবাসী পাড়ার দুই বাসিন্দা; লক্ষ্মী মুর্মু ও শর্মিলা সরেন। দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। যদিও ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলায়, তবুও পূর্ব বর্ধমানের রায়না ব্লকের ওই দুই শোকসন্তপ্ত পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য, পুড়শুড়া বিধানসভার বিমান ঘোষ, আরামবাগ বিধানসভার হেমন্ত বাগ এবং রায়না বিধানসভার সুভাষ পাত্র। মৃত দুই পরিবারের হাতে প্রতিটি পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে, মোট ৮ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়ে বলেন, আগামী দিনেও তাঁদের পাশে থেকে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা করা হবে। এই আর্থিক সহায়তা কিছুটা হলেও দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে কঠিন সময়ে সহায়তা করবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

রাজেশ এখন রাজ-দরবারে, তবে আন্দোলনের পিচ ছাড়ছে না কুর্মিরা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

ক্ষমতার অলিন্দে কুর্মি আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি রাজেশ মাহাতো পা রাখতেই জঙ্গলমহলে জল্পনার পারদ চড়তে শুরু করেছিল। বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর রাজেশ এখন রাজ্যের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, ফলে অনেকেরই ধারণা ছিল আন্দোলনের ধার হয়তো এবার কিছুটা থিতিয়ে পড়বে। এই পরিস্থিতিতে কুর্মি সংগঠন স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল, ঘরের ছেলে রাজ-সিংহাসনে বসলেও নিজেদের দাবি আদায়ের লড়াই থেকে তারা একচুলও সরছে না।

বুধবার ঝাড়গ্রাম গ্রামীণের লোধাশুলিতে আয়োজিত সংগঠনের এক দীর্ঘ বৈঠকে ভবিষ্যতের যে রণকৌশল তৈরি হলো, তাতে স্পষ্ট বার্তা; প্রতিষ্ঠাতা খোদ মন্ত্রীর চেয়ারে বসলেও আন্দোলনের মূল বিষয় নিয়ে কোনও আপস হবে না। আসলে আন্দোলনের মুখ খোদ মন্ত্রিসভায় থাকায় আপাতত সরকারকে কিছুটা সময় দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ কুর্মি সমাজ। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কৌশিক মাহাতো খোলসা করেই জানিয়েছেন, কুড়মালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা, কুর্মিদের তফসিলি জনজাতির স্বীকৃতি দেওয়া, সারনা ধর্মের কোড চালু এবং বাংলায় ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন কার্যকর করার মতো মৌলিক দাবিগুলো নিয়ে তাদের অবস্থান বিন্দুমাত্র বদলায়নি। তবে সরকারের সঙ্গে আলোচনার পথ খোলা রাখলেও, প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে তারা যে আবার আন্দোলনের চেনা পথেই ফিরবেন, সেই হুঁশিয়ারিও সমান্তরালভাবে মজুত রাখা হয়েছে। শুধু আন্দোলনের মাঠ গরম করাই নয়, এবার জঙ্গলমহলের গ্রামে গ্রামে কুর্মি সমাজের আদি সংস্কৃতি, লোকআচার এবং কুড়মালি ভাষার প্রসারেও কোমর বাঁধছে সংগঠন।

করম, বাঁধনা, গোরুখুঁটান, টুসু, ঝুমুর, ছৌ এবং পাতা নাচের মতো লোক-ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে জেলা ও ব্লক স্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি গ্রামভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে শক্তি বাড়াতে ময়দানে নামানো হচ্ছে নবগঠিত মহিলা শাখা 'নারী ঐক্য মঞ্চ'-কে, যার ঝাড়গ্রাম জেলা সভানেত্রী ভবানী মাহাতো স্পষ্ট করেছেন যে গ্রামের মহিলাদের এবার আদি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

অন্যদিকে খোদ মন্ত্রী রাজেশ মাহাতোও নিজের পুরনো সংগঠনের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, সমাজের ন্যায্য দাবি এবং ভাষা-সংস্কৃতির বিকাশের প্রশ্নে তিনি আগেও যেমন ছিলেন, আগামী দিনেও তেমনই থাকবেন। সব মিলিয়ে, রাজধর্ম পালনের পাশাপাশি নিজের শিকড়ের প্রতি টান বজায় রাখার এক সুচতুর ভারসাম্য জঙ্গলমহলে দেখা যাচ্ছে, যেখানে আলোচনার টেবিল আর আন্দোলনের প্রস্তুতি; দুই-ই চলছে হাতরাধারি করে।

উদ্ধার বিপুল পরিমাণে ভুয়ো লটারি, গ্রেফতার ৩

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেমারি

পূর্ব বর্ধমানের মেমারীতে ভুয়ো লটারি বিক্রির অভিযোগে(৩) তিনজনকে গ্রেফতার করল মেমারী থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বামুনপাড়া মোড় এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় বিভিন্ন নামে নকল বা ভুয়ো লটারি বিক্রি করা হচ্ছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভুয়ো লটারি উদ্ধার করা হয়। প্রথমে তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মেমারী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁদের বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ায় এবং লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। ধৃতরা হলো,সুজয় মিত্র (৪৬), বাড়ি মেমারীর বিষ্ণুপুর; সন্তু দাস (৩০), বাড়ি মেমারীর বিষ্ণুপুর; এবং নীতিশ তেওয়ারি (৪৬), বাড়ি মেমারীর সোমেশ্বরতলা এলাকায়। পুলিশের দাবি, ধৃতদের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের ভুয়ো লটারি, নগদ ১৩,৫০০ টাকা, চারটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ এবং একটি কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেমারী থানার পুলিশ। এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুক্রবার বর্ধমান আদালতে পাঠায় মেমারি থানার পুলিশ।

প্রতারণার অভিযোগ কলেজ অধ্যক্ষ'র বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম

পরাগ মজুমদার

জঙ্গিপুর

কলেজের অস্থায়ী কর্মী-কে স্থায়ীকরণের নামে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে প্রতারণার বিস্ফোরক অভিযোগ শুক্রবার সর্বোচ্চ ছড়িয়ে পড়ে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত ফরাক্কা লাগোয়া এলাকায়। যদিও টাকার বিনিময়ে অস্থায়ী কর্মীর চাকরি স্থায়ীকরণের যাবতীয় অভিযোগ মিথ্যে বলে দাবি করেন সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজের অধ্যক্ষ শিবাশিষ ব্যানার্জী। পাল্টা তিনি এদিন জানান, উনি নিজেই নাকি কলেজে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে ওদের কাজের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অধ্যক্ষ বলেন, যাবতীয় অভিযোগ পুরোপুরি মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন। আমাকে কলঙ্কিত করার জন্য পরিকল্পনা করে এ কাজ করা হচ্ছে। যদিও এই বিস্ফোরক অভিযোগের পর স্থানীয় প্রশাসন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা যায়। প্রসঙ্গত, ওই কলেজের অস্থায়ী কর্মী ফিরোজ শেখ তাকে স্থায়ীকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলেজ অধ্যক্ষ দুই দফায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন বলেই বিস্ফোরক অভিযোগ।

এখানেই শেষ নয়, একই প্রতিশ্রুতি দিয়ে কলেজের আরেক অস্থায়ী কর্মীর কাছ থেকেও সাত লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে বলে তাঁর দাবি। কিন্তু কোন ভাবেই চাকরি স্থায়ী না হওয়ায় সেই কাটমানির টাকা চাইতে গেলে অধ্যক্ষ তা দিতে অস্বীকার করে বলে জানান ফিরোজ। এই ব্যাপারে ফিরোজ শেখ সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বলেন, 'প্রিন্সিপাল আমাদের স্থায়ীকরণ করার জন্য আমাদের কাছ থেকে ধাপে ধাপে কখনো চাপ দিয়ে আবার কখনও বা প্রলোভন দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এখন টাকা চাইতে গেলে উনি উল্টে টাকা দিচ্ছেন না সেই সঙ্গে হুমকি দিচ্ছেন'। সব মিলিয়ে কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এমনভাবে অস্থায়ী কর্মীদের চাকরি স্থায়ীকরণের নামে টাকা আদায়ের অভিযোগের ঘটনায় তোলপাড় এলাকা।

কালীপাহাড়ি বাজারে গয়নার দোকানে চুরি

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আসানসোল

পশ্চিম বর্ধমানের কালীপাহাড়ি বাজার এলাকায় শুক্রবার সকালে একটি গয়নার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। দুষ্কৃতীরা দোকানের পিছনের দেওয়াল ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে লক্ষাধিক টাকার সোনা-রুপোর গয়না এবং নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। দোকানের মালিক দিবাকর চৌধুরী জানান, প্রতিদিনের মতো শুক্রবার সকালে তিনি দোকান খুলতে এসে দেখেন, বাইরে থেকে সবকিছু স্বাভাবিক রয়েছে।

কিন্তু দোকানের ভিতরে ঢুকতেই বুঝতে পারেন যে চুরি হয়েছে। তিনি জানান, দুষ্কৃতীরা দোকানের পিছনের দিকে আলমারির পাশের দেওয়াল ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। সেখান থেকে তারা প্রায় ১ কেজি রুপো, ১০০ গ্রাম সোনা এবং ১০ হাজার টাকা নগদ নিয়ে পালিয়ে যায়। দিবাকর চৌধুরীর দাবি, চোরেরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। তারা দোকানে লাগানো

সিসিটিভি ক্যামেরার ডিভিআর (রেকর্ডার) খুলে নিয়ে যায় এবং ক্যামেরাগুলিও ভেঙে দেয়, যাতে ঘটনার কোনও প্রমাণ না থাকে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। আশপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

নাম বদলে কাম বাড়ানোর ছক!

১২৫ দিনের কাজে সরাসরি নজরদারির কড়া দাওয়াই

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর অবশেষে জট কেটেছে, আর মেদিনীপুরের লাল মাটিতে কোদাল-ঝুড়ির চেনা শব্দ আবার ফিরে এসেছে। তবে এবার আর শুধুই সেঞ্চুরি বা একশো দিনের বাঁধা গণ্ডিতে আটকে থাকা নয়, সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১ জুলাই থেকে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের পরিধি বেড়ে হতে চলেছে পুরো সোয়াশো দিন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই ১২৫ দিনের কাজের জোরদার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে শুধু কাজের দিন বাড়ানোই নয়, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের পুরনো নামের খোলস বদলে যখন নতুন নামকরণ হয়েছে 'বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' বা সংক্ষেপে 'ভিবি জি রাম জি', তখন প্রশাসনের অন্দরেও তৈরি হয়েছে এক বাড়তি তৎপরতা।

অতীতে একশো দিনের কাজ নিয়ে ভুরি ভুরি দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠেছিল, নতুন জামা পরা এই ১২৫ দিনের প্রকল্পে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তার জন্য এবার কড়া পাহারার ব্যবস্থা করছে জেলা প্রশাসন। অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) সুকান্ত সাহা সাফ জানিয়েছেন, এবার ফাঁকি বা দুর্নীতির কোনও জায়গা রাখা হচ্ছে না। ব্লক থেকে শুরু করে জেলা, রাজ্য এবং একেবারে দিল্লি পর্যন্ত বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'লাইভ মনিটরিং' বা সরাসরি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার ডিজিটাল জাল, যাতে কোথাও কোনও বেনিয়ম হলেই সঙ্গে সঙ্গে তা ধরা পড়ে। শুধু তা-ই নয়, কোনও অভিযোগ জমা পড়লে ঘড়ির কাঁটা ধরে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তার নিষ্পত্তি করার এক নজিরবিহীন ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যে এই কাজের তদারকি কীভাবে হবে, সেই বিষয়ে সর্বস্তরে প্রশিক্ষণ শিবিরও শেষ করে ফেলেছে প্রশাসন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় প্রায় ১৭ লক্ষ ৭৪ হাজার নথিভুক্ত শ্রমিক রয়েছেন এবং এই ১২৫ দিনের প্রকল্পের অধীনে জেলা জুড়ে প্রায় ৮৩২টি নতুন প্রকল্প ইতিমধ্যেই খাতায়-কলমে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই নতুন কর্মযজ্ঞের আবহে গত বৃহস্পতিবার শালবনির সাতপাটির পাথরি এলাকায় মাটি খুঁড়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখার এক নতুন প্রকল্পের সূচনা হয়ে গেল। অতিরিক্ত জেলাশাসকের পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের জেলা আধিকারিক অভিজিৎ পাণ্ডে এবং শালবনির বিডিও স্বর্ণাভ হালদার।

প্রায় ১৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ব্যয়ের এই জল-প্রকল্পে প্রায় সাত হাজার কর্মদিবস তৈরি হওয়ার কথা। জেলার ২১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সবকটিতেই ধাপে ধাপে এই কাজ শুরু করার প্রস্তুতি নিয়ে প্রশাসন এখন কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। এখন দেখার, এই কড়া নজরদারির দাওয়াইয়ে পুরনো দুর্নীতির রোগ কতটা সারে, নাকি নতুন নামের আড়ালে পুরনো অভ্যাসই আবার ডালপালা মেলে।

বিজেপি দলের শুদ্ধিকরণ চালু

সকালের শিরোনাম

অঞ্জু সরকার

দুর্গাপুর

রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পরেই বিজেপি দলের শুদ্ধিকরণ চালু হয়ে গেছে। দুর্নীতিমূলক কাজের অভিযোগে বিজেপির এক নম্বর মণ্ডলের পদাধিকারী ইস্পাত নগরীর আকবর রোডের বাসিন্দা পশুপাখি ব্যবসায়ী পবিত্র দত্তকে দল থেকে বহিষ্কার করল জেলা নেতৃত্ব। দুর্গাপুর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পবিত্র বেআইনি পথে রোজগার, ইস্পাত নগরীর রাস্তার পাশে জমি দখল করে দোকান, বেআইনি বাড়ি নির্মাণ করে দলের কু-নজরে পড়ে যায়। বনদপ্তরের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অবাধে সে জীবজন্তুর ব্যবসা চালাচ্ছিল। তার ছেলেও একই পথে বেআইনিভাবে রোজগার চালিয়েছে স্থানীয় এলাকায়। বিভিন্ন লোকের কাছে প্রলোভন দেখিয়ে মোটা টাকা হাতিয়েছে ছেলে। পবিত্রর দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ নিয়ে এক নম্বর মন্ডলের বিজেপি কর্মীদের প্রচুর অভিযোগ ছিল জেলা নেতৃত্বের কাছে। মূলত সংগঠনকে চাঙ্গা করতেই দলের মধ্যে এই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। দল থেকে আরও বেশ কিছু কর্মীর প্রতি নজর রাখা হয়েছে।

গত সপ্তাহে পূর্ব বর্ধমানের দুই বিজেপি নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স, সচেতনতার বার্তা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ঝাড়গ্রাম

মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা এবং যুব প্রজন্মকে নেশার অন্ধকার থেকে দূরে রাখার বার্তা নিয়ে শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হল বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস। জেলা প্রশাসন ও জেলার বিভিন্ন থানার উদ্যোগে দিনভর আয়োজিত হয় একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি। সাধারণ মানুষ থেকে ছাত্রছাত্রী; সকলের কাছেই পৌঁছে দেওয়া হয় মাদকের ভয়াবহ কুফল সম্পর্কে বার্তা। জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় পদযাত্রা, সচেতনতা সভা এবং প্রচার কর্মসূচির মাধ্যমে মাদকবিরোধী জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা চলে। নয়াগ্রাম থানার উদ্যোগে বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। একইসঙ্গে বেলিয়াবেড়া থানার পক্ষ থেকেও তোপসিয়া বাজার এলাকায় মাদকবিরোধী সচেতনতা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় যুবকদের সামনে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন পুলিশ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন বেলিয়াবেড়া থানার আইসি নিলু মণ্ডল এবং এসআই নান্টু দোলাই। শুধু বাজার এলাকা নয়, থানার মধ্যেও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। পড়ুয়াদের বোঝানো হয় কীভাবে মাদক একটি মানুষকে ধীরে ধীরে পরিবার, সমাজ এবং ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। পুলিশ আধিকারিকরা ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে জানান, জীবনের লক্ষ্য স্থির রেখে সুস্থ জীবনযাপনই মাদক থেকে দূরে থাকার সবচেয়ে বড় উপায়। এদিন বিভিন্ন কর্মসূচিতে 'মাদককে না বলুন, জীবনকে হ্যাঁ বলুন' বার্তাই উঠে আসে সবচেয়ে জোরালোভাবে। জেলা পুলিশ সূত্রে খবর,

শুধুমাত্র আইনি পদক্ষেপ নয়, সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমেই মাদকের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি লড়াই সম্ভব। সেই কারণেই আগামী দিনেও এই ধরনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে বলে জানানো হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে এদিনের কর্মসূচি থেকে একটাই বার্তা স্পষ্ট; মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

সাপের ছোবলে মৃত্যু

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শক্তিগড়

মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে মর্মান্তিক পরিণতি। সাপের ছোবলে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে বলাগড় থানার অন্তর্গত শক্তিপুর এলাকায়। মৃতার নাম দুর্গা সরকার(৬১)। তাঁর বাড়ি নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার গয়েশপুর হাটতলা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে তিনি মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। শুক্রবার সকালে বাড়ির বাথরুমে যাওয়ার সময় আচমকাই একটি সাপ তাঁকে ছোবল মারে। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে কালনা মহকুমা হাসপাতালে

নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। শুক্রবার কালনা মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাঠগড়ায় দলীয় শক্তি প্রমুখ

বিজেপির মহিলা নেত্রীকে হেনস্থার অভিযোগে তোলপাড় বীরভানপুর

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

বিজেপির এক মহিলা নেত্রীকে হেনস্থার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দুর্গাপুরের কোকওভেন থানার অন্তর্গত বীরভানপুর এলাকা। অভিযোগের তির বিজেপিরই শক্তি প্রমুখ নিমাই তন্তুবায়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে বচসার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তবে ভাইরাল ওই ভিডিওর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। অভিযোগকারী, বীরভানপুর এলাকার বিজেপির সক্রিয় নেত্রী মালতি বাউরির দাবি, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের ফর্ম ফিল-আপকে কেন্দ্র করেই এই বিতর্কের সূত্রপাত। তাঁর অভিযোগ, নিমাই তন্তুবায় সরকারি প্রকল্পের ফর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, যার ফলে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতেই তাঁকে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। মালতি বাউরির আরও অভিযোগ, দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি তেজনারায়ণ মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ নিয়ে নিমাই তন্তুবায় দীর্ঘদিন ধরে এলাকার প্রবীণ ও সক্রিয় বিজেপি কর্মীদের কোণঠাসা করে রাখছেন। ঘটনার প্রতিবাদে রাতেই কোকওভেন থানায় জড়ো হন একাধিক বিজেপি কর্মী। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি তেজনারায়ণ মণ্ডল। তাঁর দাবি, এটি বিজেপির কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়। বরং ক্ষমতার বাইরে থেকে তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে এমন পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে। তবে এই ধরনের কৌশলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না এবং তাতে তৃণমূল কোনও রাজনৈতিক সুবিধা পাবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তবে সেই ভিডিওর সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।)

মাদকের বিরুদ্ধে পথে পুলিশ-ছাত্ররা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
উখরা

আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে শুক্রবার সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করল অন্ডাল থানার উখরা আউটপোস্টের পুলিশ। এদিনের এই র‌্যালিটির সামনেই ছিলেন উখড়া আউটপোস্টের আইসি প্রীতম পাল ও ফাঁড়ির অন্যান্য অফিসাররাও। এদিন উখরার কুঞ্জ বিহারী ইনস্টিটিউশনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে উখরার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে ছিল মাদকবিরোধী বিভিন্ন বার্তাসংবলিত প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন। স্লোগানের মাধ্যমে তারা সমাজ থেকে মাদকের অভিশাপ দূর করার আহ্বান জানায় এবং মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের বার্তা তুলে ধরে। উখরা আউটপোস্টের পুলিশ আধিকারিকরা জানান, যুবসমাজকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। মাদক শুধু একজন ব্যক্তির জীবনই নয়, একটি পরিবার ও সমাজকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই সামাজিক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পুলিশ কর্মী এবং বহু ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। তাদের সম্মিলিত বার্তা ছিল একটাই ক্ষ্মামাদক নয়, সুস্থ জীবনই হোক আগামী দিনের অঙ্গীকার।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতি বিধায়কের দ্বারস্থ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সাঁইথিয়া

সাঁইথিয়া পৌরসভার ১৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুনীল যাদব প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুনীতি নিয়ে সাঁইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহার দ্বারস্থ হলো। সুনীল যাদব অভিযোগ করে বলে, '২০১৮-২০১৯ বর্ষে আমার নামে ঘর এসেছে অথচ আমি কিছুই জানি না। এখনো মাটির ঘরে বাস করি। ঘরের জন্য দরখাস্ত করতে গিয়ে জানতে পারি আমার নামে ঘর এসেছিল। পৌরসভায় গেলে বলে আমার ঘর হয়ে গিয়েছে চেঞ্জিং হয়ে গিয়েছে। চেঞ্জিং কি জানি না। তাই বিধায়ক সাহেবের কাছে এলাম'। বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা বলেন, 'গরিব মানুষ সুনীল যাদবের ২০১৮-২০১৯ বর্ষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ী অনুমোদন হয়েছিল কিন্তু বাড়ীও হয় নি টাকাও পাই নি। আগামীদিনে এই বিষয় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে'।

মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার বার্তা

সকালের শিরোনাম
পাপ্পু সাঁতরা
জাঙ্গিপাড়া

আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী দিবস উপলক্ষে মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে পথে নামল জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ। মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে জাঙ্গিপাড়া থানার উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এক বিশেষ সচেতনতা র‍্যালির। বুধবার জাঙ্গিপাড়া থানার মোড় থেকে এই সচেতনতা র‍্যালির সূচনা হয়। পরে র‍্যালিটি এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে বিডিও অফিস মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিতে অংশ নেওয়া পুলিশকর্মীদের হাতে ছিল মাদকবিরোধী বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড। মাদকের কুফল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা, অবৈধ মাদক পাচার বন্ধে সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান এবং বিশেষ করে যুব সমাজকে নেশার অন্ধকার থেকে দূরে রাখার বার্তা দেওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মাদক শুধু একজন ব্যক্তির জীবনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, এর প্রভাব পড়ে পরিবার ও সমাজের উপরও। তাই মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাঙ্গিপাড়া থানার আধিকারিকরা জানান, মাদক সংক্রান্ত যে কোনও অবৈধ কার্যকলাপ রুখতে পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আগামী দিনেও এ ধরনের প্রচারমূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়া হবে। মাদকবিরোধী এই সচেতনতা র‍্যালির মাধ্যমে জাঙ্গিপাড়া থানার পক্ষ থেকে সমাজের প্রতিটি স্তরে একটি স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়;সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য মাদককে না বলতে হবে এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে সকলকে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।

জঙ্গলমহলে 'ডাবল ইঞ্জিন'-এর স্বপ্ন

তৃণমূলকে বিঁধলেন ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

বিধানসভার অলিন্দে তখন বাজেটের ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনা চলছে। আর সেই মঞ্চকেই হাতিয়ার করে জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার ইতিহাস এবং আগামী দিনের উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরলেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ। তআমি জঙ্গলমহলের সেই কেন্দ্রের জনপ্রতিনিধি, যেখান থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঝালমুড়ির ব্র্যান্ডিং শুরু করেছিলেনদ; ঠিক এই ভাষাতেই নিজের এলাকার পরিচয় দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন তিনি। তবে তাঁর এদিনের বক্তৃতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি ছিল এক অদ্ভুত ভারসাম্য। একদিকে তিনি যেমন জঙ্গলমহলের জন্য রাজ্য বাজেটে ঘোষিত একগুচ্ছ প্রকল্পকে খোলা মনে স্বাগত জানিয়েছেন, তেমনই অন্যদিকে জমি দখল থেকে শুরু করে তোলাবাজির মতো একাধিক ইস্যুতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে তুলোধোনা করতেও ছাড়েননি। রাজনৈতিক মহলের মতে, লাল মাটির জেলার নাড়িনক্ষত্র তুলে ধরে বিধানসভায় কার্যত একাই ঝড় তুললেন এই বিজেপি বিধায়ক। নতুন সরকারের প্রথম বাজেটে ঝাড়গ্রাম জেলার জন্য যে সমস্ত ঘোষণা করা হয়েছে, তার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে কুণ্ঠাবোধ করেননি লক্ষ্মীকান্ত। জঙ্গলমহলের মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এই বাজেটে দেখা গিয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিশেষ করে আদিবাসী ও জনজাতি অধ্যুষিত এই জেলায় উচ্চশিক্ষার প্রসারে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয় বা ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি গঠনের সিদ্ধান্তকে তিনি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে আখ্যা দেন। ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম বা বিনপুরের মতো বিস্তীর্ণ এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে এটি যে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে, তা তাঁর কথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় প্রশাসনিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গোপীবল্লভপুর ও নয়াগ্রামকে নিয়ে নতুন মহকুমা গঠনের সরকারি সিদ্ধান্তকেও তিনি স্বাগত জানান। একইসঙ্গে জঙ্গলমহলের আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির শিকড়কে মজবুত করতে কুড়মালি ভাষা সংরক্ষণের জন্য কুর্মি অ্যাকাডেমিতে অর্থ বরাদ্দের পদক্ষেপটিও যে অত্যন্ত জরুরি ছিল, তা স্মরণ করিয়ে দেন বিধায়ক। ঝাড়গ্রামে নবোদয় ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগও শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করবে বলে তিনি মনে করেন। বাজেটে পর্যটন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের যে সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, তা নিয়েও আশাবাদী লক্ষ্মীকান্ত। ঝাড়গ্রাম জিয়োলজিক্যাল পার্ককে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত টাইগার সাফারি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা স্থানীয় ক্ষুদ্র-অর্থনীতিতে জোয়ার আনবে এবং এর ফলে প্রায় একশো কোটি টাকার সরকারি রাজস্ব তৈরি হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। পাশাপাশি, এলাকার কৃষিজীবী মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে ধর্মপুরে একটি সরকারি হিমঘর বা কোল্ড স্টোরেজ তৈরির জোরালো দাবি জানান তিনি, যাতে স্থানীয় আলু চাষিরা সরাসরি উপকৃত হন। যাতায়াত ব্যবস্থার বেহাল দশার কথা উল্লেখ করে পরিবহণমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিধায়ক জানান, মানিকপাড়া কলেজ থেকে সন্ধ্যার পর ঝাড়গ্রাম শহরে ফেরার কোনও বাস পরিষেবা না থাকায় প্রবল সমস্যার মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষ ও পড়ুয়াদের। উন্নয়নের এই ফিরিস্তির পরেই অবশ্য আক্রমণের সুর চড়ান বিজেপি বিধায়ক। গত পনেরো বছরে ঝাড়গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় তৃণমূল নেতারা কীভাবে সরকারি ও সাধারণ মানুষের জমি দখল করেছেন, সেই অভিযোগ তুলে তিনি অবিলম্বে তা দখলমুক্ত করার দাবি জানান। তীব্র কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, একসময় যাঁদের সাইকেল কেনার সামর্থ্য ছিল না, আজ তাঁদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি হয়েছে। কলকাতা থেকে বহু প্রবীণ মানুষ তাঁর কাছে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন, কারণ জঙ্গলমহলে তাঁদের বাড়ি তৃণমূল নেতারা জোর করে দখল করে রেখেছেন বলে অভিযোগ। এই বাড়িগুলি অবিলম্বে প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলেন তিনি। পাশাপাশি, লোধা ও শবরদের মতো প্রান্তিক আদিবাসী সমাজকে ভুল বুঝিয়ে তাদের কাছ থেকে তোলাবাজি করার অভিযোগে শাসকদলের নেতাদের গ্রেফতারের দাবিও জানান লক্ষ্মীকান্ত। বনমন্ত্রীর বাড়ির সামনে হাতি মৃত্যুর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বিগত দিনে জঙ্গলমহলে কোনও উন্নয়ন হয়নি, জঙ্গলমহল কোনও দিন হাসেনি। বক্তব্যের একেবারে শেষে জঙ্গলমহলের আদিবাসী সমাজের শিক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্যে 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার গঠনের মাধ্যমেই যে প্রকৃত বদল আসবে, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই বিজেপি বিধায়ক।

স্বপ্ন ছিল বিদেশে যাবে, তারাতলা সব শেষ করে দিলো

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাটোয়া

কত মানুষের কত স্বপ্ন নষ্ট করে দিয়েছে তারাতলা। তেমনই রোহিতের স্বপ্নও নষ্ট করেছে। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার গাজীপুর গ্রামের বাসিন্দা রোহিত চৌধুরী মাত্র ২০২৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছিলেন। এরপর আইটিআই-তে ফিটার ট্রেডে পড়াশোনা করে বিদেশে চাকরি করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্য প্রায় ছ'মাস আগে মামার সঙ্গে কলকাতার তারাতলায় কাজে যোগ দেন। আর সেই সিদ্ধান্তই তাঁর জীবনের শেষ সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়াল। মঙ্গলবার বিকেলেও ফোনে মাকে আশ্বস্ত করেছিলেন রোহিত। বলেছিলেন, 'মা, চিন্তা কোরো না, আমি ভালো আছি। ৫ জুলাই কাকার বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে বাড়ি ফিরব'। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি আর রাখা হল না। বুধবার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁর নিথর দেহ পৌঁছয় গাজীপুরের বাড়িতে। ছেলেকে শেষবার দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা নীলমদেবী ও বাবা বেনারসি চৌধুরী। গোটা গ্রাম শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। রোহিতের বাবা দীর্ঘদিন ধরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। ছোট ভাই রোহন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে চেয়েছিলেন রোহিত। তাঁর মাসতুতো দিদি নেহা চৌধুরী জানান, আর্থিক সঙ্কটের কারণে উচ্চমাধ্যমিকের পর পড়াশোনা বন্ধ করতে হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল, কিছুদিন কাজ করে টাকা জমিয়ে আবার আইটিআই-তে ভর্তি হবেন। তারপর বিদেশে গিয়ে মোটা বেতনের চাকরি করবেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর পূরণ হল না।রোহিতের মা নীলমদেবী চোখের জল সামলাতে না পেরে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'ছেলেটা আমাদের অভাবের সংসারে আলো জ্বালাতে চেয়েছিল। কে জানত এভাবেই চলে যাবে'!

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সূচনা, উপস্থিত বিধায়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়না

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প (১০০ দিনের কাজ)-এর আওতায় ২০২৬-২৭ আর্থিক বর্ষের একটি নতুন প্রকল্পের কাজের সূচনা হল পূর্ব বর্ধমানের রায়না-১ ব্লকের সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সেহারা গ্রামে। প্রকল্পের নাম 'ওলাইচণ্ডীতলা টিউবওয়েলের পাশে কমিউনিটি সোক পিট নির্মাণ'। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। জানা গিয়েছে, প্রকল্পে অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বাবদ ২,৭৮৮ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ২৫,১৮২ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র,রায়না-১ ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) শুভাশীষ রায় , সেহারা পুলিশ ফাঁড়ির আইসি নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল,সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক, বিশিষ্ট সমাজ কর্মী কাশিনাথ পাত্র এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং গ্রামীণ পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ছ'মাস নিখোঁজ, পুলিশের তৎপরতায়

মধ্যপ্রদেশে পরিবারের কাছে ফিরলেন যুবক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সাঁকরাইল

দীর্ঘ ছ'মাসের উৎকণ্ঠা, হাহাকার এবং অন্তহীন অপেক্ষার অবশেষে অবসান ঘটল। ভিন্ রাজ্যে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এক যুবককে উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দিয়ে মানবিকতার এক অনন্য নজির গড়ল সাঁকরাইল থানার পুলিশ।

দুই রাজ্যের পুলিশের যৌথ সমন্বয়ে এবং বাংলার পুলিশের তৎপরতায় মধ্যপ্রদেশের ওই যুবক শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন। উদ্ধার হওয়া ওই যুবকের নাম প্রকাশ ভালাভি, বয়স ছত্রিশ বছর। তিনি মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার আদেগাঁও থানার অন্তর্গত কারেলি পোস্ট অফিসের অধীন ধুণ্ডিটোলা বা কেকড়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম পরশরাম ভালাভি। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় ছ'মাস ধরে প্রকাশ নিজের বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। আচমকা তরতাজা ছেলে উধাও হয়ে যাওয়ায় চরম দুশ্চিন্তায় পড়েন পরিবারের সদস্যরা। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি থেকে শুরু করে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় হন্যে হয়ে খুঁজেও তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ছেলের ফিরে আসার আশা যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল পরিবার, ঠিক তখনই আশার আলো দেখায় সাঁকরাইল থানার পুলিশ। এলাকায় ওই যুবককে ভবঘুরে অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশের সন্দেহ হয়। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয় এবং অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর নাম ও ঠিকানার খোঁজ পাওয়া যায়।

যুবকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই সাঁকরাইল থানার পক্ষ থেকে আর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করা হয়নি। দ্রুত যোগাযোগ করা হয় মধ্যপ্রদেশের সিওনি জেলার সংশ্লিষ্ট আদেগাঁও থানার পুলিশের সঙ্গে। আদেগাঁও থানার মাধ্যমে খবর পাঠানো হয় নিখোঁজ যুবকের পরিবারকে। হারানো ছেলের খোঁজ মিলেছে, এই খবর পেয়ে কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজনেরা। এরপরই ভাইয়ের খোঁজে তড়িঘড়ি বাংলায় ছুটে আসেন প্রকাশের দাদা কিশোর ভালাভি। আদেগাঁও থানার পুলিশের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়া মেনে সাঁকরাইল থানার পুলিশ প্রকাশকে তাঁর দাদা কিশোরের হাতে তুলে দেয়। দীর্ঘ ছ'মাস পর হারিয়ে যাওয়া ভাইকে সুস্থ শরীরে ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন কিশোর। ভিন্ রাজ্যের পুলিশের এই চূড়ান্ত তৎপরতা এবং সহমর্মিতার জন্য সাঁকরাইল ও আদেগাঁও প্রশাসনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে ওই যুবকের পরিবার। গোটা ঘটনায় পুলিশের এই মানবিক মুখ সাধারণ মানুষের প্রশংসাও কুড়িয়েছে।

সিএমইআরআই-এর প্রযুক্তিতে বর্জ্য থেকে সম্পদ গড়ার পরিকল্পনা, বার্তা অগ্নিমিত্রার

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে দুর্গাপুরের সিএমইআরআই-এর (সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট) প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগের কথা জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শুক্রবার সিএমইআরআই পরিদর্শনে এসে তিনি জানান, প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে জ্বালানি, জৈব বর্জ্য থেকে জৈব সার, শুকনো পাতা থেকে বিকল্প জ্বালানি এবং নির্মাণ বর্জ্য থেকে কম খরচে ইট তৈরির মতো প্রযুক্তি রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভায় কার্যকর করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় জমি দেবে এবং সিএমইআরআই প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। এই যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বর্জ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের জন্য আধুনিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তাঁর দাবি, বর্জ্য আলাদা করে পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন পরিবেশ দূষণ কমবে, তেমনি পুরসভাগুলির রাজস্ব আয়ের নতুন সম্ভাবনাও তৈরি হবে। পরিদর্শনের সময় অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, অতীতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের গবেষণা ও প্রযুক্তিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। তাঁর অভিযোগ, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা তৈরি করা হয়েছিল যে কেন্দ্র বাংলা রাজ্যকে বঞ্চিত করছে। বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। তাঁর কথায়, 'এখন সবাই বুঝতে পারছেন কেন ডবল ইঞ্জিনের সরকার দরকার বলেছিলাম'। মন্ত্রী আরও জানান, নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সিএমইআরআই-কে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠানো হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বর্জ্য নিষ্পত্তির কাজে সিএমইআরআই-এর উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পরিকাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

দক্ষিণ মহকুমার সদর দপ্তর স্থানান্তরের প্রস্তাবে নড়েচড়ে বসল রাজ্য

উদ্যোগে বিধায়ক মানব গুহ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি বিধানসভার বাসিন্দাদের জন্য আসতে পারে এক বড় প্রশাসনিক সুখবর। বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমার সদর দপ্তর বর্ধমান শহর থেকে মেমারি পৌরসভা এলাকায় স্থানান্তরের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে উদ্যোগী হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে মেমারি শহরের প্রশাসনিক গুরুত্ব যেমন বাড়বে, তেমনি সাধারণ মানুষের সরকারি পরিষেবা পাওয়াও আরও সহজ ও দ্রুত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এই উদ্যোগের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন মেমারি বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক মানব গুহ। তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলেই বিষয়টি রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক স্তরে আলোচনায় এসেছে বলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দপ্তরের পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসকের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠিতে সদর দক্ষিণ মহকুমার সদর দপ্তর মেমারিতে স্থানান্তরের প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনকে যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে, সেখানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে; প্রস্তাবিত স্থানান্তরের এসডাব্লুওটি বিশ্লেষণ, সম্ভাব্য আর্থিক ব্যয়ের হিসাব, জেলা বিচারকের মতামত, প্রশাসনিক সীমানার মানচিত্র, সদর দপ্তরের জন্য প্রস্তাবিত জমির বিবরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক তথ্য। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি বর্তমানে সম্পূর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত সদর দপ্তর স্থানান্তরের বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। জেলা প্রশাসনের রিপোর্ট পাওয়ার পর তা খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে মেমারি, জামালপুর, রায়না-সহ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষকে ছোটখাটো প্রশাসনিক কাজের জন্য বারবার বর্ধমান শহরে যেতে হবে না। সরকারি পরিষেবা আরও সহজলভ্য হবে। পাশাপাশি নতুন প্রশাসনিক ভবন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকারি দপ্তর, কর্মসংস্থান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনাও তৈরি হতে পারে। ফলে মেমারির সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে প্রশাসনিক সূত্র স্পষ্ট করেছে, এটি এখনও শুধুমাত্র একটি প্রস্তাব। জেলা প্রশাসনের বিস্তারিত রিপোর্ট, বিভিন্ন দপ্তরের মতামত এবং রাজ্য সরকারের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের পরই সদর দক্ষিণ মহকুমার সদর দপ্তর স্থানান্তর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে। এখন স্বাভাবিকভাবেই মেমারিবাসীর নজর জেলা প্রশাসনের রিপোর্ট এবং রাজ্য সরকারের পরবর্তী সিদ্ধান্তের দিকে। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক মানচিত্রে মেমারি এক নতুন গুরুত্ব অর্জন করবে বলেই মনে করছে বিভিন্ন মহল।

মুড়িগঙ্গা সেতু নির্মাণে গতি, বাজেটে বরাদ্দ ১০০ কোটি

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
সাগর

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কপিল মুনির আশ্রম ও পুণ্যভূমি গঙ্গাসাগরকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর প্রস্তাবিত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেতু নির্মাণের কাজ এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। ২০২৬ সালের রাজ্য বাজেটে এই মেগা প্রকল্পের জন্য প্রাথমিকভাবে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের পেশ করা এই বাজেটে মূলত সেতুর অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি বা মেশিনারি সংগ্রহের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

সরকারের এই আর্থিক সদিচ্ছায় স্বভাবতই খুশি সুন্দরবন তথা সাগরদ্বীপের লাখ লাখ বাসিন্দা। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে কাকদ্বীপ পয়েন্টে সেতু নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও কাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। অন্যদিকে, গঙ্গাসাগরের কচুবেড়িয়া এলাকায় যেখানে সেতুর সংযোগকারী রাস্তা তৈরি হবে, সেখানে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও উন্নয়নের স্বার্থে প্রশাসনকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলেও এই মেগা প্রকল্প থমকে থাকেনি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে অত্যন্ত আশাপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, এই প্রকল্পকে কেবল সড়ক যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। মুড়িগঙ্গা সেতুর ওপর দিয়ে ভবিষ্যতে রেললাইন বসানোর সম্ভাবনা নিয়েও রাজ্য সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভাবনাচিন্তা করছে। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী আসেন। মুড়িগঙ্গা নদীতে তীব্র কুয়াশা বা ভাটার কারণে বর্তমানে ভেসেল পরিষেবা প্রায়শই ব্যাহত হয়, যা পুণ্যার্থীদের চরম ভোগান্তিতে ফেলে। এই সেতুটি সম্পূর্ণ নির্মিত হলে গঙ্গাসাগরের যাতায়াত ব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হবে। একই সাথে এলাকার পর্যটন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও আমূল বদল আসবে।

দুর্গাপুজো কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সোনামুখী

গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট মেটাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রামপুর আমরা সবাই দুর্গাপুজো কমিটি। এদিন রামপুর ধর্মরাজ তলায় এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে ৮০ জন সহৃদয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলাও রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে জেলায় কিছুটা হলেও কমবে রক্ত সংকট। উদ্যোক্তাদের তরফে রক্তদাতাদের পুষ্টিকর টিফিন এবং একটি করে গাছের চারা প্রদান করা হয়। এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সোনামুখীর বিডিও, সোনামুখী ট্রাফিক গার্ডের ওসি অজয় দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী শান্ত পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। রামপুর আমরা সবাই দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যরা সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। গ্রামের মানুষের বিপদে-আপদে পাশে থাকা, দুঃস্থ মানুষদের পাশে থাকা, বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষদের সব ধরনের সমস্যার সমাধান করার মতো সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকেন। আজকে তাদের এই রক্তদান শিবির কর্মসূচিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এলাকার সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারন মানুষ। রামপুর আমরা সবাই দুর্গাপুজো কমিটির সেক্রেটারি অজয় সিংহ বলেন, বিন্দু বিন্দু দিয়েই সিন্দু হয়। চারিদিকে সবাই যদি রক্তদানে এগিয়ে আসে তাহলে রক্ত সংকট কমানো সম্ভব হবে। আগামী দিনে সকলের কাছে অনুরোধ থাকবে প্রত্যেকে রক্তদান শিবিরের মত কর্মসূচির আয়োজন করুন।

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে পুলিশের সচেতনতা পদযাত্রা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে শুক্রবার বর্ধমান শহরে এক বর্ণাঢ্য সচেতনতামূলক পদযাত্রার আয়োজন করে বর্ধমান জেলা পুলিশ ও বর্ধমান থানার পুলিশ। শহরের কার্জন গেট থেকে বিরহাটা পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে এই পদযাত্রার মাধ্যমে মাদকের অপব্যবহার, অবৈধ পাচার এবং এর ভয়াবহ সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করার বার্তা দেওয়া হয়। পদযাত্রায় অংশ নেন পুলিশ সুপার পুষ্পা, জেলার একাধিক পুলিশ আধিকারিক, পুলিশকর্মী এবং বিপুল সংখ্যক পড়ুয়া। অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল '(থা ৠুদ্র ৠদ্র ঈন্দুস্থ' লেখা ব্যানার ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড। মাদক থেকে দূরে থাকার আহ্বানের পাশাপাশি সুস্থ জীবনযাপন, শিক্ষার প্রসার, খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং যুব সমাজকে ইতিবাচক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তাও তুলে ধরা হয়। এছাড়াও, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, কাউন্সেলিং ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনে বর্ধমান থানার সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই শুধুমাত্র আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব নয়; সমাজের প্রতিটি মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই লড়াই সফল হতে পারে না।

পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগেই মাদকবিরোধী সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব। পুলিশের মতে, বর্তমান সময়ে যুব সমাজের মধ্যে মাদকের বিস্তার একটি গুরুতর সামাজিক উদ্বেগের বিষয়। তাই শুধু আইনানুগ অভিযান নয়, ধারাবাহিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমেও মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ প্রজন্মকে মাদকের কুফল সম্পর্কে অবহিত করে তাদের সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও জেলার বিভিন্ন এলাকায় একই ধরনের সচেতনতামূলক পদযাত্রা,

প্রচার অভিযান ও সামাজিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে, যাতে মাদকবিরোধী আন্দোলন আরও জনমুখী হয়ে ওঠে এবং সমাজ থেকে মাদকের অভিশাপ দূর করা সম্ভব হয়।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 27-06-2026 01:07 Page 10

মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে গড়বেতার বিধায়ক

আলুনি দশায় চাষিরা ! সরকারি টপ-আপ সত্ত্বেও ক্ষোভের আগুন হিমঘরে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গড়বেতা

রাজ্য বাজেটে আলু চাষিদের জন্য বাড়তি ২০০ টাকার 'টপ-আপ' কিংবা কৃষি বিদ্যুতে ইউনিট পিছু দু'টাকা ভর্তুকির মতো একগুচ্ছ চটকদার ঘোষণা খোদ সরকারের তরফে করা হয়েছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় চাষিদের অতিরিক্ত বিমা প্রিমিয়ামের অর্ধেক সরকার বহন করবে বলেও জানানো হয়েছে। কিন্তু এত সব মলম দেওয়ার পরেও যে ক্ষোভের আসল আগুনটা নেভেনি, তা এবার স্পষ্ট হয়ে গেল খোদ বিধানসভার অন্দরেই। আলু চাষিদের এমন 'আলুনি' দশা এবং হিমঘর শিল্পের তীব্র সংকট নিয়ে এবার সরাসরি সরব হলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার বিজেপি বিধায়ক প্রদীপ লোধা। নিজে হিমঘর সংগঠনের জেলা চেয়ারম্যান এবং আলু কারবারের সঙ্গে দীর্ঘ দিন যুক্ত থাকার সুবাদে তিনি ভালোই বোঝেন যে কাগজের বাজেট আর মাঠের বাস্তবের মধ্যে ফারাকটা ঠিক কতটা। আর সেই অভিজ্ঞতার জোরেই রাজ্য বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি সাফ জানালেন, রাজ্যের ৭৮টি বিধানসভা এলাকার আলু চাষিরা এখন চরম বিপদে পড়েছেন। শুধু চাষি নয়, আলুর বাজারের মন্দা ভাবের জেরে ব্যবসায়ী, পরিবহণ মালিক থেকে শুরু করে গোটা হিমঘর শিল্পই এখন কার্যত দেউলিয়া হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে। এই সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে বিধানসভার হাউসে দাঁড়িয়ে বিধায়ক সওয়াল করেন যে, ভিন্ন রাজ্যে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত আলু পরিবহণের ক্ষেত্রে সরকারকে কুইন্টাল প্রতি ৫০ টাকা করে ভর্তুকি দিতে হবে। একই সঙ্গে সরকারি নির্ধারিত আলু ভাড়ার ক্ষেত্রেও কুইন্টালে অন্তত ৫-১০ টাকা ছাড় দেওয়ার দাবি তুলেছেন তিনি। তবে কেবল বিধানসভার ভেতরেই নয়, আলুর বাজারের এই জট কাটাতে সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও চার দফা প্রস্তাব সম্বলিত একটি চিঠি পাঠিয়েছেন এই বিধায়ক। তাঁর পাঠানো সেই চিঠির মূল দাবিগুলি হলো; রাজ্যের বাড়তি আলু অন্য রাজ্য ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠানোর দ্রুত ব্যবস্থা করা, অন্য রাজ্যে আলু পরিবহণে কুইন্টাল পিছু ৫০ টাকা ভর্তুকি দেওয়া, আলু ভাড়ায় কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ১০-২০ টাকা ভর্তুকি প্রদান করা এবং সংশ্লিষ্ট দফতর বা হোলসেলারদের মাধ্যমে হিমঘরে সংরক্ষিত বাড়তি আলু অন্যত্র সরবরাহের একটা পাকা বন্দোবস্ত করা। ইতিমধ্যেই এই জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিবের সঙ্গেও তাঁর একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রদীপবাবু। এখন দেখার, বিধায়কের এই চার দফা দাওয়াইয়ের পর টনক নড়ে কি না নবান্নের, নাকি মরসুমের শেষে হিমঘরের আলুর মতোই কোল্ড স্টোরেজে চলে যায় চাষিদের এই সমস্ত দাবিদাওয়া।

টন প্রতি ১৫০ টাকা তোলাবাজির অভিযোগ

জামুড়িয়ায় কি ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে কয়লার ডিও সিন্ডিকেট?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুড়িয়া

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর অবৈধ কারবার ও সিন্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি করা হলেও, এবার পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া থেকে ফের কথিত কয়লার ডিও সিন্ডিকেট সক্রিয় হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, ইসিএলের একাধিক কোলিয়ারি থেকে কয়লা উত্তোলনের সময় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতি টন কয়লায় ১৫০ টাকা করে অবৈধ তোলাবাজি করা হচ্ছে। রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর প্রশাসন কয়লা ও বালির সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালায়। কয়েক মাস আগে কথিত কয়লার ডিও সিন্ডিকেট ও তোলাবাজির অভিযোগে বিজয় সিং-সহ ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এরপর অনেকেই মনে করেছিলেন, এই সিন্ডিকেট চক্র পুরোপুরি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এবার জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত জে কে নগর সাইডিং, কুনুস্তোরিয়া কোলিয়ারি, বেলবাদ সাইডিং এবং নর্থ সিয়ারসোল-সহ ইসিএলের একাধিক প্রকল্পকে ঘিরে নতুন করে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, এই এলাকাগুলিতে কথিতভাবে ডিও সিন্ডিকেট ফের সক্রিয় হয়েছে এবং কয়লা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতি টন কয়লায় ১৫০ টাকা করে অবৈধ টাকা আদায় করা হচ্ছে। স্থানীয় কয়লা ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, কোলিয়ারি থেকে কয়লা তোলার সময় জোর করে টাকা দাবি করা হয়। প্রতিবাদ করলে হুমকি, মারধর এবং চালান কেড়ে নেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ। তবে এই অভিযোগগুলির স্বাধীনভাবে কোনও নিশ্চিত প্রমাণ এখনও মেলেনি। এ প্রসঙ্গে জামুড়িয়া বিধানসভার বিজেপি সমন্বয়কারী ব্রিজমোহন পাসওয়ান বলেন, ক্ষমতার পরিবর্তনের পর রাজ্যে অধিকাংশ অবৈধ কারবার বন্ধ হলেও, কিছু এলাকায় এখনও কথিত কয়লা ডিও সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, কিছু ব্যক্তি ফের অবৈধ তোলাবাজির চক্র গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, 'দলের স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও অবস্থাতেই অবৈধ কয়লা ডিও সিন্ডিকেট চলতে দেওয়া হবে না। যারা এই ধরনের বেআইনি কাজে যুক্ত থাকবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হবে। আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়'। তবে এই অভিযোগের সত্যতা এখনও প্রশাসনের তরফে নিশ্চিত করা হয়নি। ফলে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ইসিএলের কোলিয়ারিগুলিতে কি সত্যিই ফের কথিত ডিও সিন্ডিকেট সক্রিয় হয়েছে, নাকি এটি রাজনৈতিক অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের অংশ? গোটা বিষয়টির উত্তর মিলবে প্রশাসনের তদন্ত ও পরবর্তী পদক্ষেপের ওপরই।

লাক্সারি গাড়িতে গাঁজা পাচার, ১০ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার এক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

লাক্সারি চারচাকা গাড়ির মাধ্যমে গাঁজা পাচারের চক্রান্ত বানচাল করল মানিকপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়গ্রামের বেলতলা এলাকায় ছয় নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়ির চালক তথা বাঁকুড়ার বাসিন্দা সুরোজ দাসকে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ব্যবহৃত চারচাকা গাড়িটিও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়গ্রাম জেলার মানিকপাড়া ফাঁড়ির বড়বাবু সৈকত সেনাপতির কাছে খবর আসে যে লোধাশুলি দিক থেকে একটি গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার করা হচ্ছে। খবর পেয়ে ঝাড়গ্রাম থানার আইসি কৌশিক সাউয়ের নির্দেশে মানিকপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি ও তল্লাশি অভিযান শুরু করে। অভিযান চলাকালীন একটি সন্দেহজনক চারচাকা গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। গাড়ির ভিতরে থাকা একটি বস্তা থেকে গাঁজার গন্ধ পেয়ে পুলিশ আরও তল্লাশি চালায়। পরে ওই বস্তা থেকে প্রায় ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ঝাড়গ্রাম থানার আইসি কৌশিক সাউ এবং এডিপিও শামীম বিশ্বাস। তাদের উপস্থিতিতে গাড়ি ও উদ্ধার হওয়া সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হবে। এই পাচারচক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুকুর থেকে ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

হৃদয়পুর বেঙ্গল কেমিক্যালের পুকুর থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরে মৃতদের ভাসতে দেখে খবর দেয় কর্তৃপক্ষকে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে বারাসাত থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি। বয়স আনুমানিক ৬০, কিভাবে এই পুকুরে সে এলো, কেউ খুন করে ফেলে গেলো কি না ? তা এখুনি বলা সম্ভব নয় বলে জানায় পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহ চিহ্নিতকরনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, বেঙ্গল কেমিক্যালের পুকুরে বিগত দিনে টুকরো টুকরো করা মৃতদেহ বস্তা বন্দি অবস্থায় উদ্ধার হয়। সেই ঘটনার পর আবারও মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এই এলাকায় সিসিটিভি লাগানোর কথা বলা হলেও একটি ক্যামেরা ছাড়া আর কোন ক্যামেরা লাগানো হয়নি।

তৃণমূল নেতার কার্যালয়ে বুলডোজার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানীগঞ্জ

ইসিএলের জমিতে গড়ে ওঠা কথিত অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বিনোদ নোনিয়া-র সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা একটি কার্যালয় বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)। জানা গিয়েছে, ইসিএলের জমিতে অবৈধভাবে নির্মিত ওই স্থাপনা উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে প্রশাসন ও ইসিএলের আধিকারিকরা বিপুল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে জেসিবি মেশিনের সাহায্যে পুরো কাঠামোটি ভেঙে ফেলা হয়। অভিযান চলাকালীন চাপুই কোলিয়ারির এইচআর সোমু তিওয়ারি এবং রানীগঞ্জ থানার নিমচা ফাঁড়ির পুলিশ-এর উপস্থিতিতে ওই কার্যালয়ের ভিতরে থাকা সোফা, টেবিল, চেয়ার-সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর বুলডোজার দিয়ে ভবনটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হয়। ঘটনাস্থলে এই অভিযান দেখতে বহু স্থানীয় বাসিন্দা ভিড় জমান। স্থানীয় বিজেপি নেতা সঞ্জয় রুইদাস দাবি করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই কার্যালয়টি তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বিনোদ নোনিয়া-র সঙ্গে যুক্ত ছিল। তবে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ইসিএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সংস্থার জমিতে কোনও ধরনের অবৈধ দখল বা নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। এই অভিযানের পর গোটা এলাকায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে এই ঘটনায় নতুন কোনও মোড় আসে কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

হায়দরাবাদ থেকে ফিরেই বাড়িতে চুরির হদিস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানিগঞ্জ

পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের সাহেবগঞ্জের খ্রিস্টানপাড়ায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাড়ির মালিক চিকিৎসার জন্য পরিবারের সঙ্গে বাইরে থাকায় সেই সুযোগেই দুষ্কৃতীরা বাড়িতে চুরি চালিয়েছে বলে অভিযোগ। বাড়ির মালিক প্রশান্ত ঘোষ জানান, গত ২০ তারিখে তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে চিকিৎসার জন্য হায়দরাবাদে গিয়েছিলেন। তাঁদের ২৯ তারিখে ফেরার কথা থাকলেও চিকিৎসার কাজ আগেই শেষ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ের আগেই তাঁরা রানিগঞ্জের বাড়িতে ফিরে আসেন।

বাড়িতে ঢুকেই দেখতে পান, চুরি হয়ে গেছে। প্রশান্ত ঘোষের অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা বাড়ি থেকে সোনার গয়না, নগদ টাকা এবং জমির গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নিয়ে পালিয়েছে।

গ্রেফতার বারাবনির তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সহ তিন, বাজি ফাটিয়ে উল্লাস বিজেপির

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় বড়সড় পদক্ষেপ নিলো আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বারাবনি থানার পুলিশ। এই মামলায় বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অসিত সিং, তার ভাই পানুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান বিশ্বজিৎ সিং এবং প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা আকবর আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কুলটি থানার ডুবুরডিহি চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকা থেকে অসিত সিং ও বিশ্বজিৎ সিংকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে, আকবর আলমকে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে আটক করে, পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছিল। পুলিশ সূত্রে দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় নাম জড়িয়ে যাওয়ার পর থেকেই অভিযুক্তরা আত্মগোপনে চলে যান। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের গ্রেফতারের দাবিতে বিভিন্ন মহল থেকে চাপ বাড়ছিল। শেষ পর্যন্ত তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হওয়ায় তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তারা বলেন, ভোট-পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত মামলাতেই এই গ্রেফতারি হয়েছে। তবে অসিত সিংদের বারাবনি থানায় রাখা হয়নি। অশান্তি এড়াতে তাদেরকে হিরাপুর থানায় রাখা হয়। শুক্রবার সকালে ধৃতদের আসানসোল আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের গাড়িতে উঠার সময় অসিত সিং সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তেমন কিছু বলেন নি। হাসিমুখে বলেন, কি আর বলবো। সবাই সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার জন্য পুলিশের তরফে আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এদিকে, একই মামলার আরও কয়েকজন অভিযুক্ত এখনও পলাতক। তাঁদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। অন্যদিকে, অসিত সিংদের গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বারাবনি ও সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। বিভিন্ন এলাকায় তাদেরকে বাজি ফাটিয়ে আনন্দ করতে দেখা যায়। ছিলেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়। তিনি বলেন, ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। পুলিশের এই পদক্ষেপকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, এই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা গত ৫ বছরে এলাকায় কি করেছেন, তা সবাই জানেন। তবে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়ে তাঁদের বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারাবনি তথা আসানসোলের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। আগামী দিনে তদন্ত কোন দিকে এগোয় এবং পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা যায় কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।

কারখানায় বিস্ফোরণ, আহত দুই শ্রমিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

শুক্রবার মেদিনীপুরের রাঙামাটি এলাকায় থাকা একটি লুব্রিকেন্ট কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে, তাতে দুই শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের নাম বরুণ মন্ডল ও দীনেশ সিং। দিনেশের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ জানায়, একটি লুব্রিকেন্ট রাখার একটি ট্যাঙ্কারের পাইপ ফেটে যায়। একটি ঝালাই-এর কাজ চলছিল। ৪/৫ জন শ্রমিক সেখানে তখন ছিলেন। এসময় বিকট শব্দে গ্যাস ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণ ঘটে এবং এতে সামনে থাকা ওই দুই শ্রমিক ঝলসে যান। খবর পেয়ে পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তারা আহত দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

আইনজীবীর উপর প্রাণঘাতী হামলা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানিগঞ্জ

পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল জেলা আদালতের প্রবীণ আইনজীবী রামচরিত মাহাতো-র উপর প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রানিগঞ্জ থানার অন্তর্গত চাপুই কোলিয়ারি এলাকায় তাঁর চেম্বারের বাইরে এক দুষ্কৃতী আচমকাই তাঁর উপর হামলা চালায়। জানা গিয়েছে, ওই সময় রামচরিত মাহাতো তাঁর চেম্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি হঠাৎ তাঁর উপর হামলা চালায়। ঘটনায় আইনজীবী মহল ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনার পর আইনজীবীরা প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, রানিগঞ্জ থানার আইসিকে কোনও রাজনৈতিক প্রভাব বা পক্ষপাত ছাড়াই নিরপেক্ষ ও কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আইনজীবীদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন। অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

সাহিত্য সম্রাটের জন্মতিথিতে

মেদিনীপুরে আত্মপ্রকাশ নতুন পরিষদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কলম একসময় পরাধীন দেশকে জুগিয়েছিল জাতীয়তাবাদের মন্ত্র। আর তাঁর সেই ১৮৯তম জন্মতিথির পুণ্য লগ্নেই মেদিনীপুরের মাটিতে জন্ম নিল এক নতুন সাংস্কৃতিক মঞ্চ। সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি ওই দিনটিতেই আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করল 'মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরিষদ' নামের একটি নতুন সংস্থা। এ যেন এক জোড়া উদ্যাপন! একদিকে যেমন পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্যে দিয়ে পালিত হলো ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন, তেমনই অন্যদিকে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে সাক্ষী রেখেই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হলো নতুন এই ইতিহাস ও সংস্কৃতি পরিষদের আনুষ্ঠানিক প্রতীকচিহ্ন। বঙ্কিম-স্মরণের এই বিশেষ দিনটিতে এক ছাদের তলায় জড়ো হয়েছিলেন মেদিনীপুরের সংস্কৃতিমনস্ক বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নতুন এই উদ্যোগের সাক্ষী ছিলেন নরসিংহ দাস, মনিকাঞ্চন রায়, সন্তু জানা, সুশান্ত দে, অতনু মিত্র, সুদীপ খাঁড়া এবং সুব্রত মহাপাত্রের মতো ব্যক্তিত্বরা। উদ্যোক্তাদের আশা, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শকে পাথেয় করে আগামী দিনে মেদিনীপুরের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও প্রাচীন সংস্কৃতিকে রক্ষা এবং প্রসারের কাজে এই নতুন পরিষদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

হাসপাতালে শিশুদের সঙ্গে জন্মদিন পালন করলেন ডাঃ অভিজিৎ সাহা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

'কর্মই ধর্ম' এই মহতী শব্দটি শুধু যে একটি কথা নয়, মানুষের আদর্শ। তা পরিলক্ষিত হল বারাসাত গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ অভিজিৎ সাহার কর্মকাণ্ডে।

জন্মদিন মানেই সাধারণত অফিস বা কারীর জায়গায় ছুটি করে পরিবার-পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে সময় কাটানো এবং আনন্দ উদযাপন করা। তবে ডাঃ অভিজিৎ সাহার কাছে জন্মদিনের সংজ্ঞা যেন কিছুটা আলাদা। রোগীদের সেবাকেই জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা চিকিৎসক এবছরও নিজের জন্মদিন কাটালেন হাসপাতালের রোগী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে। বৃহস্পতিবার ছিল ডাঃ অভিজিৎ সাহার জন্মদিন। কিন্তু ব্যক্তিগত উদযাপনের পরিবর্তে প্রতিদিনের মতো এদিনও তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন এবং রোগীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। ওয়ার্ড পরিদর্শনের এক পর্যায়ে শিশু বিভাগে গিয়ে তিনি ছোট্ট রোগীদের হাতে টেডি বিয়ার, চকলেট ও বিভিন্ন উপহার তুলে দেন। পাশাপাশি শিশুদের পরিবারের সদস্যদের হাতে একটি করে গাছের চারা তুলে দেন। হাসপাতালের পরিবেশ একটু ভিন্ন আবহের সৃষ্টি হওয়ায় উপহার পেয়ে শিশুদের মুখে হাসি ফোটে, আর তাঁদের অভিভাবকদের চোখেমুখে ধরা পড়ে কৃতজ্ঞতার ছাপ। রোগী পরিবারের সদস্যদের অনেকেরই বলেই ফেলেন, এই ধরনের অভিজ্ঞতার প্রথম সাক্ষী হলাম। ভালো লাগছে। হাসপাতালের প্রশাসনিক প্রধান হওয়া সত্ত্বেও ডাঃ সাহা সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান। অনেকের কাছেই তিনি শুধু একজন চিকিৎসক নন, বরং আস্থার প্রতীক। প্রত্যেককেই ডাক্তার বাবুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও জানান। এবিষয়ে ডাঃ অভিজিৎ সাহা বলেন, 'সারাবছর চব্বিশ ঘণ্টা হাসপাতাল চত্বরে থেকে রোগীদের সেবা দেওয়ার চেষ্টা করি। জন্মদিন হলেও আমার কাছে রোগীর সেবার দায়িত্বই সবচেয়ে বড়। আজ দুই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুর রক্তের প্রয়োজন ছিল, তাই দ্রুত ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও তাদের বা অন্য কোনো রোগীর সহযোগিতার প্রয়োজন হলে সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে'।

রেশন ডিলারদের জেলা সম্মেলন, কমিশন বৃদ্ধির দাবি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

রেশন ডিলারদের তীব্র আর্থিক দুরবস্থা দূরীকরণ এবং বকেয়া অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে শুক্রবার ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার ফেডারেশনের জেলা সম্মেলন। ঝাড়গ্রাম জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু সহ সংগঠনের সম্পাদক দেবাঞ্জন পান্ডা, ঝাড়গ্রাম জেলা নেতৃত্ব চন্দন মাহাতো, প্রকাশ দাস, অনিল প্রতিহার, তুহিন, প্রদীপ মাহাতো, আবু বক্কার খান, অমিও পতিহার, দীপক বেরা ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব। এছাড়াও জেলার প্রায় শতাধিক রেশন ডিলার এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়ে তাঁদের দীর্ঘদিনের নানা সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। এদিনের সম্মেলন থেকে রেশন ব্যবস্থার বর্তমান সংকট এবং ডিলারদের জীবিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু বলেন, 'বর্তমানে রেশন দোকানদাররা তীব্র অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্য দিয়ে চলছেন। কীভাবে এই আর্থিক সংকট থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি, মূলত তা নিয়েই আজকের সম্মেলনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত সরকার বাংলার সমস্ত মানুষের কথা এই বাজেটে ভেবেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, যারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মানুষের ঘরে ঘরে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেন, সেই রেশন ডিলারদের জন্য এই বাজেটে কিছুই ভাবা হয়নি। তবে বাজেট চূড়ান্তভাবে পাস হওয়ার আগে সরকার এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। এদিন পূর্বতন তৃণমূল সরকারের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে ডিলারদের আইনি অধিকারের কথা মনে করিয়ে দেন বিশ্বম্ভর বাবু। তিনি বলেন, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতি তিন বছর অন্তর রাজ্য সরকারের কমিশন বৃদ্ধি করার কথা। কিন্তু বিগত তৃণমূল সরকার কোনো আইন মানেনি। আমরা আশা রাখি বর্তমান এই ডবল ইঞ্জিন সরকার নিশ্চয়ই আইন মেনে চলবেন এবং বাজেট প্রস্তাব পাস হওয়ার আগে রেশন ডিলারদের জীবিকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।

ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে রেশন ডিলারদের এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে জেলার উপভোক্তা ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। ডিলারদের দাবি, সরকার যদি অবিলম্বে তাঁদের কমিশন বৃদ্ধি এবং আর্থিক সুরক্ষার বিষয়ে সদর্থক পদক্ষেপ না নেয়, তবে আগামী দিনে রেশন বণ্টন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।

পঞ্চায়েত কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ড

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
নানুর

বীরভূমের চণ্ডীদাস-নানুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে শুক্রবার দুপুরে আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। দুপুর নাগাদ স্থানীয়রা পঞ্চায়েত ভবনের ভেতর থেকে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা বের হতে দেখে দ্রুত প্রশাসনকে খবর দেন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছান নানুর ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মীরা। পাশাপাশি নানুর থানার পুলিশ এবং দমকল বাহিনীও ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দমকলের প্রচেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত কার্যালয়ের নিচতলার একটি কক্ষ থেকে প্রথম আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রাথমিক অনুমান, বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। যদিও প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। আগুনে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও, সময়মতো আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসায় বড়সড় দুর্ঘটনা ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। খবর পেয়ে চণ্ডীদাস নানুর গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করেন ২০২৬ এর বিজেপির প্রার্থী খোকন দাস। গ্রাম পঞ্চায়েতে আচমকাই আগুন ধরে যাওয়া নিয়ে চক্রান্তের অভিযোগে সরব হন তিনি। বিজেপি নেতা খোকন দাস বলেন, বেশ কিছুদিন ধরেই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সিসিটিভি খারাপ হয়ে পড়ে আছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্নীতি হয়েছে। একই পরিবার সরকারি প্রকল্পের কাজ পেয়েছে। চাচা ভাতিজা লুটপাট চালিয়েছে, কাজল প্রসঙ্গে বলেন তিনি।

কড়া নজরদারিতে শান্তিতে পালিত মহরম

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
ইলামবাজার

রাজ্য জুড়ে শুক্রবার পালিত হল মহরম উৎসব। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের পাশাপাশি বীরভূমের ইলামবাজার ব্লকের জয়দেব কেন্দুলিতেও এদিন অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহরম উৎসব উদযাপিত হয়। এই উৎসবের দিন বিভিন্ন খেলা ও কলাকৌশলী দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়।

একদিকে অংশগ্রহণ করে জয়দেব কেন্দুলী অঞ্চলের বরচাতুরি গ্রামের সাধারণ মানুষ ও শীর্ষ অঞ্চলের পরাণচক গ্রামের সাধারণ মানুষ। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা বা বিশৃঙ্খলা এড়াতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইলামবাজার থানা এবং জয়দেব কেন্দুলি পুলিশ ফাঁড়ির পক্ষ থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি নিরাপত্তার খাতিরে মোতায়েন রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। উৎসবের দিনগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ড্রোন ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা এবং সিসিটিভি ক্যামেরার সাহায্যে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। এক কথায়, প্রশাসনের তৎপরতায় জয়দেব কেন্দুলি এলাকা এখন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার চাদরে মোড়া। এদিন ঐতিহ্যবাহী এই মহরম উৎসব প্রত্যক্ষ করতে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কড়া নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়েই উদযাপিত হলো এবারের মহরম।

পুকুরে ডুবে মৃত্যু এক কিশোরের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুর্শিদাবাদ

শুক্রবার দুপুরে নবগ্রাম থানার আমোদপুর গ্রামে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হল এক কিশোরের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম অভিজিৎ ঘোষ(১৪)। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে ন্র জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নবগ্রাম থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ছেলেটি সাঁতার জানত না। স্নাব করার সময় কোনোভাবে গভীর জলে চলে যাওয়ায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে গ্রামের একটি পুকুরে স্নান করতে যায় ওই কিশোর। এক ঘন্টা পরেও ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন পুকুরে খুঁজতে যায়। পুকুর পাড়ে গামছা ও জুতো পড়ে থাকতে দেখে তাদের সন্দেহ হয়। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা পুকুরে নেমে কিছুক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে কিশোরকে উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি পলশন্ডা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত কিশোরের বাবা হীরেন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, আমি এবং আমার স্ত্রী পুকুরে যেতে বারণ করেছিলাম। আমাদের কথা শুনল না। কথা শুনলে এই দিনটা দেখতে হত না।

খাকি উর্দি, কাঁথির সমুদ্র আর এক কাপালিক

মেদিনীপুর না থাকলে বঙ্কিম কি আদৌ 'বঙ্কিম' হতেন?

সকালের শিরোনাম
সুনীপম মহাকুল

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন মেদিনীপুরের কাঁথিতে। সময়টা ১৮৬০ সাল। সারা দিন ব্রিটিশ সরকারের ফাইফরমাস খাটা, চুরি-ডাকাতির মামলা সামলানো আর খাজনা আদায়ের একঘেয়ে রুটিন। কে বলবে, এই আপাত-কঠোর, রাশভারী সরকারি আমলার কলমেই তখন গর্জে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্স! মেদিনীপুরের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্ক নিছক এক সরকারি বদলির অর্ডার ছিল না, বরং তা ছিল বাংলা সাহিত্যের এক যুগান্তকারী 'এক্সকারশন'। রসিকজন বলতেই পারেন, মেদিনীপুর না থাকলে বাংলা সাহিত্য হয়তো 'কপালকুণ্ডলা' পেত না, আর বাঙালি পাঠকও জীবনে কখনও শুনতে পেত না সেই অমোঘ প্রশ্ন; 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

দারিয়াপুরের জঙ্গল এবং সাহিত্যের 'লোকেশন হান্টিং'

ঘটনা হল, বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁথি-বাস খুব দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। কিন্তু কাঁথির রুক্ষ অথচ বন্য সৌন্দর্য তাঁর রোমান্টিক মনকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, তার আবেশ থেকে তিনি আর বেরোতে পারেননি। কাঁথি মহকুমার দারিয়াপুর, রসুলপুর নদীর মোহনা এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ; এই ত্র্যহস্পর্শেই জন্ম নিয়েছিল 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। মেদিনীপুরের মশা এবং ম্যালেরিয়া সে যুগে প্রবাদপ্রতিম হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রকে সেখানে কামড়েছিল সাহিত্যের পোকা। দারিয়াপুরের বাতিঘর (যা আজ অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র) এবং তার আশেপাশের গহীন জঙ্গল, নির্জন বালিয়াড়ি বঙ্কিমের মনে এক অদ্ভুত রহস্যময়তার জন্ম দিয়েছিল। উপন্যাসের শুরুতে নবকুমারের সঙ্গীরা তাকে ফেলে চলে যাওয়ার পর, সেই যে বিশাল সমুদ্রসৈকতে সে একা দাঁড়িয়ে প্রকৃতির রুদ্র রূপ দেখেছিল; তা আসলে বঙ্কিমের নিজেরই মেদিনীপুর-দর্শনের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা।

এক নজরে মেদিনীপুর-বঙ্কিম সমীকরণ

পোস্টিং : ১৮৬০ সালের অগস্ট মাসে মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে যোগদান। ভৌগোলিক প্রেরণা রসুলপুর নদীর মোহনা, দারিয়াপুরের জঙ্গল ও বঙ্গোপসাগরের উত্তাল রূপ। সৃষ্টির ফসল এই অভিজ্ঞতার নির্যাসেই ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় 'কপালকুণ্ডলা'। কিংবদন্তি শোনা যায়, কাঁথিতেই এক কাপালিকের সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন, যা পরে তাঁর উপন্যাসের অন্যতম ভীতিপ্রদ চরিত্র হিসেবে অমরত্ব লাভ করে।

খাকি উর্দির আড়ালে এক রোমান্টিক

বঙ্কিমের মেদিনীপুর-অধ্যায় শুধু সাহিত্যরসে জারিত ছিল না, তাতে বেশ কিছুটা 'অ্যাকশন'-ও ছিল। কড়া প্রশাসক হিসেবে তাঁর সুনাম (বা দুর্নাম) ছিল বিলক্ষণ। একদিকে দিনে কাঁথির স্থানীয় সমস্যা, জমিদারের লাঠিয়াল ও ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে আইনি লড়াই, আর রাতে প্রদীপের আলোয় বসে সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতে খাগের কলমে শব্দ বোনা। বঙ্কিমের চরিত্র নবকুমার যেন সেই তৎকালীন শহুরে বাবুদেরই প্রতিচ্ছবি, যাঁরা মেদিনীপুরের বন্য ও রহস্যময় প্রকৃতির সামনে এসে খেই হারিয়ে ফেলতেন। কাঁথির সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের বিশালতা দেখে বঙ্কিম নিজেই কি নবকুমারের মতো পথ হারাননি? হয়তো হারিয়েছিলেন সাহিত্যের গোলকধাঁধায়, আর সেই পথ হারানোর সুবাদেই বাঙালি পেয়েছিল এক কালজয়ী সৃষ্টি।

বিদ্রোহের বীজ ও উপসংহার

যদিও মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সরাসরি প্রবাস-জীবন কাঁথি ঘিরেই আবর্তিত ছিল, তবু মেদিনীপুর জেলার সামগ্রিক স্বাধীনচেতা ও বিদ্রোহী আবহের (যেমন চুয়াড় বিদ্রোহের ইতিহাস) সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীকালে 'আনন্দমঠ' বা 'দেবী চৌধুরাণী'-র মতো উপন্যাসে বঙ্কিম যে বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তার মনস্তাত্ত্বিক জমি তৈরিতে মেদিনীপুরের রুক্ষ, আপসহীন মাটির পরোক্ষ অবদান অস্বীকার করা যায় না। পরিশেষে বলা যায়, মেদিনীপুর ও বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্ক অনেকটা সলতে আর আগুনের মতো। মেদিনীপুরের রসুলপুর নদীর মোহনা ছিল সেই সলতে, যেখানে বঙ্কিম তাঁর কলমের আগুনটুকু ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন। আর তাতেই জ্বলে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের এক আলোকস্তম্ভ। আজও দারিয়াপুরের বাতিঘর যেন সেই পুরোনো দিনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর নীরব ভাষায় পর্যটকদের বলে চলেছে; এখানে শুধু বড় বড় জাহাজ নয়, এককালে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকও তাঁর কল্পনার নোঙর ফেলেছিলেন।

দুই শ্রমিক গ্রেফতার, কাজ বন্ধ রেখে বিক্ষোভে উত্তাল রানিগঞ্জের জয় বালাজি কোম্পানি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রানিগঞ্জ

পশ্চিম বর্ধমানের রানিগঞ্জের মঙ্গলপুর শিল্পতালুকে অবস্থিত জয় বালাজি কোম্পানিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। গত তিন দিন ধরে বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অভিযোগ,
দীর্ঘদিন ধরে সমকাজে সমবেতন, ইএসআই, পিএফ, কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা-সহ একাধিক ন্যায্য দাবি উপেক্ষিত হয়ে আসছে। এই দাবিগুলি বাস্তবায়নের দাবিতেই তাঁরা আন্দোলনে নামেন।

শ্রমিকদের দাবি, আন্দোলনের মধ্যে গতকাল কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে এবং সেখানে তাঁদের বেশ কয়েকটি দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়।

তবে অভিযোগ, বৈঠকের পরই রাতে কোম্পানির নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে কয়েকজন শ্রমিকের বচসা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় কয়েকজন আহত হন। পরে পুলিশ আন্দোলনে যুক্ত দুই শ্রমিককে গ্রেফতার করে। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল থেকে ফের বিক্ষোভে সামিল হন শ্রমিকরা।

কারখানার কাজ বন্ধ রেখে তাঁরা গ্রেফতার হওয়া দুই শ্রমিকের অবিলম্বে মুক্তি এবং বাকি দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর করার দাবি জানান।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুরো ঘটনার উপর নজর রাখছে প্রশাসন।

তৃণমূল নেতা ও দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় স্মারকলিপি বিজেপির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মিনাখাঁ

তৃণমূল নেতা ও দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় বিজেপির ডেপুটেশন। বসিরহাটের মিনাখাঁ থানায় তৃণমূল নেতা ও তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শুক্রবার ডেপুটেশন জমা দিলেন বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, একাধিক লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করেনি পুলিশ। বিজেপি কর্মীদের দাবি, ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের পর মিনাখাঁর ধুতুরদহ এলাকায় তৃণমূল নেতা হাসা মোল্লার নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা, বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছিল। সম্প্রতি সেই ঘটনায় ফের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি বলে অভিযোগ তাদের। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন মিনাখাঁ থানায় ডেপুটেশন দেন বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি নেতা প্রদীপ দাসের অভিযোগ, বারবার থানায় অভিযোগ জানিয়েও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতেই এই ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখ উজ্জ্বল, সোনা জিতে ফিরলো বসিরহাটের তিন কন্যা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বসিরহাট

আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে সোনার পদক জিতে ঘরে ফিরলো বসিরহাটের তিন কন্যা। নেপালের কাঠমাণ্ডুতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ডান্স চ্যাম্পিয়নশিপে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে এলাকায় খুশির জোয়ার বইয়ে দিয়েছে স্নিগ্ধা গাইন, আরোহী মণ্ডল এবং স্নেহা রায়। সম্প্রতি নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক নৃত্য প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা অংশ নেন। মাউন্ট এভারেস্ট সাগরমাথা কাপ হলো নেপাল এবং ভারতের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্ল্যাটফর্ম। যার মূল লক্ষ্য দুই দেশের শিল্প ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানো।ওয়েস্টার্ন-সহ নাচের একাধিক বিভাগে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় নিজেদের দক্ষতা ও নৃত্যশৈলীর মাধ্যমে বিচারকদের মন জয় করে নেয় বসিরহাটে এই তিন প্রতিভাবান কন্যা। ক্লাসিক্যাল, ফোক, বলিউড, কনটেম্পোরারি এবং ওয়েস্টার্ন ড্যান্সের মতো একাধিক ঘরানায় প্রতিযোগীরা একক, দ্বৈত এবং গ্রুপ পারফরম্যান্সে অংশ নেন। সোনাজয়ী নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে স্বরূপনগর ব্লকের হঠাৎগঞ্জের বাসিন্দা স্নিগ্ধা গাইন এবং বাদুড়িয়া ব্লকের লক্ষ্মীনাথপুরের বাসিন্দা আরোহী মণ্ডল ও স্নেহা রায় রয়েছেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার, আত্মীয়-পরিজন থেকে শুরু করে গোটা এলাকা। নেপাল থেকে সোনার পদক নিয়ে ফেরার পর তিন কন্যাকে বরণ করে নিতে উৎসবের আবহ তৈরি হয় এলাকায়। বর্ণাঢ্য র্যা লি, ফুলের মালা ও উচ্ছ্বাসে তাদের সংবর্ধনা জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। বহু মানুষ অভিনন্দন জানান এই কৃতী সন্তানদের। তাদের এই সাফল্যে আনন্দে মেতে ওঠে গোটা এলাকা। তিন নৃত্যশিল্পীর প্রশিক্ষক প্রীতম অধিকারী জানান, তিনি নিজে একটি বেসরকারি বাংলা বিনোদন চ্যানেলে সম্প্রচারিত এক জনপ্রিয় রিয়ালিটি ডান্স শোয়ের ফাইনালিস্ট ছিলেন। যদিও আন্তর্জাতিক স্তরে পারফর্ম করার সুযোগ তার হয়নি। তবে তার ছাত্রীরা সেই স্বপ্ন পূরণ করেছে। তিনি বলেন, 'আমি আন্তর্জাতিক মঞ্চে পারফরম্যান্সের সুযোগ পাইনি, কিন্তু আমার ছাত্রীরা দেশের জন্য সোনা জিতেছে। একজন শিক্ষক হিসেবে এর থেকে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হতে পারে না'। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই সাফল্য শুধু বসিরহাটের গর্বই নয়, ভবিষ্যতে আরও বহু প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

ইলু জারগো গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনও হল না প্রধান নির্বাচন, প্রশ্ন তুলছে রাজনৈতিক দলগুলি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝালদা

পুরুলিয়া জেলার ঝালদা-১ ব্লকের ইলু জারগো গ্রাম পঞ্চায়েতে এখনও পর্যন্ত প্রধান নির্বাচন না হওয়ায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। প্রধান অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ইস্তফা দেওয়ার পর এক মাস পেরিয়ে গেলেও নতুন প্রধান নির্বাচিত না হওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। জানা গিয়েছে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ইলু জারগো গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১২টি আসনের মধ্যে ৭টি আসনে জয়লাভ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

অন্যদিকে, ৫টি আসন দখল করেছিল বিজেপি। পরে এক জন সদস্যের মৃত্যুর পর বিজেপির সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪-এ। সেই সময় তৃণমূলের প্রলয় চ্যাটার্জী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু, গত ১৮ মে অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেন প্রলয় চ্যাটার্জী। এরপর গত ২৫ মে তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করে অনুমোদন দেন ঝালদা-১ ব্লকের বিডিও। নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নতুন প্রধান নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও এখনও পর্যন্ত সেই নির্বাচন সম্পন্ন হয়নি। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য তথা প্রাক্তন প্রধান প্রলয় চ্যাটার্জীর অভিযোগ, প্রধান নির্বাচনের জন্য দু'বার দিন নির্ধারণ করা হলেও পরে তা বাতিল করা হয়েছে। তিনি জানান, প্রথমে গত ৯ জুন প্রধান নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন নির্বাচন হয়নি। এরপর ২৪ জুন ফের দিন ঘোষণা করা হয়। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সদস্যরা উপস্থিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ করেই বিডিওর পক্ষ থেকে নোটিস দিয়ে জানানো হয়, ওই দিনের নির্বাচনও স্থগিত করা হয়েছে। এরপর থেকেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নেপাল মাহাতো বলেন, 'গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন ৩০ দিনের মধ্যে হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে সেই নিয়ম মানা হচ্ছে না। তাহলে কেন নির্বাচন আটকে রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পঞ্চায়েতে কারও সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই বলে কি নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে? সরকারি আধিকারিকরা নিরপেক্ষভাবে কাজ না করে একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছেন বলেই মনে হচ্ছে'। অবিলম্বে নিয়ম মেনে প্রধান নির্বাচন করার দাবি জানান তিনি।

অন্যদিকে, বিজেপির গ্রাম সংসদ সদস্য হেমানি মাহাতোর স্বামী সুবল মাহাতো বলেন, 'আমাদের দলের চারজন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রশাসনিক কারণে নির্বাচন বাতিল হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। কেন বাতিল করা হয়েছে, সেটা আমাদের জানা নেই। আমরা চাই দ্রুত প্রধান নির্বাচন হোক'। এই বিষয়ে ঝালদা-১ ব্লকের বিডিও জানান, 'এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।

আইন অনুযায়ী সমস্ত কাজ হচ্ছে। কোনও নিয়ম বহির্ভূত কাজ হয়নি'। প্রধান নির্বাচন ঘিরে ইলু জারগো গ্রাম পঞ্চায়েতে এখন রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কবে নতুন প্রধান নির্বাচিত হন, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে এলাকার মানুষ।

দুর্গাপুরে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের আলোচনা সভা

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

দুর্গাপুরে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প, বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়ে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুই, দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট বাঙালি ব্যবসায়ীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্ধন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রশেখর ঘোষ। তিনি জানান, প্রায় পাঁচ বছর আগে কলকাতা থেকে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বাঙালি ব্যবসায়ীদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই সংগঠন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও নিজেদের কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। চন্দ্রশেখর ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী, সংগঠনের মূল লক্ষ্য আগামী প্রজন্মের বাঙালি যুবকদের ব্যবসার প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা। সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মতবিনিময়ের পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কাউন্সিল। এদিনের সভায় উপস্থিত ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়ন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিদের কাছে একাধিক দাবি ও প্রস্তাব তুলে ধরেন। তাদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনার পর অগ্নিমিত্রা পাল আশ্বাস দেন, উত্থাপিত বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এবং যেখানে সম্ভব, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে। আলোচনা সভায় রাজ্যের শিল্প ও ব্যবসার ভবিষ্যৎ নিয়ে ইতিবাচক বার্তা উঠে আসে এবং বাঙালি উদ্যোক্তাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের ভূমিকা নিয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেন উপস্থিত সদস্যরা।

বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান স্থান পেলেন সিপিআইএমের রাজ্য কমিটিতে

সকালের শিরোনাম
পরাগ মজুমদার
মুর্শিদাবাদ

সুদূরপ্রসারী ভাবনা! একদিকে গেরুয়া বিরোধী ভোটব্যাঙ্কে একত্রিত করা, পাশাপাশি তথাকথিত সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর পাশে থাকার ইস্যুতে মালদা মুর্শিদাবাদের ভাঙন নিয়ে শুভেন্দু বিরোধিতায় সোচ্চারের পুরস্কার পেলেন রাজ্যের একমাত্র বাম বিধায়ক মুর্শিদাবাদের ডোমকলের মোস্তাফিজুর রহমান! সরাসরি স্থান দেওয়া হল রাজ্য কমিটিতে। আর এতেই উচ্ছ্বসিত সিপিআইএম বিধায়ক। তার ঘনিষ্ঠ মহলে ইঙ্গিত দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতায় তুলোধোনা করে আগামী দিনে পঞ্চায়েত ভোটে নিজেদের জমি পুনরুদ্ধারের। মুর্শিদাবাদ ও মালদার অন্যতম প্রধান সমস্যা নদী ভাঙন রোধ নিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে উনি বলেন, এই সরকারের মালদা এবং মুর্শিদাবাদের প্রতি কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা পর্যাপ্ত বরাদ্দ নেই। পরিবেশ রক্ষা কিংবা পরিযায়ী শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের কোনও দিশা নেই। সবটাই মালদা আর মুর্শিদাবাদের লোকের সঙ্গে ভাওতা দেওয়া হয়েছে। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে, আমরা সব কিছুই নজরে রাখছি। এমনকি ঝুলে থাকা এসএসসি বা টেটের নিয়োগের ক্ষেত্রেও বর্তমান রাজ্য সরকার পরিকল্পনাহীন। একইসঙ্গে সিপিআইএমের রাজ্য কমিটিতে স্থান মেলায় আপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, 'দেখুন দলের কাজ তো বটেই সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের হয়ে কথা বলার ফলে যদি ভালো কাজ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যায় তাহলে, ভাল তো লাগে নিশ্চিত। অবশ্যই আমাদের দলের একটা ডেকোরাম আছে, সেইমত জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর মেম্বার ছিলাম, এরিয়া কমিটির মেম্বার হিসেবে কাজ করতে করতে দল মনে করছে রাজ্য কমিটি স্তরে কাজ করার যোগ্যতা হয়েছে। পার্টিকে ধন্যবাদ, কাজের স্বীকৃতি আমি পেলাম'। বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মোস্তাফিজুর বলেন, এই সরকার মুখোশের আড়ালে কাজ করছে। সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রতি তাদের নজর নেই, একদিকে যখন 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা উন্নয়ন'-এর বড় বড় কথা বলা হচ্ছে, তখন আদতে উল্টো পথে হাঁটছে এই সরকার।

সরকারি বাসে ব্যাগ ছিনতাই করে পাকড়াও ২ জন ভবঘুরে মহিলা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হলদিয়া

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া ব্রজলাল চকে মেচেদাগামী একটি সরকারি বাসে শুক্রবার দু'জন ভবঘুরে মহিলা নবকুমার খাঁড়া নামে একজন প্রাক্তন শিক্ষকের কাছ থেকে ব্যাগ ছিনতাই করে। সেই ব্যাগের ভিতর দু'লক্ষ টাকা ছিল। নবকুমার খাঁড়ার বাড়ি চৈতন্যপুরে। তিনি অবসরপ্রাপ্ত একজন স্কুল শিক্ষক। নব কুমার বাবু বলেন, বাড়িতে জায়গা বিক্রির টাকা নিয়ে ছেলের কাছে যাচ্ছিলাম।

ছেলে কলকাতায় থাকে। নবকুমার বাবু আরও বলেন, চৈতন্যপুরে বালুঘাটাগামী বাসে ব্রজলাল চক যাওয়ার জন্য উঠেন। একই বাসে ছিনতাইকারী মহিলা দু'জন ছিল। ব্রজলাল চকে নেমে কলকাতা গামী সরকারি বাসে নবকুমার বাবু উঠেন। সেই একই বাসে ছিনতাইকারী মহিলা দু'জন উঠে। কিছুক্ষণ পর আমার হাত থেকে ব্যাগটি ছিনতাই করে ওই দুজন মহিলা বাস থেকে নামার জন্য তড়িঘড়ি করেন।

আমি বাস থেকে চিৎকার করতে থাকি। চিৎকার শুনে পথ চলতি মানুষজন এক জায়গায় জড়ো হয়ে মহিলা দু'জনকে ঘিরে ফেলে। এবং তাদের কাছে ব্যাগ খুলে দেখে ভিতরে দু'লক্ষ টাকা রয়েছে। ভবানীপুর থানার পুলিশ দু'জন মহিলা ছিনতাইকারী মহিলাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। ভবানীপুর থানার অফিসার ইন-চার্জ তিনি বলেন, এই মহিলা দু'জন ভবঘুরে অর্থাৎ বানজারা। এরা সারাদিন যেখানে, সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, এদের পিছনে আর কারা রয়েছে।

এগরা পৌরসভায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের জন্মদিন পালিত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
এগরা

এগরা পৌরসভার উদ্যোগে পৌর প্রাঙ্গনে সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টপাপাধ্যায়ের ১৮৯তম জন্মদিন মহা সমারোহে পালিত হলো। পৌর প্রাঙ্গনের সামনে ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের পূর্ণ অবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করে প্রণাম করলেন পৌর প্রধান স্বপন কুমার নায়ক। পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন কাউন্সিলর অম্বিকেশ দাস, দেবব্রত করন, নির্মল শীট, পৌর কর্মচারী সৌমেন্দু মাইতি, কেদার বেরা ও সুমন জানা সহ অনান্য পৌর কর্মচারীগণ। মাল্য দানের শেষে ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের বন্দে মাতরম জাতীয় সংগীত গান পরিবেশিত হয়। এগরা পৌর চেয়ারম্যান স্বপন কুমার নায়ক সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতি চারণা করে বলেন, ১৮৯তম ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের জন্মদিন আজ আমরা পালন করছি। পৌর প্রাঙ্গনে এই বঙ্কিম চন্দ্রের পূর্ণ অবয়ব মূর্তির উদ্বোধন করেছিলেন আমাদের বর্ষীয়ান নেতা সাংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী। তখন আমি পৌর প্রধান। তৎকালীন সময়ে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টপাধ্যায় এই পৌরসভার পাশেই ডাক বাংলো মাঠ নামে পরিচিত এখন পৌর ভবন, সেই জায়গায় ডেপুটি মেজিস্ট্রেট হয়ে এসেছিলেন। ওইখানেই একটি ছোট্ট ঘরে থাকতেন। এখানে বসেই তিনি বিখ্যাত কপালকুণ্ডলা উপন্যাস লিখেছিলেন। এগরার বহু স্মৃতির সাথে জড়িয়ে সাহিত্য সম্রাট। তাঁর লেখা বন্দেমাতরম গান আজ পৃথিবীর কাছে শ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আজ তাঁর জন্মদিনে স্মৃতি চারণা করলাম পৌরসভার পক্ষ থেকে। সঙ্গে আমাদের পৌর কাউন্সিলররা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রকে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানালেন।

গ্রেফতার তৃণমূল কর্মী বাদল মোল্লা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বোলপুর

আবারও ২০২১ সালের নির্বাচনের পরবর্তী হিংসার ঘটনায় বড় পদক্ষেপ নিল বোলপুর থানার পুলিশ। এবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে মহিদাপুরের তৃণমূল কর্মী বাদল মোল্লাকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই গ্রেপ্তারিকে ঘিরে এলাকায় নতুন করে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। জানা গেছে, বিজেপি সমর্থক গোপাল বালার দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ।

অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের ২রা
মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই তাকে প্রাণে মারার পরিকল্পনা করা হয়। একাধিক দুষ্কৃতী তাকে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, প্রাণভয়ে তাকে নিজের গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হতে হয়।

sakaler sironam.....11 June.....2026...._Layout 1 27-06-2026 01:07 Page 12

জার্মানিকে হারিয়ে গ্যালারিতে কোচের আবেগের বিস্ফোরণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হিউস্টন

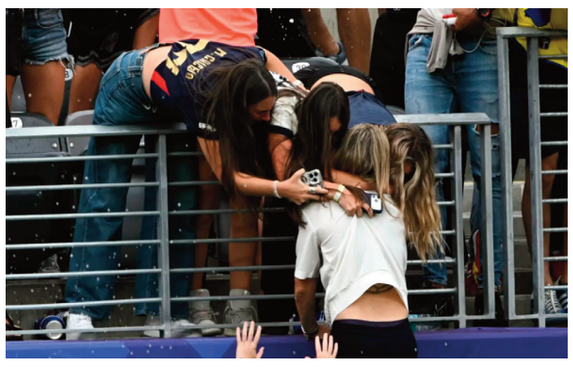

চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানির বিরুদ্ধে ইতিহাস গড়ে শেষ বত্রিশে যাওয়ার আশা বাঁচিয়ে রাখল ইকুয়েডর। আর এই ঐতিহাসিক জয়ের পরেই আবেগ ধরে রাখতে না পেরে গ্যালারিতে সোজা ফ্যামিলির কাছে ছুটে গেলেন ইকুয়েডরের হেড কোচ সেবাস্তিয়ান বেকাসেসে। গ্যালারির রেলিংয়ে উঠে পরিবারের সদস্যদের জড়িয়ে ধরে তাঁর এই আবেগঘন উদ্যাপনের দৃশ্য ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে পেড্রো ভিতের কর্নার থেকে কেভিন রদ্রিগেসের হেডে বল পেয়ে খুব কাছ থেকে বাঁ-পায়ের মাপা শটে গোল করে ইকুয়েডরকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন গনজালো প্লাটা। এই গোলটিই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। যদি প্লাটা এই গোলটি না করতে পারতেন, তবে ম্যাচ হারলে ইকুয়েডরের বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত ছিল, এমনকি ড্র করলেও পরের রাউন্ডে যাওয়া অলৌকিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। ৬৪ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে রদ্রিগেস দলের এই ঐতিহাসিক জয়ে দুর্দান্ত অ্যাসিস্ট করে কোচের আস্থার মর্যাদা দেন।

অন্যদিকে, জার্মানি অবশ্য আগেই গ্রুপের শীর্ষস্থান নিশ্চিত করে নকআউটে পৌঁছে গিয়েছিল। আর্জেন্টিনার রোসারিওতে জন্ম নেওয়া ৪৫ বছর বয়সি বেকাসেসে মাত্র ২১ বছর বয়সেই খেলোয়াড়ি জীবনে ইতি টেনেছিলেন। ম্যাচ শেষে দোভাষীর মাধ্যমে তিনি জানান, পরাজয়ের যেমন বেদনা থাকে, জয়ের তেমনই এক পরম তৃপ্তি থাকে। জীবনে ফুটবলের চেয়েও বড় বিষয় হলো পরিবার। নিজের প্রয়াত বাবাকে স্মরণ করে আবেগাপ্লুত কোচ বলেন, 'আমার বাবা আজ আমাদের মাঝে নেই, তিনি উপর থেকে আমাদের দেখছেন। তবে আমি এখন ১ কোটি ৯০ লক্ষ ইকুয়েডরবাসীর কথা ভাবছি, যাঁরা আজ কোলাকুলি করে এবং বিয়ার খেয়ে এই ঐতিহাসিক জয় উদ্যাপন করছেন'। এর আগে ইকুয়েডর কখনও বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছাতে পারেনি। এই দলের এবং দেশের মানুষের জন্য সেই লক্ষ্যপূরণ করাটাই এখন বেকাসেসের প্রধান লক্ষ্য।

বিশ্বকাপে শেষ বত্রিশে নেদারল্যান্ডস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কানসাস সিটি

কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে তিউনিশিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশে নিজেদের জায়গা পাকা করে ফেলল নেদারল্যান্ডস। এই জয়ের ফলে সাত পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এফ'-এর শীর্ষস্থানে থেকে লিগ পর্ব শেষ করল তারা, আর সেই সঙ্গেই নকআউটের প্রথম পর্বে শক্তিশালী ব্রাজিলের মুখোমুখি হওয়ার হাত থেকেও রক্ষা পেল রোনাল্ড কোম্যানের দল।

কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে তিউনিশিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশে নিজেদের জায়গা পাকা করে ফেলল নেদারল্যান্ডস। এই জয়ের ফলে সাত পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এফ'-এর শীর্ষস্থানে থেকে লিগ পর্ব শেষ করল তারা, আর সেই সঙ্গেই নকআউটের প্রথম পর্বে শক্তিশালী ব্রাজিলের মুখোমুখি হওয়ার হাত থেকেও রক্ষা পেল রোনাল্ড কোম্যানের দল। আগামী সোমবার মেক্সিকোর মন্টেরে-তে শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে মরক্কোর বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ডাচ বাহিনী। অন্যদিকে, তিনটি ম্যাচেই হেরে এবং মোট ১২টি গোল হজম করে চরম হতাশা নিয়ে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিতে হল তিউনিশিয়াকে। এদিন প্রতিকূল আবহাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির ভ্রূকুটি থাকলেও ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়েই। ম্যাচের শুরু থেকেই তিউনিশিয়ার রক্ষণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চেপে বসে নেদারল্যান্ডস। মাত্র তিন মিনিটের মাথাতেই ডেনজেল ডামফ্রাইসের একটি ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালেই বল জড়িয়ে দেন তিউনিশিয়ার এলিয়েস স্কিরি। এর ঠিক চার মিনিট পরেই তিজানি রেইন্ডার্সের একটি ফ্রি-কিক থেকে ভার্জিল ফন ডাইক বল হেডে নামিয়ে দিলে, খুব কাছ থেকে জোরালো শটে তা জালে জড়াতে ভুল করেননি ব্রায়ান ব্রোবে। এটি ছিল চলতি বিশ্বকাপে তাঁর তৃতীয় গোল। ২-০ গোলে এগিয়ে গিয়ে ডাচ সমর্থকেরা যখন গ্যালারিতে উৎসবে মেতেছেন, তখন তিউনিশিয়া কার্যত কোণঠাসা। যদিও দ্বিতীয়ার্ধের ৫৪ মিনিটে হ্যানিবাল মেজব্রির কর্নার থেকে হেডে গোল করে তিউনিশিয়ার হয়ে ব্যবধান কমান হাজেম মাস্তৌরি। কিন্তু সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ঘণ্টাখানেকের খেলা পেরোতেই রেইন্ডার্সের কর্নার থেকে জ্যান পল ফন হেকের হেড প্রতিপক্ষের গায়ে লেগে জালে জড়ালে ডাচদের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। এই জয়ের ফলে জাপানকে পিছনে ফেলে গ্রুপের শীর্ষে রইল নেদারল্যান্ডস। গ্রুপের অন্য ম্যাচে সুইডেনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ বত্রিশে গিয়েছে জাপান, আর তৃতীয় স্থানে থাকলেও সেরা আটটি তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের অন্যতম হিসেবে নকআউটে পৌঁছেছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ সুইডেন। অন্যদিকে, বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে একটিও গোল না খাওয়া তিউনিশিয়া মূল পর্বে এসে রীতিমতো মুখ থুবড়ে পড়ল।

প্রথম ম্যাচে সুইডেনের কাছে ৫-১ গোলে হারের পর কোচ সাবরি লামুশিকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। গত সপ্তাহে তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেন অভিজ্ঞ ফরাসি কোচ হার্ভে রেনার্ড। কিন্তু তিনিও দলের এই পতন রুখতে ব্যর্থ হন। জাপানের কাছে ৪-০ এবং এদিন ডাচদের কাছে ৩-১ গোলে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে খালি হাতেই দেশে ফিরছে উত্তর আফ্রিকার এই দেশ।

সুইডেনের বিরুদ্ধে ড্র করে নকআউটে জাপান, শেষ বত্রিশে প্রতিপক্ষ ব্রাজিল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আর্লিংটন

বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশে নিজেদের জায়গা পাকা করে ফেলল জাপান এবং সুইডেন। বৃহস্পতিবার ডালাস স্টেডিয়ামে গ্রুপ 'এফ'-এর ম্যাচে এই দুই দলের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে দাইজেন মায়েদার গোলে জাপান প্রথমে এগিয়ে গেলেও, মাত্র ছ'মিনিটের মাথায় সুইডেনের হয়ে দুরন্ত গোল করে সমতা ফেরান অ্যান্থনি এলাঙ্গা। এই ড্রয়ের ফলে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে শেষ করল জাপান। নকআউটের প্রথম পর্বে, অর্থাৎ শেষ বত্রিশের লড়াইয়ে তাদের মুখোমুখি হতে হবে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের। অন্যদিকে, চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের তৃতীয় স্থানে থাকলেও টুর্নামেন্টের সেরা আটটি তৃতীয় স্থানাধিকারী দলের অন্যতম হিসেবে পরের পর্বে যাওয়ার টিকিট পেয়ে গিয়েছে সুইডেন। এদিন প্রথমার্ধের খেলা কিছুটা ম্যাড়ম্যাড়ে হলেও বিরতির ঠিক আগে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ে। জাপানের উইঙ্গার কেইতো নাকামুরার একটি নিচু শট ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচান সুইডিশ গোলরক্ষক জেকব উইডেল জেটারস্ট্রম। পাল্টা আক্রমণে ভিক্টর গায়োকেরেস গোল লক্ষ্য করে শট নিলেও জাপানের শোগো তানিগুচির গায়ে লেগে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তবে দ্বিতীয়ার্ধে একেবারে অন্য মেজাজে মাঠে নামে হাজিমে মোরিয়াসুর দল। শুরুতেই আও তানাকার একটি শট প্রমাণ করে দেয় যে জাপান এই ম্যাচে শুধু এক পয়েন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে নারাজ। তাদের সেই আক্রমণের পুরস্কারও মেলে। রিৎসু দোয়ানের তৈরি করা একটি দুর্দান্ত দলীয় আক্রমণ থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন মায়েদা। দোয়ান ডানদিক থেকে আয়াসে উয়েদাকে পাস বাড়ান এবং ফিরতি বল পেয়ে ফাঁকায় থাকা মায়েদার দিকে বাড়িয়ে দিলে তিনি অত্যন্ত দক্ষতায় বল জালে জড়ান। তবে জাপানের এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ৬২ মিনিটে বক্সের কোণ থেকে একটি নিখুঁত বাঁ-পায়ের শটে সুইডেনের হয়ে সমতা ফেরান এলাঙ্গা, যা জাপানের গোলরক্ষক জাইওন সুজুকির পক্ষে আটকানো একেবারেই সম্ভব ছিল না। গোল হজম করার পর অবশ্য সুজুকিকে একাধিকবার দলের ত্রাতা হয়ে উঠতে দেখা যায়। তিন মিনিট পরেই আলেকজান্ডার ইসাকের একটি বিপজ্জনক শট বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁচান তিনি। এরপর স্টপেজ টাইমেও সেই ইসাকের একটি দুরন্ত হেড রুখে দিয়ে জাপানের গ্রুপ রানার্স হওয়া নিশ্চিত করেন সুজুকি।

'নো-লুক' শটে ভারতীয় বোলারদের নাজেহাল করলেন ১৫ বছরের বৈভব

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেলফাস্ট

আন্তর্জাতিক অভিষেকের আগেই আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে নেট অনুশীলনে ঝড় তুললেন ভারতের ১৫ বছর বয়সি বিস্ময়-প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএল ২০২৬-এ ৭৭৬ রান করে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন এই তরুণ বাঁহাতি ব্যাটার।

এই দুরন্ত পারফরম্যান্সের সুবাদেই আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ডাক পান বৈভব। টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর অভিষেকের বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত কিছু না জানালেও, নেটে জাতীয় দলের সতীর্থ বোলারদের রীতিমতো শাসন করে নিজের প্রস্তুতির জানান দিলেন তিনি। বিসিসিআই-এর তরফ থেকে সমাজমাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, নেটে ভারতীয় দলের বোলারদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাবলীলভাবে একের পর এক দুর্দান্ত শট খেলছেন বৈভব। মঞ্চের চাপ বা বোলারদের গতির তোয়াক্কা না করে তাঁর মারা একটি 'নো-লুক' শট ইতিমধ্যেই ক্রিকেটপ্রেমীদের বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। উল্লেখ্য, কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর ইতিমধ্যেই বৈভবকে ক্ষুদ্রভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদক্ষুদ্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর আগে প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজেলউড এবং জসপ্রীত বুমরাহর মতো বিশ্বমানের বোলারদের বিরুদ্ধেও নিজের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের প্রমাণ রেখেছেন তিনি। শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা দুই ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে আয়ারল্যান্ড দল অবশ্য এই তরুণকে নিয়ে আলাদা করে ভাবতে নারাজ। আয়ারল্যান্ডের উইকেটরক্ষক ব্যাটার বেন ক্যালিটজ জানিয়েছেন যে, বৈভবের জন্য তাঁদের আলাদা কোনও বিশেষ পরিকল্পনা নেই। তিনি বলেন, 'আমরা প্রতিটি খেলোয়াড়কে একই চোখে দেখি। কাল বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার বা সূর্যবংশী; যেই খেলুক না কেন, আমরা সবাইকে সমানভাবেই মোকাবিলা করব। ওঁরা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, ওঁদের খুব একটা দুর্বলতা নেই। তবে আমাদের লক্ষ্য থাকবে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে ওঁদের সবাইকে আউট করা'।

ক্রিকেটে বিনিয়োগ জন আব্রাহামের

ইউরোপিয়ান টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগে কিনলেন দল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

ইউরোপিয়ান টি-টোয়েন্টি প্রিমিয়ার লিগের (ইটিপিএল) উদ্বোধনী মরসুমে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির অন্যতম কর্ণধার হিসেবে যুক্ত হলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা জন আব্রাহাম। তিনি এই টুর্নামেন্টের অন্যতম দল 'রটারড্যাম ডকার্স'-এর আংশিক মালিকানা গ্রহণ করেছেন। আগামী ২৬ অগস্ট থেকে শুরু হয়ে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে ইটিপিএল-এর এই উদ্বোধনী টুর্নামেন্ট। রটারড্যাম ডকার্সের লিডারশিপ গ্রুপে জনের সঙ্গে ম্যানেজিং পার্টনার হিসেবে রয়েছেন মধুকর শ্রী। এছাড়াও এই দলে তাঁর সঙ্গী হয়েছেন জন্টি রোডস, ফ্যাফ ডু প্লেসি এবং হেনরিখ ক্লাসেনের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পরিচিত মুখেরা। আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ডস জুড়ে ক্রিকেটের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে বলে আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এই টুর্নামেন্টে মোট ৩২টি ম্যাচ খেলা হবে। ইটিপিএল টুর্নামেন্টটি গ্লাসগো, আমস্টারডাম, এডিনবার্গ, ডাবলিন, বেলফাস্ট এবং রটারড্যাম; মূলত এই ছ'টি শহরভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নিয়ে গঠিত হয়েছে। নিজের নতুন দল কেনা প্রসঙ্গে জন আব্রাহাম জানিয়েছেন যে, খেলাধুলো মানুষকে অনুপ্রাণিত ও ঐক্যবদ্ধ করে এবং ইউরোপ ক্রিকেটের অন্যতম একটি আকর্ষণীয় বিকাশশীল বাজার হওয়ার কারণেই তিনি এই টুর্নামেন্ট নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী। রটারড্যাম ডকার্স দলে জনকে স্বাগত জানিয়ে ইটিপিএল-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা অভিষেক বচ্চন বলেন যে, খেলাধুলোর প্রতি আবেগ এবং এক জন স্পোর্টস আন্ত্রেপ্রেনিওর হিসেবে সাফল্যের কারণেই রটারড্যামের মালিকানায় তিনি এক দুর্দান্ত সংযোজন। উল্লেখ্য, ইটিপিএল-এর ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকানার সঙ্গে স্টিভ ওয়া, রাহুল দ্রাবিড়, জন্টি রোডস, ম্যাথু হেডেন, ফ্যাফ ডু প্লেসি এবং হেনরিখ ক্লাসেনের মতো প্রাক্তন ও বর্তমান তারকা ক্রিকেটাররাও যুক্ত রয়েছেন।

শেষ মুহূর্তের ঝটকায় কুপোকাত মার্কিন 'দ্বিতীয় দল',

প্রথম জয় তুরস্কের

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্বকাপের শেষ বত্রিশের টিকিট আগেই পকেটে পুরে ফেলেছিল আমেরিকা। তাই গ্রুপ পর্বের শেষ নিয়মরক্ষার ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলস স্টেডিয়ামে কার্যত নিজেদের দ্বিতীয় সারির দল নামিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন মার্কিন কোচ। কিন্তু সহ-আয়োজকদের সেই ছক ও দর্প চূর্ণ করে লড়াকু ফুটবল উপহার দিল তুরস্ক। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে কান আয়হানের নাটকীয়

গোলে ২-৩ ব্যবধানে আমেরিকাকে হারিয়ে চলতি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম জয়ের স্বাদ পেল তারা। অথবা হাউস স্টাইল মেনে বললে, ম্যাচের বয়স তখন মাত্র তিন মিনিট। ঠাসা গ্যালারির উন্মাদনাকে দ্বিগুণ করে কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে সেবাস্টিয়ান বারহাল্টারের ক্রসে চমৎকার বাঁ-পায়ের শটে গোল করে আমেরিকাকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন অস্টন ট্রাস্টি। চলতি টুর্নামেন্টে এই নিয়ে টানা তিনটি ম্যাচেই শুরুতে লিড নেওয়ার রেকর্ড গড়ল মার্কিনরা। কিন্তু ডাগ-আউটে বসে থাকা চোটগ্রস্ত তুর্কি শিবিরের রক্তের তেজ যেন বাড়িয়ে দিল এই গোল।

ম্যাচের ঠিক নবম মিনিটে বারিস আল্পার ইলমাজের পাস থেকে বক্সের কেন্দ্রস্থল থেকে বাঁ-পায়ের নিখুঁত শটে তুরস্ককে সমতায় ফেরান তারকা ফুটবলার আরদা গুলের। এর পর ম্যাচের ৩০ মিনিটে অর্কুন কোকচুর মাপা পাস ধরে খুব কাছ থেকে ডান পায়ের শটে গোল করে তুরস্ককে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন সেই ইলমাজ।

প্রথমার্ধের এই ধাক্কার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা চালায় আমেরিকা। ৪৮ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের এক অনবদ্য দূরপাল্লার শটে গোল করে স্কোরলাইন ২-২ করেন মার্কিন মিডফিল্ডার সেবাস্টিয়ান বারহাল্টার। সমতা ফেরার পর মাঠের উত্তাপ আরও বাড়ে। মার্কিন তারকা ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিক মাঠে নেমে কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও তুর্কি গোলরক্ষক উগুরকান চাকিরের প্রাচীর ভাঙা সম্ভব হয়নি। খেলা যখন নিশ্চিত ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছে এবং অতিরিক্ত সময়েরও সাত মিনিট পার হয়ে গিয়েছে, ঠিক তখনই আসে সেই অন্তিম মোচড়। ৯৮ মিনিটে ক্যান উজুন মাঠের বাঁ-দিক

থেকে আমেরিকার রক্ষণভাগকে বোকা বানিয়ে বল বাড়িয়ে দেন এবং খুব কাছ থেকে ডান পায়ের নিখুঁত শটে গোল করে তুরস্কের ৩-২ ব্যবধানে জয় সুনিশ্চিত করেন পরিবর্ত ডিফেন্ডার কান আয়হান। এই হারের পর মার্কিন দল এবার সাস্তা ক্লারায় আগামী বুধবারের নকআউট পর্বের ম্যাচে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করবে।

স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com